উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৩ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 10 October 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 144 MLD

রসায়নে নোবেল তিন বিজ্ঞানীকে

দেশদুনিয়ার পাতায়

হরিয়ানা নিয়ে কমিশনে কংগ্রেস

দেশদুনিয়ার পাতায়

ছুটিতেও ছুটি নয়

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোর্টাল বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। আগামী ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ অক্টোবর পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না উত্তরবঙ্গ সহ দেশদুনিয়ার খবর থেকে। ছুটির দিনেও লাইভ পুজো পরিক্রমা, নিউজ বুলেটিন এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজে।

www.uttarbangasambad.com, www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

শুভেচ্ছা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, সংবাদপত্র বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

- প্রকাশক

পাচারচক্রের পান্ডা ধৃত

নারী পাচারচক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বড়সড়ো সাফল্য পেল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এক নারী পাচারচক্রের মূল পান্ডা। ধৃতের নাম সোলেমান আলি (৫৯)। বাড়ি রায়গঞ্জ ব্লকের বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারজোল গ্রামে।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

রোগীমৃত্যুতে চাঞ্চল্য

রোগীমৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল জঙ্গিপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। মৃত মহিলার নাম শিল্পা খাতুন (২২)। ক্ষোভের জেরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। হাসপাতাল ভাঙচুরের চেষ্টাও করেন।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

মালদার প্রাচীনতম আদি কংসবণিক মন্দিরের দশভুজা। বুধবার। - অরিন্দম বাগ

ষষ্ঠীর রাতে জনজোয়ার

নিউজ ব্যুরো

৯ অক্টোবর : দীর্ঘদিন পরে ঝলমলে রোদ উজ্জ্বল দিনের দেখা মিলল গৌড়বঙ্গে। বুধবার সকাল থেকেই পরিষ্কার আকাশ ছিল। দুপুরের পর থেকে মহাষষ্ঠীর দিনের আভাস আসতে শুরু করে শহর সহ প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে। পুজোমণ্ডপগুলি ছিল ভিড়ে ঠাসা।

বিকেল নাগাদ বালুরঘাট শহর পার্শ্ববর্তী ডাঙা, মালঞ্চা, অমৃতখণ্ড, খাসপুর, জলঘর, ডাঙ্গি সহ বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে দর্শনার্থীরা বালুরঘাটে ভিড় জমাতে শুরু করেন। বৃষ্টির কোনও আশঙ্কা না থাকায় ফুরফুরে মনে সাধারণ মানুষকে এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে এদিন। সন্ধ্যা নামতেই সেই ভিড় জনপ্লাবনের রূপ নেয়। শহরের বিভিন্ন ক্লাবে তিলধারণের জায়গা ছিল না। অতিরিক্ত যানবাহন মোকাবিলা করতে পুলিশ প্রশাসনের তরফেও শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, গত বছরের তুলনায় এবছর ষষ্ঠীর রাতেই পুজোমণ্ডপগুলিতে জনসমাগম লক্ষ করা গেছে হরিরামপুর ও কুশমণ্ডিতে। কোথাও প্রতিমা, কোথাও আবার প্যান্ডেলের কারুকাজ দেখতে ছোটদের সঙ্গে বড়দেরও দেখা যায়। বিকেলের পর থেকে গঙ্গারামপুর চৌপথি এবং সংলগ্ন এলাকায় দর্শনার্থীদের ভিড় শুরু হয়। বিশেষত সন্ধ্যার পর থেকে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব ও চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবে দর্শকদের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে।

এদিন বিকেল হতে গঙ্গারামপুর শহরের চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব, নাট্য সংসদ, ফুটবল ক্লাব, ইউথ ক্লাব, জ্বলন্ত অগ্নিসংঘ, তরুণ সংঘ, প্রগতি সংঘে দর্শনার্থীদের ভিড় জমতে থাকতে। ভিড় সামাল দিতে বিকেল থেকে ট্রাফিক পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। বিকেল যত গড়ায় ভিড় তত বাড়তে থাকে। তপনেও স্কুল মোড়, মিতালি ক্লাব ও স্কুল মোড় পুজোমণ্ডপে দর্শকদের ভিড় লক্ষ করা যায়।

জমজমাট উত্তর দিনাজপুরের পুজো। রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিমা দর্শনের জন্য সন্ধ্যা থেকেই মানুষের ঢল নামে। গভীর রাতেও মানুষ প্রতিমা দর্শনে মেতে ওঠেন। শহরের বিদ্রোহী, বিপ্লবী, চৈতালি, শাস্ত্রী সংঘ সহ বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিমা ও মণ্ডপ দর্শনে মানুষের ব্যাপক ভিড় হয়। রায়গঞ্জের পাশাপাশি কালিয়াগঞ্জ শহরেও প্রতিমা দর্শনে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ করা যায় শহরবাসীর। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ক্লাবে গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে প্রতিমা দর্শন। এর পাশাপাশি হেমতাবাদ, ইটাহার, করণদিঘিতেও মানুষের ভিড় লক্ষ করা যায় প্রতিমা দর্শনে।

এদিন দুপুর তিনটা থেকে মালদা শহরের ড্রপগেট বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। তাই হেঁটে প্রতিমা দেখতে নামে মানুষের ঢল। ষষ্ঠীর রাতে ভিড় উপচে পড়ল মালদা শহরে। সন্ধে থেকে তেমন ভিড় না থাকলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা যায়। মালদা শহরের রাজপথে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি আরজি কর মেডিকেলের ঘটনার বিচার চেয়ে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। পথচলতি বহু মানুষ সেখানে হেলথ চেকআপ করান।

রায়গঞ্জে প্রতিমা দেখার ফাঁকে সেলফি (ওপরে), মালদার প্যান্ডেলের ভিতরে দর্শনার্থীদের ভিড়। বুধবার। - দিবাকর সাহা ও স্বরূপ সাহা

তাহাদের কথা

প্রতিবাদের অপরিচিত ধারার ভারে বিপন্ন শাসক

কল্লোল মজুমদার

৯ অগাস্টের একটা মৃত্যু। কারও কাছে তিলোত্তমা, কেউ বলেন অভয়া। ঘটনা যাই হয়ে থাকুক না কেন, এই মৃত্যুটা অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই একটি মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে প্রশাসনের গলদ। দেখিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলি সবসময় শেষ কথা বলে না। দেখিয়ে দিয়েছে, গণ আন্দোলন ম্লান করে দিতে পারে হেরিটেজ খ্যাত উৎসবের আনন্দকেও।

তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে আন্দোলনটি কিছু নতুন নতুন শব্দের জন্ম দিয়েছে। থ্রেট কালচার, থ্রেট সিন্ডিকেট, স্বাস্থ্য সিন্ডিকেট, উত্তরবঙ্গ লবি ইত্যাদি ইত্যাদি। দুর্নীতি, ধর্ষণ কিংবা হত্যার মতো বিষয়গুলোর সঙ্গে মানুষের পরিচিতি থাকলেও লড়াইয়ের পরিসরে নতুন করে এইসব শব্দ ভিন্নমাত্রার পরিচিতি পেয়েছে।

আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদজনিত আন্দোলন অনেক দিক থেকে আলাদা। এই আন্দোলন এবং তাতে উঠে আসা বিভিন্ন স্লোগান গতানুগতিক রাজনৈতিক কর্মসূচির থেকে অনেক অভিনব এবং সৃজনশীল। ফলে তা সহজে ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষকে আকর্ষণ করছে। পূর্বপরিকল্পিত পথে নয়, প্রতিদিনের লড়াইয়ের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লড়াইয়ের অভিমুখ নির্ধারিত হচ্ছে।

আন্দোলনটিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম। যার ফলে অতি দ্রুত আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে। যাতে ছোট, বড় নানা পরিসরে নাম না জানা, বিভিন্ন পেশা ও সমাজের নানা অংশের নাগরিকরা নিজেদের মতো করে সুবিচারের দাবিতে পথে নেমেছেন। প্রতিটি আহ্বানকে কেন্দ্র করে জমাট বাঁধছে মানুষের ভিড়। যে আন্দোলনের কোনও নির্দিষ্ট নেতৃত্ব নেই। তবে সময় এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই নাগরিক আন্দোলন এতদিন তেমনভাবে গোচরে না থাকা বিভিন্ন সমস্যার দিকে নজর ঘুরিয়েছে। জুনিয়ার ডাক্তাররা যখন গ্রামগঞ্জের প্রাথমিক

এরপর আটের পাতায়

উৎসবের মধ্যে জোরালো প্রতিবাদের সুর

রায়গঞ্জে অনশন শতাধিক মায়ের

রায়গঞ্জের বকুলতলা মোড়ে প্রতীকী অনশনে মহিলারা। বুধবার। - দিবাকর সাহা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : কলকাতায় সন্তানসম জুনিয়ার ডাক্তারদের আমরণ অনশনকে সমর্থন জানাতে মহাষষ্ঠীতে রায়গঞ্জের মায়েরা অনশনে শামিল হলেন। এদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত রায়গঞ্জ শহরের বকুলতলা মোড়ে অনশনে শামিল হয়েছিলেন শতাধিক মহিলা। রায়গঞ্জের সহমর্মীর সদস্যারা এই অনশনের ডাক দিয়েছিলেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল 'রায়গঞ্জের সম্মিলিত প্রতিবাদী মানুষের স্বর' নামে একটি প্রতিবাদী সংস্থা। সেই অনশনে শামিল হন শর্মিষ্ঠা ঘোষ, ঝুমা মিত্র, জয়িতা রক্ষিত, সোমা সরকাররা।

মায়েদের বক্তব্য, ধর্মতলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের আমরণ অনশন দেখে তাঁরা চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন, ডোরিনা ক্রসিংয়ে অনশন মঞ্চে গিয়ে সন্তানসম ডাক্তারদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করবেন। কিন্তু তা সম্ভব না হওয়ায় এখানেই অনশনে বসেছেন। পুজোর দিন সন্তানদের কথা ভেবে তাঁরা চুপ করে থাকতে পারেননি। তাই রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন।

এদিন বুকে ব্যাজ ঝুলিয়ে মঞ্চে প্রতীকী অনশনে বসেন মায়েরা। উপস্থিত ঝুমা মিত্র বলেন, 'তিলোত্তমার বিচার চাইছেন রাজ্যবাসী। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সেই দাবিতে টানা আন্দোলন করছেন। প্রশাসন চাইছে তাদের আন্দোলন দমিয়ে দিতে। কিন্তু তারা তাদের দাবি থেকে এক চুল সরতে নারাজ।'

এদিন রায়গঞ্জে অনশনরত মহিলাদের পাশে দেখা যায় বহু সাধারণ মানুষকে। এগিয়ে আসেন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী থেকে সমাজকর্মীরা। অনশনরত শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা ঘোষ বলেন, 'ন্যায় বিচারের জন্য আমাদের সন্তানসমরা উৎসবের সময় রাস্তায় থাকবে আর আমরা উৎসবে আনন্দ মাতব, তা হতে পারে না। তাই আমরা আজ প্রতীকী অনশনে শামিল হয়েছি। সমস্ত মা ও বাবাদের কাছে অনুরোধ করেছি, সবাই যেন এই প্রতীকী অনশনে অংশ নেন।'

এদিন অনশনরত মহিলাদের পাশে দাঁড়ান শিক্ষক প্রিয়রঞ্জন পাল, ভাস্কর ভট্টাচার্য, সুভাষ রাহা, শুভ্রশংকর নাগ সহ অন্যরা।

সপ্তমীর দিন রায়গঞ্জ সম্মিলিত প্রতিবাদী মানুষের স্বরের আহ্বানে প্রতিবাদ কর্মসূচি হিসেবে রায়পুর গ্রামে অভয়া ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়েছে। রায়গঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক সুদেব সাহা, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা সেই শিবিরে উপস্থিত থাকবেন।

জুনিয়ারদের সঙ্গে ফের বৈঠকে সরকার

অনশন মঞ্চে রাজ্যপাল, অপর্ণা সেন

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আন্দোলন-অনশনের চাপে আবার জুনিয়ার ডাক্তারদের আলোচনায় ডাকলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ধর্মতলায় গত চারদিন ধরে অনশনে বসেছেন জুনিয়াররা। উত্তরবঙ্গেও দু'জন অনশনে বসেছেন। কিন্তু তাতে রাজ্য সরকার সাড়া না দেওয়ায় শেষে প্রতীকী অনশন শুরু করেছেন সিনিয়ার ডাক্তাররা। মঙ্গলবার থেকে একের পর এক আরজি কর, কলকাতা মেডিকেল, ন্যাশনাল মেডিকেল ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সিনিয়ার ডাক্তাররা গণ ইস্তফা দিতে শুরু করেন। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেন। এরপরই বুধবার রাত পৌনে আটটায় জুনিয়ার ডাক্তারদের বৈঠকে ডাকা হয়। জুনিয়ার ডাক্তাররা প্যান জিবি বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে এদিন বিকেলে অভয়া পরিক্রমা শীর্ষক একটি পদযাত্রার উদ্যোগ নিলে জুনিয়ার ডাক্তারদের মিনিডোর চাঁদনি চকের সামনে আটকে দেয় পুলিশ। এই নিয়ে পুরো ধর্মতলা এলাকাজুড়ে ধুন্ধুমার শুরু হয়ে যায়। পরে পুলিশ মিনিডোর ছাড়তে বাধ্য হয়। এর জেরে পুজোর মধ্যে ধর্মতলা ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ব্যাপক যানজট শুরু হয়। এরপর জুনিয়ার ডাক্তাররা পদযাত্রা করে পার্ক স্ট্রিটের দিকে এগোতে থাকেন। সেখানেও বাধা দেয় পুলিশ।

> আমাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতেই আমাদের সিনিয়াররা গণ ইস্তফার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু, আমরা শুনছি তারপর থেকেই তাঁদের ওপর প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব। যদি সত্যি তেমন কিছু হয়, তবে আমাদের আন্দোলন তীব্রতর হবে।
>
> **দেবাশিস হালদার,** জুনিয়ার ডাক্তার

বুধবার বিভিন্ন মণ্ডপে ১০ দফা দাবি সংবলিত লিফলেট বিলি ও মিনিডোরে করে আরজি কর এবং জয়নগরের নির্যাতিতার 'প্রতীকী মূর্তি' নিয়ে পুজোমণ্ডপে ঘোরার কর্মসূচি ছিল জুনিয়ার ডাক্তারদের। সেইমতোই মিনিডোর আনা হচ্ছিল ধর্মতলার অনশন মঞ্চে। কিন্তু চাঁদনি চকের কাছে মিনিডোর আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের দাবি, 'অনুমতি' না থাকায় আটকানো হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

তরুণকে মারধর, টাকা নিয়ে চম্পট

পুজোর রাতেও ছিনতাই মালদায়

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৯ অক্টোবর : উৎসব মরশুমে মালদা শহরে সক্রিয় হয়ে ওঠে ছিনতাইবাজদের দল। শুধু স্থানীয় নয়, ভিনরাজ্য থেকেও দুষ্কৃতীর দল প্রতি বছর এই শহরে অপারেশন চালায়। পুরুষদের সঙ্গে সেই দলে থাকে মহিলারাও। এর আগে একাধিকবার বিহার ও ঝাড়খণ্ডের দুষ্কৃতী গ্যাং পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এবারও যে তারা অপারেশন চালাতে পুজোর শহরে উপস্থিত, মহাপঞ্চমীর রাতেই তার প্রমাণ মিলেছে। ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করে ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে এই শহরের কিনারাতেই। গতকাল রাত ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শহর সংলগ্ন বাগবাড়ি এলাকায়। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই ব্যক্তি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উৎসবের শহর ও শহরতলি এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ইংরেজবাজারের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তপন মণ্ডল (৪০)। মূল চারদিনের ভিড় এড়াতে মঙ্গলবার রাতেই শহরের ঠাকুর দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। রাত ১০টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন তপনবাবু। তাঁর দাবি, সেই সময় এক তরুণ মদ্যপ অবস্থায় তাঁকে থামিয়ে মারধর করতে শুরু করে। তাঁর গলায় থাকা সোনার চেন ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দোষীর শাস্তির দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

তপনবাবু বলেন, 'গতকাল রাতে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরছিলাম। বাগবাড়ি কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এক তরুণ আমাকে ধরে মারধর করে। গলার সোনার চেন ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে চম্পট দেয়। আজ আমি সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণের বাড়ি বাগবাড়ি এলাকাতেই। অভিযোগ দায়ের হতেই তার সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। যদিও গতকাল রাত থেকে পলাতক সে। গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কী ঘটেছিল

- রাত ১০টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন তপন মণ্ডল
- সেই সময় এক তরুণ মদ্যপ অবস্থায় তাঁকে থামিয়ে মারধর করতে শুরু করে
- তাঁর গলায় থাকা সোনার চেন ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত
- সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দোষীর শাস্তির দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি

বিচারের আশায় থানায় নিগৃহীত দুই 'দুর্গা'

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : দেবীর বোধনের দিনই প্রবল মারধর খেয়ে বিচারের আশায় বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হলেন দুই বধূ। দু'জনেরই অভিযোগ তাঁদের স্বামীর বিরুদ্ধে। এক বধূ অতিরিক্ত পণের দাবিতে মারধর করে তাঁকে বাড়িছাড়া করার অভিযোগ তুলেছেন। আরেক বধূর অভিযোগ, তাঁর স্বামী রাস্তায় গলায় ওড়না জড়িয়ে তাঁরে খুনের চেষ্টা করেছেন। দুই বধূর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট শহরের বিবেকানন্দপল্লি এলাকায়। কিছুদিন ধরে স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় এলাকার এক বধূ টুম্পা সূত্রধর বাবারবাড়িতে থাকতে শুরু করেছেন। পেট চালাতে গৃহপরিচারিকার কাজ নিয়েছেন তিনি। অভিযোগ, স্ত্রীকে বাড়ি ফেরাতে চেয়ে তাঁর স্বামী প্রায়শই মদ্যপ অবস্থায় বাবারবাড়িতে আসেন। তিনি ফিরতে রাজি না হলে তাঁকে মারধর করা হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা আটকে তাঁকে মারধর করেন স্বামী।

> রাস্তা আটকে মারধরই শুধু নয়, গলায় থাকা ওড়না পেঁচিয়ে আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টাও করা হয়। স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।
>
> **টুম্পা সূত্রধর,** নির্যাতিতা

নির্যাতিতা টুম্পাদেবীর বক্তব্য, 'রাস্তা আটকে মারধরই শুধু নয়, গলায় থাকা ওড়না পেঁচিয়ে আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টাও করা হয়। স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

অন্য ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের গঙ্গাসাগর এলাকায়। তিন বছর আগে ওই এলাকার বাসিন্দা রিংকি মাহাতো নামে এক তরুণীর বিয়ে হয়েছে নদিয়া জেলার অমিত মাহাতোর সঙ্গে। তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে রিংকির উপর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা নির্যাতন চালাতে শুরু করে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার মারধর মাত্রা পেরোলে তিনি কোনওক্রমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে বালুরঘাটে ফিরে আসেন। এদিন বাবা-মাকে নিয়ে তিনি বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে অষ্টমীতে অঞ্জলি তিনবার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৯ অক্টোবর : ভক্তদের সুবিধার জন্য এবার আর দু'বার নয়, তিনবার অঞ্জলি দেওয়া যাবে। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী দেবীবাড়ি এবং মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে অষ্টমীতে তিনবার অঞ্জলি দিতে পারবেন ভক্তরা। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবার তারা ভক্তদের জন্য দু'বার করে অঞ্জলির ব্যবস্থা করে। এবার তিনবার করার চিন্তাভাবনা চলছে। প্রয়োজনে সেটা আরও বাড়ানো হতে পারে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধারা বলেন, 'আমরা পুলিশের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। এদিন পুলিশ সুপার সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা মন্দির পরিদর্শন করে গিয়েছেন। সেদিন মন্দিরে পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা থাকবে।'

বারোয়ারি প্রায় সমস্ত ক্লাবের পুজোতে এবার অষ্টমীর অঞ্জলি পড়েছে একেবারে কাকভোরে। ফলে ক্লাবগুলিতে অঞ্জলি দেওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ। এই অবস্থায় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কোচবিহারের দেবীবাড়ি ও মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে অষ্টমীর অঞ্জলি শুরু হবে সকাল ৯টা ১০ মিনিট থেকে। ১২টা ৭ মিনিট পর্যন্ত অঞ্জলি দেওয়া যাবে। যে কারণে বাসিন্দাদের অনেকে এবার স্থানীয় ক্লাব ছেড়ে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি এবং দেবীবাড়িতে অঞ্জলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই বিষয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিমধ্যে অনেকে খোঁজখবরও নিয়েছেন।

কিন্তু বারোয়ারি পুজোর অঞ্জলি কাকভোরে হলেও দেবীবাড়ি এবং মদনমোহনবাড়ির অঞ্জলি কী করে এত দেরিতে হচ্ছে? দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথায়, 'আমাদের পুজো হয় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে। কিন্তু ক্লাবগুলির পুজো হয় সাধারণত প্যারীমোহন বাগচীর মতে। সেই কারণেই অঞ্জলির সময়ের এত পার্থক্য।' তবে শুধু দেবীবাড়ি, মদনমোহনবাড়িই নয়, রামকৃষ্ণ মঠের পুজোও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে হচ্ছে বলে মঠ সূত্রে জানা গিয়েছে। মঠে অষ্টমীর অঞ্জলি শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে এবং দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে। সবটা জানিয়ে মঠের বাইরে তারা ফ্লেক্সও লাগিয়ে দিয়েছে।

কোচবিহারের বাসিন্দা রুমা সেনগুপ্ত বলেন, 'ক্লাবে অঞ্জলি ভোরের দিকে হবে, শুনতে পেয়ে মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, এবার আর আমার পক্ষে অঞ্জলি দেওয়া হবে না। কিন্তু মদনমোহন মন্দিরের অঞ্জলির সময় দেখে স্বস্তি পেয়েছি। তাই ঠিক করেছি, এবার মদনমোহন মন্দিরে অঞ্জলি দেব।'

কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

অঞ্জলি সূচি

- দেবীবাড়ি ও মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে অষ্টমীর অঞ্জলি সকাল ৯টা ১০ মিনিট থেকে ১২টা ৭ মিনিট পর্যন্ত
- রামকৃষ্ণ মঠে অষ্টমীর অঞ্জলি শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে এবং দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে
- দুই জায়গাতেই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে পুজো হওয়ায় অন্যান্য ক্লাবের থেকে সময়ের এত পার্থক্য

ভাটপাড়ার পুজোয় শামিল বনছায়া

সমীর দাস

কালচিনি, ৯ অক্টোবর : এক বছর আগেও পাশের চা বাগান চিনচুলা বাগানের দুর্গাপুজোতে শামিল হতেন গাঙ্গুটিয়া বনবস্তির বাসিন্দারা। তবে এখন তাঁরা পুনর্বাসিত হয়ে চলে এসেছেন চিনচুলা চা বাগান থেকে অনেকটা দূরে ভাটপাড়া চা বাগান সংলগ্ন বনছায়া বস্তিতে। এখনও ভাটপাড়া বাগানের শ্রমিক ও বাসিন্দাদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি বনছায়াবস্তির বাসিন্দাদের। এবছর নতুন ওই বস্তিতে পুজো হচ্ছে না। তবে ভাটপাড়া বাগানের পুজোয় শামিল হতে চান বনছায়ার বাসিন্দারা।

নতুন প্রতিবেশীদের মধ্যে এবছর মেলবন্ধন হবে বলে মনে করছেন ভাটপাড়া চা বাগানের পুজোর আয়োজকরা। নতুন এলাকায় দুর্গাপুজোয় শামিল হতে মুখিয়ে রয়েছেন বনছায়ার বাসিন্দারাও। বনছায়াবস্তির বাসিন্দা মণি লামার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁদের পুরোনো গ্রাম গাঙ্গুটিয়া বনবস্তিতে দুর্গাপুজোর আয়োজন হত না। বনবস্তি ছেড়ে আসা পর্যন্ত সেখানে ঘটা করে একমাত্র সরস্বতীপুজো হত। তবে গ্রাম থেকে খুব কাছে কালচিনি ব্লকের চিনচুলা চা বাগান ছিল। কচিকাঁচা থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ সেই বাগানের পুজোয় শামিল হতেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকারের তরফে তাঁদের বনছায়া বস্তিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। নতুন বস্তিতে এখনও অনেকে বাড়ি বানাচ্ছেন। অনেকে থিতু হতে পারেননি। সেজন্য পুজোর আয়োজনও করা যায়নি। আবার চিনচুলা বাগানে গিয়ে অনেকের পক্ষেই পুজোয় শামিল হওয়া সম্ভব নয়। তাই এখন থেকে ভাটপাড়া চা বাগানের পুজোয় তাঁরা শামিল হবেন।

এদিকে, নতুন প্রতিবেশীদের পুজোয় স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ভাটপাড়া চা বাগানের পুজো উদ্যোক্তারা। ভাটপাড়া চা বাগানের দুটি ডিভিশন মিলে মোট ৬টি পুজো হয়। ভাটপাড়া বি ডিভিশনে হয় ৪টি পুজো। আচ্ছাপাড়া ডিভিশনে হয় আরও দুটি পুজো। বাসা লাইন, নিউ লাইন, খাপড়া লাইন, ট্যাংকি লাইন, চৌপথি লাইনে পুজোর আয়োজন চলছে। এরমধ্যে সবচেয়ে পুরোনো পুজো ট্যাংকি লাইনের স্থায়ী শিব মন্দিরের দুর্গাপুজো।

ওই পুজোর উদ্যোক্তা সন্তোষ গুরুংয়ের কথায়, 'শ্রমিকদের দেওয়া চাঁদায় প্রতিটি পুজোর আয়োজন হচ্ছে। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছেমতো মতো যা চাঁদা দেন তাতেই পুজোর আয়োজন করা হয়। এবছর বনছায়াবস্তির বাসিন্দারা পুজোয় শামিল হবেন। তাঁদের আমরা স্বাগত জানাব।'

নতুন ওই বস্তিতে পুনর্বাসিত হয়েছেন কুমারগ্রাম ব্লকের ভুটিয়া বনবস্তির বেশ কিছু বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে সুরজমন লামা বলেন, 'নতুন বস্তিতে এলেও পুজোর আনন্দে ভাটা পড়বে না। ভাটপাড়া চা বাগানের পুজোয় পরিবার নিয়ে আমরা শামিল হব।'

সবমিলিয়ে দুর্গাপুজোর মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে অটুট সম্পর্ক গড়ে উঠবে বলেই আশা করছেন ভাটপাড়া ও বনছায়া বস্তির বাসিন্দারা।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

বিক্রয়

কোচবিহার বিমানবন্দর সংলগ্ন বারুইপাড়ায় 44 কাঠা জমি একলপ্তে বিক্রি হবে। যোগাযোগ : 9564634200.

CINEMA সিনেমা

সংশোধনী নং. ৬

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ২৩-এপি-II-২০২৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ টেন্ডার বন্ধ হবেঃ- ০৮-১০-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ২৫-১০-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টা, টেন্ডার খুলবেঃ- ০৮-১০-২০২৪-এর পরিবর্তে ২৫-১০-২০২৪। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ টিএসকে/ইলেক্ট/১৬৫, তারিখ ঃ ০৮-১০-২০২৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রম. নং.ঃ ০১; টেন্ডার নংঃ এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৮০; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা এবং উন্নতির জন্য আরআরআই থেকে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং পর্যন্ত ডিব্রুগড় স্টেশনের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১৮,৫৫,৯৪২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩৭,১০০/- টাকা; ক্রম. নং.ঃ ০২; টেন্ডার নংঃ এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৮১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশন:- ডিব্রুগড় টাউন এবং নিউ তিনসুকিয়ার রেলওয়ে হাসপাতালের উন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১০,২৩,৩৬৪/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২০,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ৩০-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিভিন্ন নির্মাতার ও ক্ষমতার সিএলএস প্যানেলের মেরামতি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/১৪_২০২৪/কে/৮০৮, তারিখঃ ০৭-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ ১৪_২০২৪, কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নির্মাতার ও ক্ষমতার সিএলএস প্যানেলের মেরামতি। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৪০,৭৮৮.০০ টাকা; বায়নার অর্থঃ ১৬,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচডি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে থামবে

যাত্রীদের সুবিধার জন্য, ২০৫০১/২০৫০২ আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস মালদা ডিভিশনের সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে থামবে। সাহেবগঞ্জের সময়সূচী নিম্নরূপ ঃ

ট্রেন নম্বর ও নাম	সাহেবগঞ্জের সময়সূচী		সাহেবগঞ্জে স্টপেজ যে দিন থেকে কার্যকর
	পৌঁছবে	ছাড়বে	
২০৫০১ আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি) তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর)	১৭.০১ ঘঃ	১৭.০৩ ঘঃ	১৫.১০.২০২৪
২০৫০২ আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর)	১৩.৫৬ ঘঃ	১৩.৫৮ ঘঃ	১০.১০.২০২৪

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আজ টিভিতে

প্রেমের কাহিনী দুপুর ১টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মা দুগ্গার বাহন কথা, দুপুর ১.০০ মর্জিনা আবদুল্লা, বিকেল ৩.৫৫ পরিণাম, সন্ধ্যা ৬.৫৫ পুত্রবধূ, রাত ৯.১০ গানে গানে পুজো, রাত ১১.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ টোটাল দাদাগিরি, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ নায়ক – দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধ্যা ৭.০০ মহাগুরু, রাত ১০.০০ প্রেম আমার

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৫.০০ মন মানে না, রাত ৮.০০ অনুসন্ধান, রাত ১১.০৫ টাইগার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সেজ বউ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সুখের আশা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রেম প্রীতি ভালোবাসা

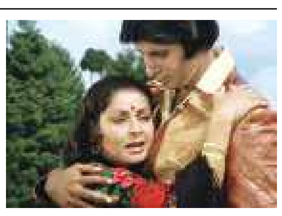

অনুসন্ধান রাত ৮টায় জলসা মুভিজে

জিরো দুপুর ২.৫৪ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে

কহো না প্যায়ার হ্যায় বিকেল ৪.১৮ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে

দেবদাস বিকেল ৩.০৮ মিনিটে জি ক্লাসিকে

ঢোল বাজিয়ে উৎসবে আয়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : অল্প বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হন। সেকারণে খুঁইয়েছিলেন চলার ক্ষমতা। কখনও লটারির ব্যবসা, কখনও আবার ট্রাইসাইকেলে জিনিসপত্র নিয়ে বিক্রি করে কোনওমতে দিনগুজরান। এরপর এলাকার খুদেদের নিয়ে একটি দল গড়েন। পুজোর কয়েকটা দিন এই দল নিয়ে চলে আসেন শহর শিলিগুড়িতে। ভিড়ে ঠাসা শহরে দলের সঙ্গে হইহই করে ঢোলক বাজিয়ে পুজোর কয়েকটা দিন সামান্য আয় হয় কারু মুর্মুর।

কিশনগঞ্জ জেলার খোলাবস্তির বাসিন্দা কারুর সঙ্গে গত তিন বছর ধরে একটা অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে শহর শিলিগুড়ির। পুজোয় দলবল নিয়ে শহরে এসে গানবাজনা করে হাতে যতটুকু পান, তা নিয়ে ফের খোলাবস্তিতে ফেরেন। বুধবার ষষ্ঠীর দিন হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কারু। সঙ্গে দলের তরুণতুর্কি সূর্য বাসকি, গৌতম মুর্মু, রাজ হেমব্রমরা। বাজনার প্রতি ভালোবাসাটা কীভাবে গড়ে উঠল? কারু বললেন, 'ছোটবেলা থেকেই ঢোলকের প্রতি আমার বিশাল টান। আমার গ্রামে বাজনার চর্চা হয়। সেখানেই আমার ঢোলক শেখা। তা বাজিয়েই জীবনের নতুন স্বাদ পাই।'

কারুর কথায়, 'কোনওমতে সংসার চালাই। তার মধ্যে দিয়েই যতটা পারা যায়, আমাদের চলতে হয়।' তবে ঢোলকের প্রতি তাঁর যে নেশা, তা অন্যমাত্রায়। বলছিলেন, 'নেশার চোটেই বছর তিনেক হল গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করেছি। তাদের নিয়ে শিলিগুড়িতে চলে আসি। পুজোয় এখান থেকে যা আয় হবে, তা দিয়েই গ্রামে আনন্দ করব।' প্রতিবছর চতুর্থীতে শহরে আসেন কারু এবং তাঁর দল। তারপর দশমীর আগে ফিরে যান। কারুর সঙ্গে তিন বছর ধরে শিলিগুড়িতে আসছে সূর্য, গৌতম। তারা একসুরে জানাল, শিলিগুড়িতে যা আয় হয়, গ্রামে ফিরে আনন্দ করার জন্য তা যথেষ্ট। কারু বললেন, 'শিলিগুড়ির মানুষও আমাদের সঙ্গে বাজনার তালে তালে একটুআধটু আনন্দ করে নেন।'

এদিন হিলকার্ট রোডে কারুর দলের বাজনা উপভোগ করছিলেন অনীক দাস। তিনি বললেন, 'আসলে দুর্গাপুজোয় শহরে বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে। এটাই তো পুজোর বিশেষত্ব।' পুজোর কটাদিন কারুর দলের ঠিকানা তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস।

বুনোদের জন্য ভয়ে ভয়ে বনদুর্গার পুজো

বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের ভেতর বনদুর্গার মন্দির। -সংবাদচিত্র

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর : পৌষের মাঘীপূর্ণিমায় বনদুর্গার বাৎসরিক পুজো হয় ঠিকই, কিন্তু দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর সকালে হাতির ভয়ে ফাড়াবাড়ির গহিন জঙ্গলের ভেতর বনদুর্গার মন্দিরে সাহস করে ধূপ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে আসা হল না ট্যাপড়ামণি বর্মনের। অন্যদিকে, ফাড়াবাড়ির বনকর্মীদের থেকে আগাম হাতির খবর নিয়ে বাইকে চেপে বনদুর্গার মন্দিরে গিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে এলেন সুকমল সাহা ও বৃন্দাবন রায়।

শুধু বাৎসরিক পুজোর সময় নয়, প্রতি মাসে এমনকি দুর্গাপুজোর এই চারদিন বনদুর্গার মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য বনকর্মীদের নজরদারির পাশাপাশি নিরাপত্তা রাখা প্রয়োজন বলে শ্রীশ্রী বনদুর্গা পুজো কমিটির সম্পাদক রাজু সাহা জানিয়েছেন।

যদিও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের এডিএফও রাজীব লামা বলেন, 'বাৎসরিক পুজোয় বন দপ্তর ভক্তদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে থাকে। কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় আগে থেকে জানিয়ে রাখলে আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব। ওপরমহলে জানানো হয়েছে।'

গত কয়েকদিন ধরেই বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে হাতির পাল ঘোরাফেরা করছে। সোমবার একটি হাতিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। হাতির আতঙ্ক থাকলেও ঝুঁকি নিয়েই ষষ্ঠী থেকে ডাবগ্রাম রেঞ্জের ফাড়াবাড়ি ফরেস্ট বিটের জঙ্গলে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের আখড়ায় বনদুর্গার মন্দিরে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন অনেকেই। তবে স্থানীয় সুরেশ মণ্ডল ও জানকী রায় জানিয়েছেন, তাঁরা বনকর্মীদের সাহায্য নিয়েই মন্দিরে ধূপধুনো দিতে যাবেন।

এ ব্যাপারে ডাবগ্রাম ফরেস্ট রেঞ্জের সদ্য বদলি হওয়া রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদারের কথায়, 'বনদুর্গার মন্দিরকে ট্যুরিজম সার্কিট করতে আমি নিজে হেরিটেজ কমিশনের কাছে লিখিত সুপারিশ করেছিলাম। তাছাড়া নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পৌষের বাৎসরিক পুজোর বাইরেও অন্য সময় বনকর্মীদের জানালে আমরা মানুষের পাশে থাকি।'

তবে স্থানীয় বাসিন্দা মলিন রায় বললেন, 'ষষ্ঠীর দিন বনকর্মীরা খবর দেন হাতির পাল নেই। সেই ভরসায় মন্দিরে গিয়েছি। কিন্তু ভক্তদের সঙ্গে বনকর্মীদের থাকা উচিত বলে মনে হয়।'

উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে বনদুর্গার পুজো হবে না তা কী করে হয়! গহীন জঙ্গলের ভেতর দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের সুরক্ষিত গোপন আস্তানায় আজও দেবী চৌধুরানিকে বনদুর্গা রূপেই পুজো করা হয়। জনশ্রুতি আছে, বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে বাঘ-হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতেই দেবী দুর্গাকে বনদুর্গা রূপে পুজো করেন স্থানীয় মানুষ। এই দেবী দুর্গা হলেন ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার থেকে রক্ষাকারী দেবী চৌধুরানি।

জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের গজলডোবা ব্যারেজের রাস্তা দিয়ে শিমলাডাঙ্গির সেতু ধরে যেতে হবে একেবারে নির্জন, নিঝুম বনদুর্গার পুজোস্থলে। তাছাড়া আমবাড়ি-ফালাকাটা হয়ে চেউলিবাড়ি হাট ছুঁয়েও গজলডোবা ব্যারেজের রাস্তা ধরে শিমুলগুড়ি সেতু হয়ে যাওয়া যেতে পারে। পাঁচ কিমি গহন জঙ্গল পড়বে ডাবগ্রাম রেঞ্জের ফাড়াবাড়ি ফরেস্ট বিটের অধীনে। দু'ধারে জঙ্গলের মাঝে সরু কাঁচা রাস্তা ধরে বাইকে যেতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই রাস্তার দু'পাশের গাছের ডালের খোঁচা খেতে হবে। তবে এলাকাটি প্রধানত বুনো হাতির চলাচলের মুক্তাঞ্চল হিসেবেও পরিচিত।

সরকারি জমির রেকর্ডে যেখানে বনদুর্গার পুজোস্থল রয়েছে সেটির নাম 'দিল্লিভিটা চাঁদের খাল'। প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা জানিয়েছেন, বৈকুণ্ঠপুর রাজ স্টেটের নথিতে এই জায়গাটি দেবী চৌধুরানির আখড়া হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু ভবানী পাঠক ছিলেন দিল্লি লাগোয়া উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। সেই কারণে জায়গাটি ভিনরাজ্যের নামের সঙ্গে স্মরণাতীত কাল থেকে পরিচিত হয়ে আসছে।

প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মার ধারণা, বনদুর্গা দশভুজা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শিবের মূর্তির নেপথ্যে ভবানী পাঠককেই বোঝায়। বনদুর্গা আসলে দেবী চৌধুরানি হতে পারেন। অন্যদিকে, জঙ্গলের এই এলাকায় অনেক আগেই যে পুজো হত, ভক্তদের বন্যপ্রাণীর উপদ্রব থেকে বাঁচাতে বনকর্মীরাই ছিলেন এবং এখনও আছেন রক্ষাকর্তা হিসেবে। তাই বনদুর্গার সঙ্গে বনকর্মীর পুজোও করা হয়।

সেনাদল সম্পর্কীয় বেঙ্গডুবি মিল স্টেশনের একটি দোকান বণ্টনের জন্য আমন্ত্রণ প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করা হয়েছে।

১. বেঙ্গডুবি মিল স্টেশনের বিভিন্ন প্রকার দোকান বণ্টনের উদ্দেশ্যে তিন বছরের এবং কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে ২ বছরের অতিরিক্ত সময়ের হিসেবে ইজারা দেওয়ার জন্য প্রাক্তন কর্মচারী/যুদ্ধে প্রয়াত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/প্রাক্তন কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রীদের আহ্বান করা হয়েছে নামমুদ্রাঙ্কিত আবেদনপত্র/প্রস্তাবপত্রের দ্বারা। দোকানগুলি বণ্টন করা হবে সবচেয়ে বেশি দরদাতাদের কাছে। শুধুমাত্র যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/কর্মরত অবস্থায় নিরাপত্তায় কর্মরত মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/বিকলাঙ্গ সৈন্য/প্রাক্তন কর্মচারী এবং তাদের স্ত্রী/প্রাক্তন কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী এই দোকানগুলি বণ্টনের যোগ্য আবেদনকারী হিসাবে নির্বাচিত হবে।

২. সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ নথিপত্র এবং নিলাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১শে অক্টোবর ২০২৪।

৩. নিম্নে উল্লেখিত দোকানগুলির বিশদ বিবরণ :-
ক. বাড়িতে ব্যবহৃত কার্যসাধনোপযোগী বস্তুর এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান।
খ. মিষ্টির দোকান গ. দর্জির দোকান ঘ. মুদিখানার দোকান
ঙ. হস্তশিল্পের দোকান চ. বৈদ্যুতিক দোকান ছ. বইপত্র এবং স্টেশনারির দোকান
জ. সৈন্যদের জন্য সাধারণ সামগ্রীর দোকান ঝ. মহিলাদের জন্য দর্জির দোকান
ঞ. ফাস্টফুডের দোকান (০২ x দোকান)
ট. ছবি তোলার সঙ্গে মোবাইল এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান ঠ. সেলুন

৪. আবেদনকারীদের যোগ্যতার শর্তাবলি এবং সহায়তাকারী নথিপত্র, অগ্রিম অর্থমূল্য এবং অন্যান্য ছাড় দেওয়া অর্থমূল্যের বর্ণনা, ভাড়া এবং এর স্বজাতীয় চার্জের সমস্ত বিশদ তথ্য বেঙ্গডুবি স্টেশন সেলে যে কোনও কার্যরত দিনে ০৮৩০ থেকে ১৪০০ ঘটিকার মধ্যে গ্রহণ করা যাবে ১৯শে অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত। আরও স্পষ্টতার জন্য মোবাইল নং-৭৫০১১৮৫৮১০তে যোগাযোগ করুন।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ চেনা পরিচিত কোনো ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কাউকে বিশ্বাস করতে যাবেন না। বৃষ : বিভিন্ন কারণে সাংসারিক অশান্তি হতে পারে। চাকুরিক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। স্ত্রীকে অহেতুক ভুল বুঝবেন। মিথুন : অন্যের ভুল ধরতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়বেন। ভ্রমণের সিদ্ধান্ত সফল। নতুন জমি ক্রয়ে সুযোগ আসবে। কর্কট : বিদ্যুৎ থেকে সাবধান থাকুন। কোনো পুরোনো বন্ধুকে আজ খুঁজে পেয়ে আনন্দ। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সিংহ : মানসিক দৃঢ়তা আজ আপনাকে জয়ী করবে। চিকিৎসকদের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হবে। কন্যা : বিনিয়োগ করতে হলে সতর্ক থাকবেন। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে। স্বাস্থ্যভাব শুভ। তুলা : বহুদিনের কোনো স্বপ্ন আজ সফল হবে। কাজে উদ্যম বৃদ্ধি পাবে। মায়ের রোগমুক্তি। বৃশ্চিক : সংসারে আনন্দানুষ্ঠান। সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে খুশি। কর্মক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন। ধনু : ঋণ নিতে হতে পারে। দাম্পত্যে সমস্যা তৈরি হবে। পাওনা আদায় হবে। মকর : সামান্য আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। চাকুরিতে উন্নতির সংবাদ পাবেন। বাকসংযমের অভাবে সমস্যা। কুম্ভ : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হতে পারে। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। মীন : সামান্য মতবিরোধ এড়িয়ে চলাই ঠিক হবে। কর্মক্ষেত্রের কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। স্বাস্থ্যভাব মধ্যম।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৩ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১৮ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর ২০২৪, ২৩ আহিন, সংবৎ ৭ আশ্বিন সুদি, ৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৪। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী দিবা ৭।২৫। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১।৫১। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ২।২। বণিজকরণ দিবা ৭।২৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।৬ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১।৫১ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৭।২৫ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১। ৫১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ৭।২৫ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।১৯ গতে ৫।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৫ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, দিবা ৭।২৫ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৫।৫৪ গতে পুণঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।১২ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৭।২৫ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জলাশয়ারম্ভ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।২৫ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ। দেবীর দোলায় আগমন। ফল- মড়ক। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২। ৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৫। ৪৬ গতে ৯। ১২ মধ্যে ও ১১। ৪৬ গতে ৩। ১২ মধ্যে ও ৪। ৩ গতে ৫। ৩৫ মধ্যে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পে অ্যান্ড ইউজ/এমএলডিটি/এমআইএসসি./২০২৪, তারিখ ঃ ০৮.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিসন, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে মালদা টাউন (এমএলডিটি), তিনপাহাড় (টিপিএইচ) এবং জামালপুর (জেএমপি) রেলওয়ে স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এ ই-অকশন ক্যাটালগ-এ লট-এর প্রকাশ করা হয়েছে। (ক) অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পে ইউজ-২৪-১১; নিলাম শুরু ঃ ১৬.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট; ক্র. নং. ১ লট নং ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-টিপিএইচ-টিওআই-১৮-২২-২, স্টেশন ঃ তিনপাহাড়; ক্র. নং. ২ লট নং ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি- টিওআই-২৫-২২-২, স্টেশন ঃ মালদা টাউন। (খ) অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পে ইউজ-জেএমপি-১০; নিলাম শুরু ঃ ২৫.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা; লট নং ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-জেএমপি-টিওআই-১৩-২২-১; স্টেশন ঃ জামালপুর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস পোর্টালে ই-অকশন ম্যাডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-111/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অপ্রত্যাশিত : রাহুল

কমিশনে নালিশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : হরিয়ানার হার হজম করতে নারাজ কংগ্রেস। বুধবার নির্বাচন কমিশনে গিয়ে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল জাঠভূমের একাধিক বুথের ইভিএম নিয়ে অভিযোগ দায়ের করে আসে। ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেসি বেণুগোপাল, জয়রাম রমেশ, ভূপিন্দর সিং হুডা প্রমুখ। তাঁদের অভিযোগ, একাধিক আসনে ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় অসংগতির ঘটনা সামনে এসেছে।

এদিন সকালে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল এদিন লেখেন, 'আমরা হরিয়ানার অপ্রত্যাশিত ফলাফলের বিশ্লেষণ করছি। একাধিক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত অভিযোগ আসছে সেগুলি নির্বাচন কমিশনের কাছে তুলে ধরব।' মঙ্গলবার কংগ্রেস কমিশনে অভিযোগ জানালেও তা খারিজ করে দেয়। মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে কমিশন বুধবার একটি চিঠি দিয়েছে। তারা বলেছে, 'দেশের মহান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে এমন ধরনের কথা কখনও শোনা যায়নি।'

তবে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটে ইন্ডিয়া জোটের জয়কে সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক স্বাভিমানের জয় বলে জানিয়েছেন রাহুল। এদিকে হরিয়ানায় হারের পর রাজ্য বিজেপির তরফে বিরোধী দলনেতার কাছে জিলিপি পাঠানো হয়েছে। কংগ্রেসের সদরদপ্তরে ওই জিলিপি পাঠানো হয়েছে।

রেপো রেট অপরিবর্তিত

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : ফের অপরিবর্তিত রইল রেপো রেট। এই নিয়ে টানা ১০ বার। মানিটারি পলিসি কমিটির বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস।

পরিবর্তন না হওয়ায় রেপো রেট ৬.৫ শতাংশই রইল। অন্যদিকে রিভার্স রেপো রেট অপরিবর্তিত রইল ৩.৩৫ শতাংশে। কোনও পরিবর্তন হয়নি স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি (৬.২৫ শতাংশ) এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটিতে (৬.৭৫ শতাংশ)। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, এই অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি ৪.৫ শতাংশ থাকতে পারে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এই হার হতে পারে ৪.১ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশ।

রসায়নে নোবেল তিন বিজ্ঞানীকে

স্টকহোম, ৯ অক্টোবর : চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস এবং জন জাম্পার। বেকার যুক্তরাষ্ট্র এবং হাসাবিস ও জাম্পার ব্রিটেনের নাগরিক। বুধবার সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস ২০২৪ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে জানিয়েছে, ডেভিড বেকারকে 'কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইন'-এর জন্য এবং ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পারকে যৌথভাবে 'প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিকশন'-এর জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। বেকার আমেরিকার সিয়াটলের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের অধ্যাপক। অন্যদিকে হাসাবিস এবং জাম্পার গুগলের ডিপমাইন্ড প্রকল্পে কাজ করছেন।

মহাষষ্ঠীতে ধর্মতলাজুড়ে ডাক্তারদের অভয়া পরিক্রমা। পা মেলালেন সাধারণ মানুষ। ছবি : আবির চৌধুরী

'ঔদ্ধত্যের মাশুল দিয়েছে কংগ্রেস'

হরিয়ানায় হারের পর বাড়ছে শরিকি তোপ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : হরিয়ানায় ভরাডুবি হতেই শরিকি তোপে পড়ল কংগ্রেস। তৃণমূল, শিবসেনা (ইউবিটি), আপের মতো ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি হারের জন্য হাতশিবিরের ঔদ্ধত্য এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকেই কাঠগড়ায় তুলেছে। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসের জোট শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স হরিয়ানায় হারের জন্য শুধুমাত্র কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। কেন এমন ফলাফল হল তার জন্য কংগ্রেসকে আত্মসমালোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছে সিপিএমও। এই অবস্থায় দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে আপ। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে আসন্ন ৬টি বিধানসভা উপনির্বাচনে একতরফাভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে সপা।

কংগ্রেসের উদ্ধত আচরণের সমালোচনা করেছে ইন্ডিয়া শরিক তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে কংগ্রেসের নাম না করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ঔদ্ধত্য, কোনওকিছুকে নিজেদের দখলীকৃত বলে ভাবা এবং আঞ্চলিক দলগুলিকে নীচু নজরে দেখা পতনের মূল কারণ। এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।' এই ধরনের আচরণে নির্বাচনি বিপর্যয় আসে বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ।

অন্যদিকে কংগ্রেসকে বিঁধে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)-র মুখপত্র 'সামনা'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'হরিয়ানায় কোনও ইন্ডিয়া জোট হয়নি। কংগ্রেস নেতারা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছিলেন। সপা কিংবা আপের সঙ্গে অনায়াসে জোট করা যেত। সেক্ষেত্রে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।' আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোটের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু ভূপিন্দর সিং হুডার আপত্তিতে শেষমেশ ওই জোটপ্রক্রিয়া ভেস্তে যায়। হুডার সঙ্গে কুমারী শৈলজার বিরোধের বিষয়টিও শিবসেনা মুখপত্রে এসেছে। সেইসঙ্গে গতবছর মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের হারের বিষয়টিও টেনে আনা হয়েছে। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের কটাক্ষ, 'বিজেপি একটি হারা ম্যাচ জিতে গিয়েছে। অন্যদিকে একটি সহজ লড়াই হেরে গিয়েছে কংগ্রেস।'

সামনেই মহারাষ্ট্রে ভোট। তার আগে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস-এনসিপি (এসপি)-কে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণার জন্য চাপ দিতে শুরু করেছেন উদ্ধব ঠাকরে। তিনি বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কংগ্রেসের মুখ কে সেটা অবিলম্বে ঘোষণা করা। এনসিপি (এসপি)-ও করতে পারে। এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কথা বলা দরকার দুই দলের। যাঁর নামই ঘোষণা করা হবে আমি তাঁকে সমর্থন করব। কারণ আমার কাছে মহারাষ্ট্রের স্বার্থই সব।'

অন্যদিকে সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা কংগ্রেসকে হরিয়ানার ভোটের ফলাফল নিয়ে আত্মবিশ্লেষণে বসার পরামর্শ দিয়েছেন।

অতিশীকে উচ্ছেদ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : সরকারি বাসভবনে প্রবেশের মাত্র তিনদিনের মধ্যেই সেখান থেকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করার অভিযোগ উঠল উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার বিরুদ্ধে। বুধবার আপের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিজেপির মদতেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে বলপূর্বক তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন উপরাজ্যপাল। তাঁর জিনিসপত্রও বাসভবনের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। যদিও বিজেপির তরফে পালটা অভিযোগ করা হয়েছে, ওই বাংলোটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ত দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

পুজোয় উপচে পড়া ভিড় বার-রেস্তোরাঁয়

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পুজোর আমেজে ফিরেছে কলকাতা। তবে এবছর পুজোর আনন্দের থেকেও রসনাতৃপ্তির ঝোঁক যেন বেশি। পুজো শুরুর আগে থেকেই রেস্তোরাঁ এবং পানশালাগুলিতে উপচে পড়ছে ভিড়। ঘড়ির কাঁটায় রাত ২টো বাজলেও হুঁশ নেই আমজনতার। ফলে এবছর বাড়তি লাভের আশা রাখছেন রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকরা। তাঁদের বক্তব্য, সপ্তাহের শেষে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বোধনের আগেই যেন পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে মানুষ। এবছর তাই বিক্রি বাড়বে বলেই মনে করছেন তাঁরা। তাই আগে থেকেই খাবার তৈরির কাঁচামাল অনেকটাই বেশি করে এনে রাখা হয়েছে কলকাতার অধিকাংশ রেস্তোরাঁয়।

চলতি বছরের অগাস্ট থেকে আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদের ঢল নামে রাজপথে। ফলে এবছর ব্যবসা কেমন হবে সেই আশঙ্কাতেই ছিলেন রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকরা। তবে পুজোর মরশুমে সেই দুশ্চিন্তা কেটেছে। সপ্তাহান্তে মানুষের ভিড়ে মুখে হাসি ফুটেছে কলকাতার রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকদের। পানশালাগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। যাতে কোনও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি না হয়। সোম ও মঙ্গলবারের মতো কাজের দিনেও তিলধারণের জায়গা ছিল না রেস্তোরাঁগুলিতে। রাত ২টো পর্যন্ত রেস্তোরাঁ খোলা রাখতে হয়েছে মালিকদের। শুধু রাত নয়, দিনেও বাড়ছে ভিড়। হোটেল ও রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি সুদেশ পোদ্দার বলেন, 'শুক্রবার থেকেই ভিড় যথেষ্ট বেড়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বিক্রি বেশি হবে আশা করছি। বুধবার ষষ্ঠীর সকাল থেকেই মানুষ ভিড় করছে রেস্তোরাঁয়। গত ৫ দিনে দুপুর ও রাতে খাবার ও সুরা পানের ভিড় বেড়েছে। আশা করছি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ভিড় অনেকটাই বেশি হবে। তাই আগে থেকেই সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এবছর আমরা নিরাপত্তারক্ষীও বাড়িয়েছি। পানশালাগুলিতে অন্তত তিনজন নিরাপত্তারক্ষী থাকে। কিন্তু এবছর পাঁচজন করে নিরাপত্তারক্ষী রাখছি।' মধ্য কলকাতার একটি বিখ্যাত পানশালার মালিক নীতিন কোঠারি বলেন, 'শনিবার থেকেই যথেষ্ট ভিড় রয়েছে। গত কয়েক মাসের চেয়ে অনেক বেশি। রাত ২টো পর্যন্ত বুধবার থেকে শনিবার আমাদের রেস্তোরাঁ খোলা রাখতে হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে আরও বেশি সময় ধরে খোলা রাখা হবে।' দক্ষিণ কলকাতার দুটি বিখ্যাত পানশালার অংশীদার শিলাদিত্য চৌধুরীর মন্তব্য, 'ভিড় দেখে ব্যবসা বাড়বে।' রেস্তোরাঁর মালিক অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শেষ কয়েকদিন ধরে ১৫ শতাংশ বিক্রি বেড়েছে। বুধবারের জন্য ২০ শতাংশ অগ্রিম বুকিং করে রাখা হয়েছে।'

সংকটে রতন টাটা

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : টাটা শিল্প গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এমেরিটাস রতন টাটাকে বুধবার গুরুতর অবস্থায় মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অশীতিপর শিল্পপতিকে হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়েছে বলে খবর। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত তথ্য টাটা গোষ্ঠীর তরফে বুধবার রাত পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। টাটার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিবৃতি দিয়েছেন শিল্পপতির শুভানুধ্যায়ীরা। সোমবারেও টাটার গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর রটেছিল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অনুপ কুমার হালদার - কে 29.07.2024 তারিখের ড্র তে

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 93E 77942 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জেতার পর আমার জীবনের অবস্থা বদলে গিয়েছে। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ডিয়ার লটারিকে এই রকম একটি চমৎকার স্কিম প্রদান করার জন্য যা সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে পরিণত করে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

মদ্যপান নিয়ে বচসা, পিটিয়ে খুন

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পঞ্চমীর রাতে মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। নিহত ব্যক্তি দেবাশিস আশ (৩২) নিজেও তৃণমূলকর্মী। এই ঘটনায় পুলিশ আরামবাগ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হেমন্ত পালকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার রাতে দেবাশিস আশের ভাগ্নে সায়নের সঙ্গে হেমন্ত পালের বচসা থেকেই সায়নকে মারধর করেন। খবর পেয়ে সায়নের মামা দেবাশিস এলে তাঁকেও লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়। দেবাশিসকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিক্ষোভ এড়ানো গেল না পুজোমণ্ডপে

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আরজি করের বিক্ষোভের আঁচ যাতে পুজোমণ্ডপগুলিতে না পড়ে সেইজন্য পুজোর থিম থেকে ভাবনা, সবক্ষেত্রেই পুলিশকে নজর রাখতে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এত সতর্কতা সত্ত্বেও পুজোমণ্ডপে বিক্ষোভ এড়ানো গেল না। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার ম্যাডক্স স্কোয়ারের মণ্ডপে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন একদল তরুণ-তরুণী। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানও দেন তাঁরা। তবে পুজো কমিটির কর্তারা তাঁদের বাধা দেননি। দক্ষিণ কলকাতার এই পুজোমণ্ডপের সামনে আড্ডা দেওয়ার চল দীর্ঘদিনের। স্কুল থেকে কলেজপড়ুয়া তরুণ প্রজন্ম এখানে আড্ডা দিতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। এদিনও দুপুর থেকেই ম্যাডক্স স্কোয়ারের মণ্ডপের সামনে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় মেতেছিলেন অনেকেই। বিক্ষোভ শুরু হতেই তাঁদের কেউ কেউ ওই বিক্ষোভে শামিল হন।

তবে বিক্ষোভকারীদের বাধা না দেওয়ার পিছনে যুক্তি দেখিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এক উদ্যোক্তা বলেন, 'এখানে বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আমরা তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছি, বিকাল ৫টা নাগাদ ধর্মীয় কিছু সংস্কার ও পুজোর ব্যাপার আছে। তাই তার আগে যেন তাঁরা বিক্ষোভ সেরে নেন। তাঁরা আমাদের সেই আশ্বাস দিয়েছেন। তাই আমরা তাঁদের বাধা দিইনি। কারণ, আমরাও নির্যাতিতার বিচার চাই।' আন্দোলনকারীরা অবশ্য জানিয়েছেন, ম্যাডক্স স্কোয়ার থেকে এই বিক্ষোভ শুরু হলেও শহরের অন্যান্য পুজোমণ্ডপের সামনেও এই বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জনমত আরও বেশি করে তৈরি করতে পুজোর চারদিনই এই কর্মসূচি চলবে। শুধু কলকাতা নয়, শহরতলিতেও এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে কলকাতা পুলিশের একাধিক কর্তা তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি বদলে দিয়েছেন। কেউ কেউ নতুন স্ট্যাটাসও দিয়েছেন। পরিচিত অশোকস্তম্ভের নীচে লেখা সত্যমেব জয়তে। অর্থাৎ সত্যের জয় হবে।

নবরাত্রির ভিড়ে যেন অষ্টমীর সন্ধ্যা

বিশ্বজিৎ মান্না

আহমেদাবাদ, ৯ অক্টোবর : আহমেদাবাদে গত কয়েকমাস বসবাসের সুবাদে জ্যান্ত বাটা মাছের ঝোল ছাড়া আর যদি কোনও জিনিস মিস করে থাকি, সেটা হলো দুর্গাপুজো। মহালয়ার দিন থেকেই মনটা একটু খারাপ। ইন্টারনেটের সৌজন্যে সেদিন ভোরে উঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ম্যাজিক্যাল ভয়েস শুনেছি ঠিকই। তবুও কেমন যেন মনে হচ্ছিল, শারদীয়ার সেই হুল্লোড়, লোকজন, আলো এখানে নেই। এরই মধ্যে শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের নবরাত্রি উৎসবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণপত্র হাতে পেলাম। আহমেদাবাদে বিভিন্ন হাউজিং সোসাইটিতে নিয়ম করে নয় দিন ধরে নবরাত্রি পালিত হয়। পাশাপাশি শহর ও শহর লাগোয়া বিভিন্ন পার্টি প্লটেও চলে নবরাত্রি উৎসব। স্কুলের আমন্ত্রণে এরকমই একটা পার্টি প্লটে যখন পৌঁছোলাম, তখন প্রায় বিকাল সাড়ে ৫টা। গ্রীষ্মপ্রধান ঋতুর রাজ্য গুজরাটে শরৎকাল বলে আলাদা করে বোঝা কিছু সম্ভব নয়। এখানে সূর্যাস্ত হতে মোটামুটি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা বাজে। তাই পড়ন্ত বিকালেও রোদের তেজ বেশ তীব্র। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়তে শুরু করল।

পার্টি প্লট বলতে হাইওয়ের পাশে বিশাল খালি জমি। চারিদিকে অজস্র গাছ। মাঠের মাঝখানে তৈরি করা হয়েছে বড় স্টেজ। বুকিং পাস দেখিয়ে ভিতরে ঢোকার পর যেটা দেখলাম, তাতে মহালয়ার দিন থেকে দুর্গাপুজা মিস করার আক্ষেপটা মোটামুটি কিছুটা কেটে গেল। পার্টি প্লটে অন্তত হাজার দশেক মানুষ তখনই জড়ো হয়েছেন। অধিকাংশই এসেছেন ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে। একদম কচিকাঁচা থেকে শুরু করে প্রবীণ কিংবা বৃদ্ধ, সমস্ত বয়সের মানুষই ভীড় জমিয়েছেন সেখানে। ভিতরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল চোখে পড়ার মতো। রীতিমতো ওয়াকিটকি, একে-৪৭ নিয়ে নিরাপত্তারক্ষী এবং বাউন্সাররা নজরদারি চালাচ্ছিলেন। পার্টি প্লটের চারিদিকে নানা আলোর বাহার। রয়েছে নানা ধরনের ফুড স্টল। তবে সবই ভেজ। চিকেন রোল বা চিকেন চাউমিনের আশা বাদ দিয়ে বাকি সব খাবার মোটামুটি পাওয়া যাবে। তবে চারিদিকে এত লোকের সমাগম, এত আলো দেখে এটা নবরাত্রি উৎসব নাকি অষ্টমীর সন্ধ্যা, সেটা বোঝা মুশকিল।

কিছুক্ষণ পরেই স্টেজে একের পর এক শিল্পী উঠতে থাকেন। তাঁরা গুজরাটিতে নানা গান গাইতে শুরু করেন। এর মধ্যে পার্টি প্লটের গোটা মাঠে ভিড়টাও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। আর তাঁরা গানের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে গোল গোল করে নাচতে শুরু করে দিয়েছেন, যাকে বলা হয় গরবা! আট থেকে আশি, ছাত্র থেকে শিক্ষক, ধনী কিংবা গরিব, সব কিছুর ভেদাভেদ বোধহয় এই গরবাতে শেষ হয়ে যায়। প্রোগ্রাম চলেছে গভীর রাত পর্যন্ত। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পার্টি প্লট থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটে গাড়ির বহর দেখে বোঝা গেল, অন্তত হাজার কুড়ি মানুষ এই নবরাত্রি উৎসবে শামিল হয়েছেন। এটা তো শুধু একটা পার্টি প্লট। গোটা শহরজুড়ে এরকম আরও পার্টি প্লটে তাহলে কত মানুষ জড়ো হয়েছেন!

নিখোঁজদের সাহায্যে 'বন্ধু কলকাতা'

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : কলকাতায় পুজোর ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা কম নয়। মূলত শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ভিড়ের মধ্যে অনেক সময়ই তাঁদের পরিজনদের খুঁজে পান না। তাঁদের দ্রুত খুঁজে বের করতে এবার বিশেষ ব্যবস্থা নিল কলকাতা পুলিশ। 'বন্ধু কলকাতা' নামে একটি বিশেষ প্রকল্প তারা নিয়েছে। নিখোঁজের সম্পর্কে তাঁর পরিবারের লোকজন বিকাল ৪টে থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে সাহায্য চেয়ে পোস্ট করতে পারবেন। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) মীরাজ খালিদ জানিয়েছেন, এর জন্য একটি বিশেষ মোবাইল নম্বরও দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের লোকজন সেখানে ফোন করে বিষয়টি জানাতে পারেন। নম্বরটি হল, ৯১৬৩৭৩৭৩৭৩। এছাড়া ১০০ ও ১০৯৮ নম্বরে ফোন করেও অভিযোগ জানানো যাবে।

কলকাতায় আজ নাড্ডা

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবে বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। এবার মূলত ২টি দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই নাড্ডার রাজ্য সফর। নাড্ডার সঙ্গেই আসার কথা রাজ্যের কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশালেরও।

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতির কৃতিত্ব নিয়েও চর্চা হয়েছে বিস্তর। বিজেপির দাবি, দেরিতে হলেও বাংলা ও বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। নাড্ডার সফরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবে বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিমানবন্দর থেকে প্রথমে বেলুড়মঠে, তারপর সন্তোষমিত্র স্কোয়ার হয়ে হোটেলে যাবেন নাড্ডা। সেখানে বাংলা ভাষাকে ধ্রপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি নাড্ডার হাতে তুলে দেবেন গেরুয়া অনুগামী বিশিষ্টরা।

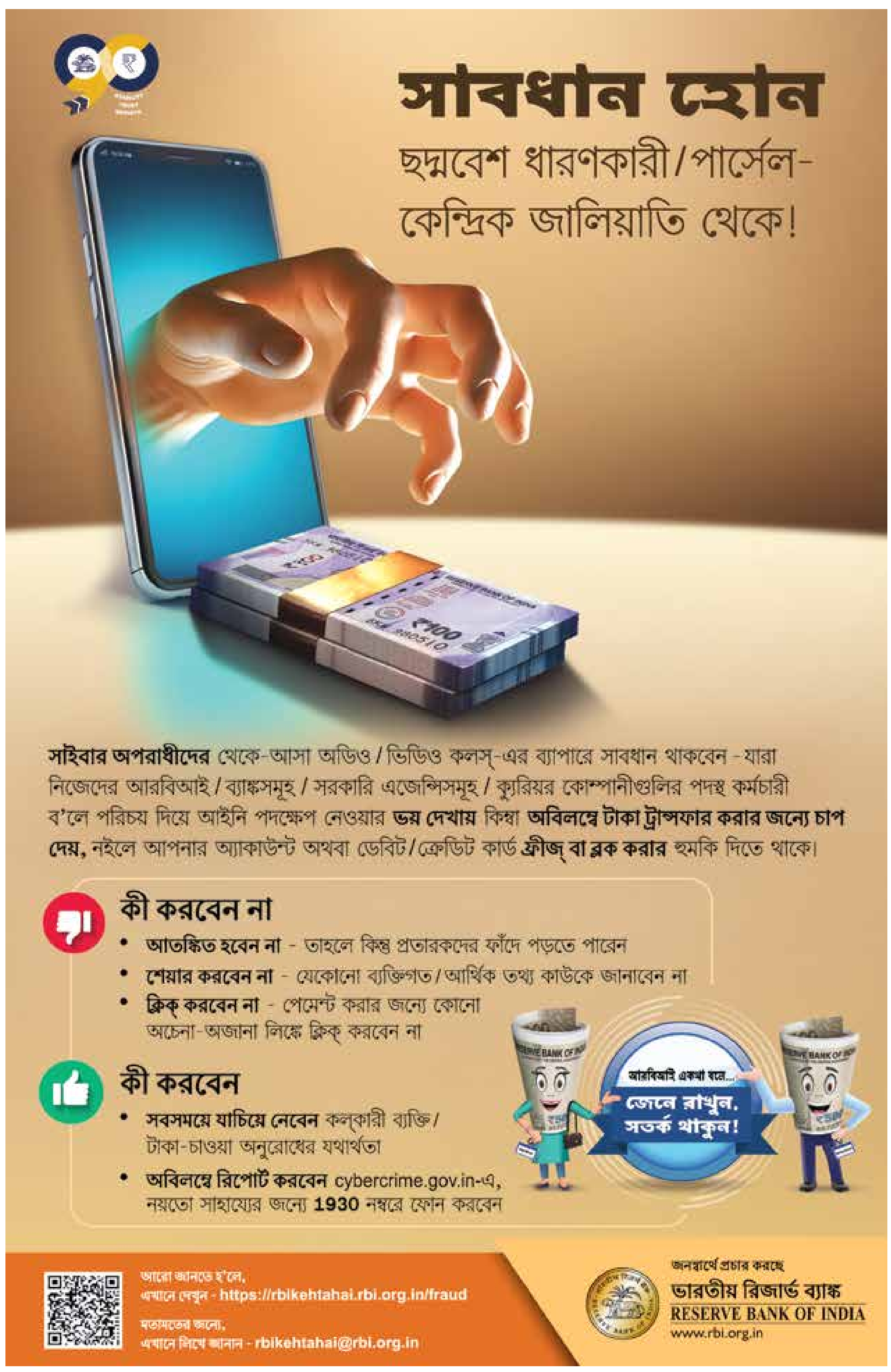

ভালো রেখো... বুধবার মালদার সর্বজয়ী ক্লাবের মণ্ডপে। - অরিন্দম বাগ

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত বধূ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ অক্টোবর : সিলিং ফ্যানের তার লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতের নাম জাসমিনারা খাতুন (৩০)। বাড়ি আমডোল ঘাটে। দুর্ঘনাটি ঘটে মঙ্গলবার দুপুরে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জাসমিনারা খাতুনের স্বামী রফিকুল হক বাড়ি ছিলেন না। জাসমিনারা সিলিং ফ্যানের জন্য তার সুইচ বোর্ডে লাগাতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। মাকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে ছেলেমেয়েরা। তারা চিৎকার শুরু করে। ওদের চিৎকার শুনে ছুটে আসে পরিবারের অন্য সদস্যরা। জাসমিনারাকে তড়িঘড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

স্বামী রফিকুল হক বলেন, 'আমার এক মেয়ে ও দুই নাবালক সন্তান আছে। সকালে স্ত্রী আমাকে খেতে দেয়। খাবার খেয়ে কাজে চলে গিয়েছিলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে স্ত্রীর মৃত্যুর খবর শুনতে পাই। আগামীদিনে কীভাবে ছেলেমেয়েদের মানুষ করব, বুঝে উঠতে পারছি না।'

মৃত বধূর বাবা এসতাব আলি বলেন, 'মেয়ের কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তা বুঝতে পারছি না। শরীরের কোনও জায়গায় পোড়া চিহ্ন নেই। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছে বলে জামাই আমাকে জানিয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।'

কাফ সিরাপ আটক, ধৃত ১

কুমারগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : ডাঙারহাট এলাকায় হানা দিয়ে ২৪৮ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। সঙ্গে একটি ছোট পিকআপ ভ্যানও আটক করেছে পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ গতকাল হানা দিয়ে মোক্তার আলি মিয়াঁ (২৩) নামের এক যুবককে ২৪৮টি নিষিদ্ধ নেশার কাশির সিরাপ সহ গ্রেপ্তার করে। কুমারগঞ্জ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নিষিদ্ধ ড্রাগ জাতীয় নেশার এবং চোরাচালানের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান লাগাতার চলবে।

মদের দোকানে তোলাবাজির বিরোধিতার জের

এসআইয়ের বিরুদ্ধে আদালতে দম্পতি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : পুলিশে আস্থা হারাচ্ছে মানুষ। স্কুল ক্যাম্পাসের বাইরে রাস্তার ধারে থাকা বেআইনি মদের দোকান থেকে তোলা আদায়ের বিরোধিতা করায় এক দম্পতিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কালিয়াগঞ্জ থানার এসআই সুনীল প্রধানের বিরুদ্ধে। বিষয়টি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে অভিযুক্ত এসআই ওই দম্পতিকে লকআপে ঢুকিয়ে মারধরের হুমকিও দেন বলে অভিযোগ। এরপরেই ওই দম্পতি রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার ও রায়গঞ্জ আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কালিয়াগঞ্জের ডালিমগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর গ্রামে।

লক্ষ্মীপুর এলাকায় একটি প্রাথমিক স্কুলের বাইরে রাস্তার ধারে মুদিখানার দোকানে মদ ও গাঁজা বিক্রি করে এলাকার একদল দুষ্কৃতী। দুষ্কৃতীরা ভিড় করে থাকায় ভয়ে স্কুলে যেতে চায় না পড়ুয়ারা। ফলে পড়াশোনা প্রায় শিকেয় উঠেছে। নষ্ট হচ্ছে স্কুলের পরিবেশ। অতুল বর্মন নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি এই সমস্যার কথা পঞ্চায়েত প্রধানকে জানান। তাতেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। এরপর থানার দ্বারস্থ হন অতুলবাবু। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অতুলবাবুর অভিযোগ, 'রুনু বর্মন ও শেফালি বর্মন নামে দুজন স্কুলের বাইরে বেআইনি মদ ও গাঁজা বিক্রি করছেন। স্থানীয় প্রধানকে জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। এই বিষয়ে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার সুনীল প্রধানকে ফোন করা হলে তিনি অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। এখানেই শেষ নয়। সুনীল প্রধান আমাকে থানার লকআপে ঢুকিয়ে মারধর করার হুমকি পর্যন্ত দেন। এতে পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে আজ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। পুলিশ সুপারকেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী আশিস সরকার বলেন, 'ওই স্কুল ক্যাম্পাসের বাইরে অবৈধভাবে দোকান নির্মাণ করে মদ, গাঁজা সহ একাধিক নেশার সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে উলটে পুলিশই অভিযোগকারীকে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয়। সেই কারণেই পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অতুল বর্মন।'

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আখতার জানিয়েছেন, 'এনিয়ে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

> রুনু বর্মন ও শেফালি বর্মন নামে দুজন স্কুলের বাইরে বেআইনি মদ ও গাঁজা বিক্রি করছেন। স্থানীয় প্রধানকে জানিয়েও কাজ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক সুনীল প্রধানকে ফোন করলে তিনি আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। আমাকে লকআপে ঢুকিয়ে মারধর করার হুমকি পর্যন্ত দেন।
>
> **অতুল বর্মন, অভিযোগকারী**

হিলিতে পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় হত ১, আহত ৫

হিলি, ৯ অক্টোবর : হিলিতে পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। জখম হয়েছে আরও ৫জন। মঙ্গলবার রাতে হিলি থানার ফেরুষা এলাকায় বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় নিমাই সূত্রধর নামে এক বৃদ্ধ। বুধবার সকালে ত্রিমোহিনীর বসন্তা এলাকায় এক সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হিলিগামী যাত্রীবাহী বাস। ওই ঘটনায় বাস উলটে ৫ জন গুরুতর জখম হন।

মঙ্গলবার রাতে কালীবাড়ি বাজার থেকে পায়চারি করে বাড়ি ফিরছিলেন ওই বৃদ্ধ। পথে ফেরুষা এলাকায় হিলিগামী যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ওই বৃদ্ধ। তড়িঘড়ি ওই বৃদ্ধকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠালে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এসেছে এলাকায়। বুধবার সকালে হিলিগামী যাত্রীবাহী বাস আসছিল। সেসময় বসন্ত এলাকায় একটি বৃদ্ধ অসচেতনভাবে সাইকেল চালাচ্ছিলেন। ওই বৃদ্ধকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। ঘটনায় জাতীয় সড়কের ওপর বাসটি উলটে যায়। ঘটনায় বাসের ৫ জন যাত্রী গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওই পৃথক দুটি দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখছে হিলি থানার পুলিশ।

নকল বিদেশি মদ উদ্ধার

ডালখোলা, ৯ অক্টোবর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বুধবার দুপুরে ডালখোলা থানার অসুরাগড় বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে ১২ কার্টুন নকল বিদেশি মদ উদ্ধার করল আবগারি দপ্তরের কর্মীরা। উদ্ধার হওয়া মদগুলো সম্ভবত বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আবগারি দপ্তরের কর্মীরা কার্টুনে থাকা ১০৮ লিটার নকল বিদেশি মদ ও বিআরএস / ৯০৪৯ নম্বর যুক্ত পিকআপ ভ্যানের চালককে আবগারি থানায় নিয়ে যায়। জেলা আবগারি দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নকল বিদেশি মদ পাচারের আগেই উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার চালককে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

মণ্ডপ উদ্বোধন

পুরাতন মালদা, ৯ অক্টোবর : পঞ্চমীর রাতে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর কালীতলা বাজারে সাহাপুর যুবক সমিতির উদ্যোগে দুর্গাপুজো মণ্ডপের উদ্বোধন হয়। পুজোর থিম ছিল ভাগের মা। অর্থাৎ দেশভাগে পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে। মণ্ডপের উদ্বোধন করেন বিএসএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট আশিস শর্মা, স্থানীয় সমাজসেবী নিতাই মণ্ডল সহ আরও অনেকে। ফিতে কেটে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোমণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

পুজো উদ্যোক্তা উকিল মণ্ডল বলেন, '১৯৪৭ সালে দেশভাগের পটভূমি পুজোমণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা বিএসএফের কর্তা ও এলাকার সমাজসেবীদের মাধ্যমে মণ্ডপের উদ্বোধন করেছি।'

পুলিশি হেপাজত

কালিয়াগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : স্বামীকে পরিকল্পিত খুনের অভিযোগে স্ত্রী ও প্রতিবেশী এক যুবককে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিলেন রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিচারক। খুনের ঘটনাটি ঘটে সোমবার। ওইদিন সকালে কালিয়াগঞ্জের অনন্তপুর পঞ্চায়েতের দশিয়া গ্রামে তেজপাতার গাছ থেকে মীরা দেবশর্মার স্বামী ঝরেন দেবশর্মার দেহ উদ্ধার হয়। ভাইপো পবিত্র দেবশর্মা কাকিমা মীরা দেবশর্মা সহ শ্বাশুড়ি ও প্রতিবেশী বিকাশ দেবশর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। মঙ্গলবার বিকাশ ও মীরাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জিকেসিআইইটি কলেজের মুকুটে নতুন পালক

কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়নের স্বীকৃতি

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৯ অক্টোবর : পুজোর মধ্যেই পুরাতন মালদার গনি খান নামাঙ্কিত ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি কলেজের (জিকেসিআইইটি) মুকুটে নতুন পালক জুড়ল। ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেসের তরফে কলেজে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়নের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়া লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ এর অধীনে স্কিল ডেভেলপমেন্ট লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হল কলেজ কর্তৃপক্ষকে। ইতিমধ্যে ওই পুরস্কার কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে এসেছে। কলেজের ডিরেক্টর শিবি জন ওই পুরস্কার প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছেন। পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে অবস্থিত ওই কলেজ এধরনের অ্যাওয়ার্ড পাওয়ায় খুশির হাওয়া শিক্ষা মহলে। এনিয়ে উচ্ছ্বসিত কলেজ কর্তৃপক্ষও।

গনি খান নামাঙ্কিত ওই কলেজ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী কৌশল যোজনা অধীনে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সহ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিভিন্ন পরিষেবার ওপর কাস্টমাইজড কোর্সের ওপর দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বিশেষ করে ওই প্রশিক্ষণে স্কুলছুট এবং বঞ্চিত পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা এনইপি ২০২০ এর সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং এর আউটরিচ প্রোগ্রামগুলিকে প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এবিষয়ে কলেজের ডিরেক্টর শিবি জন বলেন, 'কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরের স্কিল ডেভেলপমেন্টের ওপরে আমরা যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি, তার ভিত্তিতে আমাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। ১ অক্টোবর কলকাতায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ওই বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়। এটা আমাদের কাছে গর্বের।'

ছবি : অভিজিৎ সরকার

হিলি সীমান্তে উঁচা গোবিন্দপুর গ্রামটি তাঁরকাটার ওপারে। বুধবার এপার বাংলা থেকে বিএসএফের সহযোগিতায় ওই গ্রামে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ঘাট পরিদর্শন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ অক্টোবর : চাঁচল মহকুমা এলাকায় বৃদ্ধি পাচ্ছে পুজোর সংখ্যা। ফলে পুজো শেষে প্রতিমা বিসর্জনের বিভিন্ন ঘাটগুলিতে বাড়ছে চাপ। বুধবার রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেনের উপস্থিতিতে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন ঘাটগুলি সরেজমিনে ঘুরে দেখেন চাঁচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি। উপস্থিত ছিলেন বিডিও তাপসকুমার পাল। এছাড়াও এই উৎসবের মরশুমে নৌকা পারাপারে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তাও খতিয়ে দেখা হয়। বিসর্জন অবধি এনডিআরএফ-এর টিম এবং সিভিল ডিফেন্স-এর টিম ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থাকবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা শাসক।

ঝুলন্ত দেহ

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে শোকের ছায়া বালুরঘাটে। বালুরঘাট থানার চকভৃগু আঁখিপাড়ায় এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। গলায় ফাঁস লাগিয়ে অরিত্রকুমার মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছে বলে দাবি। পেশায় টোটোচালক অরিত্রবাবুর ঝুলন্ত দেহ বুধবার সকালে উদ্ধার হয়েছে। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। কী কারণে ওই তরুণ আত্মঘাতী হলেন, তা নিয়ে ধন্দে আত্মীয়পরিজনরা। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

পেটের দায়ে বাংলায়

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ অক্টোবর : জয়সলমীর থেকে প্রতি বছর পুজোয় বাংলায় পোকেমন বেলুন বিক্রি করতে চলে আসেন সেখানকার কিছু স্থানীয় বাসিন্দা। আশা, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় বেলুন বিক্রি করে তারা কিছু উপরি পয়সার মুখ দেখবেন। বেলুনওয়ালারা সপরিবারে চলে আসেন। পুজোর অনেক আগে থেকেই তাঁরা বাংলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে শুরু করে মফসসল শহরেও ছড়িয়ে পড়েন। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপের সামনে তাঁরা হাজির হয়েছেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সামনে হাটখোলা দুর্গামন্দিরের মণ্ডপের সামনে দেখা হয়ে গেল বেলুনওয়ালা অযোধ্যাপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানান, বাড়ি জয়সলমীর শহরে দুর্গের পাশেই বাড়ি। বছরের অন্যান্য সময় পর্যটকদের কাছে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করেন। কিন্তু দুর্গাপুজোয় বাংলায় চলে আসেন। থাকেন ছট পর্যন্ত। কিছু উপরি উপার্জন করে নিজের দেশে ফিরে যান। দলের এক বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য রাজেন্দ্র কুমার বলেন, 'আমরা পরিবার নিয়ে চলে আসি। বাংলার বিভিন্ন এলাকায় বেলুন বিক্রি করি। বাঙালিদের পুজোয় বেলুন বিক্রি করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা খানিকটা হলেও আনন্দ করি।'

নিঃশব্দ জীবনে আনন্দধারা

হোমের কাকুদের সঙ্গে প্রতিমা দেখবে সীমান্ত, রুবেলরা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : দুই আঙুলের ইশারায় গোল গোল কিছু একটা দেখাল রুবেল। কী যেন বুঝে পাশে থাকা সীমান্ত হাত দুটি নাচের মুদ্রার ভঙ্গিতে আনতেই সেকি উচ্ছ্বাস প্রত্যেকের। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে হাসিতে কুটিপাটি। কিন্তু মুখে একটিও শব্দ নেই। কী বলছে ওরা? প্রশ্ন শুনে শিক্ষক জানালেন, 'ওরা বলছে, দেবী দুর্গা আসছে। ওরা নতুন জামা পরবে। সপ্তমীতে ঠাকুর দেখতে যাবে। নিঃশব্দের ভুবনে অদ্ভুত খুশির আবহ।'

সীমান্ত, রুবেলরা আদতে মূকবধির। শব্দময় পৃথিবীটা ওদের অচেনা। কথা বলতে পারে না কেউ। ভাবের আদানপ্রদান ইশারায়। হাত ও আঙুলের মুদ্রায়। পোশাকি নাম 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ'। সেই নীরব ভাষাই ধরা দিয়ে যায় দুঃখ, যন্ত্রণা, আশা, আনন্দ, এমনকি আগমনী বার্তাও। ভিড়ের মধ্যে এই নিঃশব্দ জগতে মাথা তুলে বেঁচে থাকার

অদম্য জেদ মরে না কখনও। দাক্ষিণ্য নয়, ওরা অধিকার বুঝে নিতে শিখেছে। সেটা শিক্ষার অঙ্গন হোক, খেলার সবুজ মাঠ অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ।

শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসতেই ওদের মুখে হাসি। নতুন কিছুর ভাবনা ছুঁয়ে যায় চোখের কোনে। ছোট্ট সীমা কোন ফাঁকে খাতা-পেন্সিল নিয়ে মেঝেতে বসে যায়। আঁকিবুকি কাটে। একটু পরেই সাদা পাতায় আঁকা ছবি নিয়ে হাজির সামনে। দু'হাত উঁচু করে দাঁড়ায়। শিক্ষক হাসেন। বলেন, 'ও বলছে মা দুর্গার ছবি এঁকেছি।' শিশুর কল্পনায় এখানে উমা ঠিক ওদের মতো। অলংকারে সজ্জিত নন। অতি সাধারণ মেয়ে। কী জানি, হয়তো নিজের মায়ের মুখ কল্পনা করেই এই ছবি এঁকেছে সীমা!'

> ওরা বলছে নতুন জামা পরবে। বেড়াতে যাবে। কে বলে কোলাহলহীন জীবন উৎসবের সুবাসে মোহিত হয় না?
>
> **পার্থসারথি দাস**
> হোমের প্রিন্সিপাল

উত্তর দিনাজপুরের কর্ণজোড়ায় সূর্যোদয় আবাসিক হোমে পা রাখতেই ওদের দেখা মিলবে। সংখ্যায় ৬৫। ৫৩ জন কিশোর। বাকিরা কিশোরী। প্রত্যেকেই মূকবধির। এই ছেলেমেয়েদেরও মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন আছেন হয়তো। কিন্তু ওদের কেউ জানে না। বাড়ির কেউ খোঁজও নিতে আসেন না। তাই সব থেকেও নেই অসহায় জীবনে। হোমের কর্মীরাই তাদের জীবনের আশা ও ভরসা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দা ওরা। হোমের চার দেওয়ালে সময় কাটলেও ওদের মন ছুঁয়ে যায় শরতের স্নিগ্ধতা। একঘেয়ে জীবনে স্বস্তি ফেরে। নতুন কিছু দেখার, অনুভবের আশা জাগে। কাকুদের হাত ধরে ঘরের বাইরে পা রাখা তো হবে! গোল্লাছুট খেলায় মগ্ন রুবেল ও সীমান্ত আঙুল দিয়ে কাটাকুটি দেখায়।

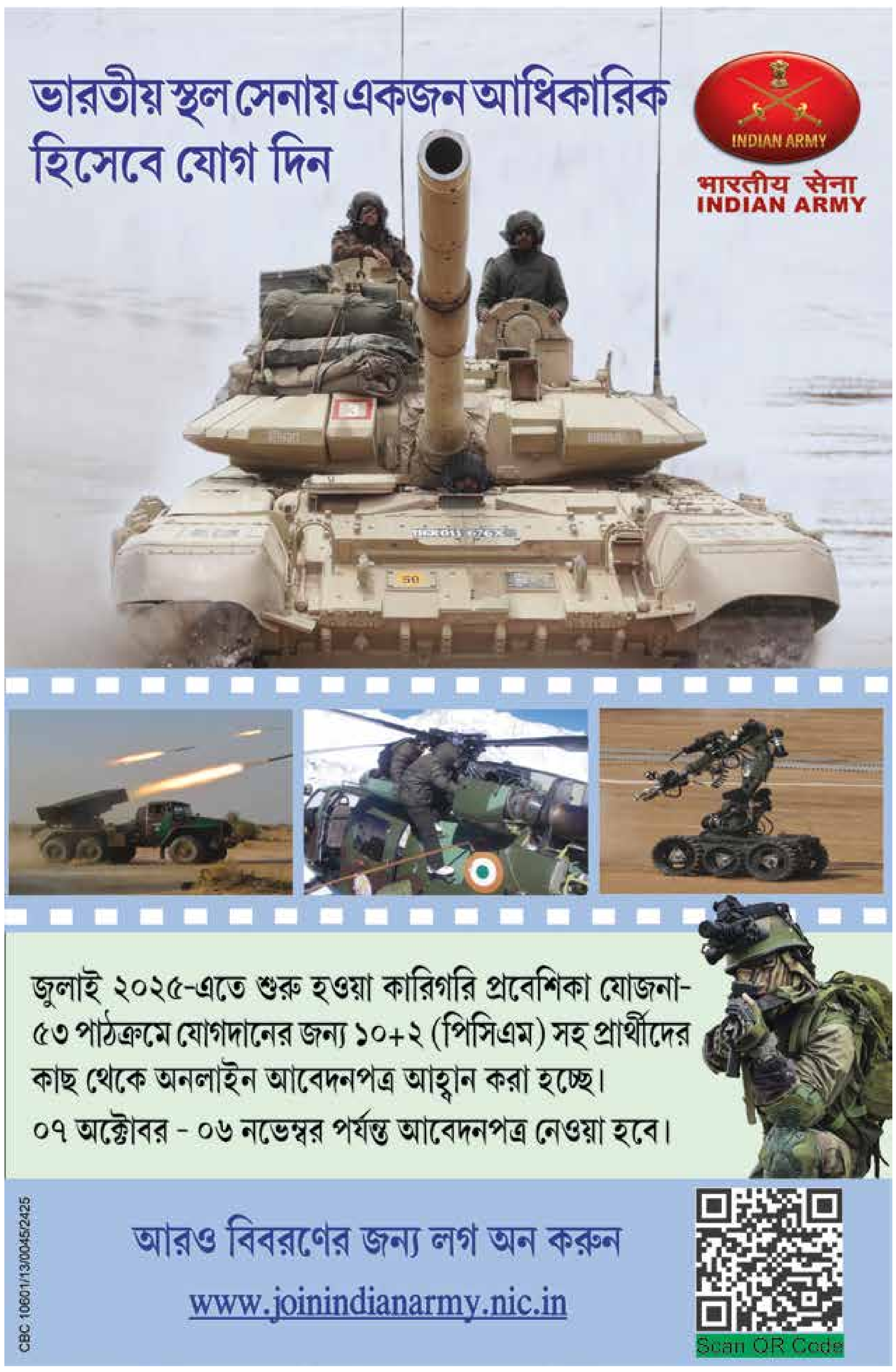

গঙ্গারামপুরে কদর হান্ডি বিরিয়ানির

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ৯ অক্টোবর : ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে খালি পেটে বাড়ি ফেরার কথা কেউ ভাবতে পারে না। কিছু না কিছু একটা খেতেই হবে। পুজোয় দর্শনার্থীদের নতুন সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পাইয়ে দিতে গঙ্গারামপুরের রেস্টুরেন্টে এসেছে ভিনরাজ্যের রাঁধুনিরা। এদের কারও বাড়ি মহারাষ্ট্রে, কেউ এসেছেন বেনারস থেকে। গঙ্গারামপুরবাসীদের খাওয়াবেন মটন হান্ডি, হান্ডি বিরিয়ানি, কোরমা, পোলাও। ফিশ ফ্রাইও থাকছে। তবে স্বাদ বেশ আলাদা।

রেস্টুরেন্ট মালিক তপনকুমার সরকার জানান, 'পুজোর ক'দিন লাখ লাখ দশনার্থীরা গঙ্গারামপুরে প্রতিমা দেখতে আসেন। পুজো বলে মেনুতেও থাকছে চকম। মেনুতে থাকছে মটন হান্ডি, হান্ডি বিরিয়ানি, কোরমা পোলাও, ফিস ফ্রাই। এসব উপাদেয় খাবার তৈরির জন্য মহারাষ্ট্র থেকে রাঁধুনি নিয়ে আসা হয়েছে।'

দত্তপাড়া রোড়ে এক রেস্তোরাঁর কর্মী সনাতন বসাক বলেন, 'ভোজনরসিকদের জন্য থাকছে দম পোলাও, চিকেন চাপ, বাটার চিকেন, চিকেন দোপিজা, হায়দরাবাদি বিরিয়ানি। এই বিরিয়ানি তৈরির জন্য হায়দরাবাদ থেকে রাঁধুনিদের আনা হয়েছে। মটন হান্ডি বিরিয়ানির দাম ২৫০ টাকা। চিকেন হান্ডি বিরিয়ানির দাম ২১০ টাকা। কাশ্মীরি পোলাও বিক্রি হচ্ছে ২১০ টাকায়। এক প্লেট ফিশফ্রাই ২৪০ টাকা। থাকবে ছয় পিস। চিকেন চাপ ২২০ টাকা। দম পোলাও বিক্রি হচ্ছে ২১০ টাকায়।

রেস্টুরেন্ট মালিক নয়ন সরকার বলেন, 'খানাপিনাতেও এখন প্রতিযোগিতা। সেজন্য পুজোতে বিভিন্ন স্বাদের রান্নার জন্য বাইরে থেকে রাঁধুনিদের আনা হয়েছে।'

খুঁটিপুজো

গঙ্গারামপুর, ৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আবহে কালীপুজোর প্রস্তুতির সূচনা হল গঙ্গারামপুরে। রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ক্লাব, তরুণের আহ্বানের খুঁটিপুজোর মাধ্যমে কালীপুজোর প্রস্তুতির সূচনা হল সোমবার। গঙ্গারামপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে হাটখোলা এলাকায় খুঁটিপুজো অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৫৫ তম বর্ষের পুজোর আয়োজন করছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্লাব সভাপতি বিপ্লব মিত্র জানান, 'উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্যামাপুজোগুলির মধ্যে আমাদের ক্লাবের পুজো অন্যতম। এবছরে 'সোনার কলস' থিমকে সামনে রেখে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।'

শ্রমিকসভা

বুনিয়াদপুর ও গঙ্গারামপুর, ৯ অক্টোবর : নির্মাণ শ্রমিকদের নিয়ে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভা হল বুনিয়াদপুরে। এদিন শতাধিক নির্মাণ শ্রমিক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনে যোগদান করেন। রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে সিপিএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির অন্তর্গত দক্ষিণ জয়পুর-যাদববাটি শাখার নবম সম্মেলন সংগঠিত হল।

মোবাইল ফেরত

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : দিনতিনেক আগে বালুরঘাটে কাজ করতে এসে টোটো থেকে হারিয়ে গেছিল মোবাইল। অবশেষে সেই মোবাইল পেয়ে সোমবার তা মালিকের হাতে তুলে দিল টোটোচালক।

চক্ষু শিবির

গঙ্গারামপুর, ৯ অক্টোবর : লায়ন্স ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আজ গঙ্গারামপুর ব্লকের বেলবাড়ি(২) অঞ্চলের মালিপাড়া টিইউ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল চক্ষু পরীক্ষা শিবির। আজ শিবিরে প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্গাপ্রতিমা। বুধবার ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

শতবর্ষে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন

দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত নাট মন্দির

রূপেন্দু দাস

মালদা, ৯ অক্টোবর : এই পুজোয় চমক নেই। রয়েছে ভাবগম্ভীর পরিবেশ। বছরের পর বছর ধরে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে রামকৃষ্ণ মিশন। তাদের মালদা শাখা পূর্ণ করল ১০০ বছর।

অন্য বছরের মতো এ বছরেও মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজন করেছে দেবী বন্দনার। তবে এবার শতবর্ষ হওয়ায় পুজো আলাদা মাত্রা পেতে চলেছে। পুজো বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে হওয়ায় দেবী বন্দনা চারদিন। এদিন ছিল ষষ্ঠী। বৃহস্পতিবার সপ্তমী। পরের দিন অষ্টমীতে রীতি অনুযায়ী কুমারীপুজো। দশমী পুজো সকাল ৬টায়। দর্পণে বিসর্জন ওইদিন ৯.০৯ এর মধ্যে। সন্ধ্যা আরতির পর প্রতিমা নিরঞ্জন। এদিন ভোরে শুরু হয় মহাষষ্ঠী পুজো। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড়। একচালার প্রতিমায় দেবী বন্দনা। এবছর প্রতিমা তৈরি করেছেন শ্বাশত কুণ্ডু। এখানেই হবে কালীপুজো। দুটি প্রতিমা তৈরি করতে খরচ হয়েছে ২০ হাজার টাকা।

মঠাধ্যক্ষ ত্যাগরূপানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন মালদার এবছরের পুজোর বিষয় সবিস্তারে জানালেন।

মঠাধ্যক্ষ বলেন, 'এক মাস আগে থেকে মন্দিরেই প্রতিমা তৈরি শুরু হয়। প্রতিমা তৈরি করেছেন শ্বাশত কুণ্ডু। পুজারি রাজ্য সরকারি কর্মী দেবাঞ্জন রায়। এসেছেন কলকাতা থেকে। রামকৃষ্ণ অনুরাগী হওয়ায় গত তিন বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিকে পুজো করে আসছেন।'

ষষ্ঠী থেকে শুরু হয়েছে চণ্ডীপাঠ, চলবে নবমী পর্যন্ত। প্রাণ প্রতিষ্ঠা আগামীকাল সপ্তমীতে। অষ্টমীর দিন বিশেষ প্রসাদ বিতরণ। ওই দিন থাকবে খিচুড়ি, সঙ্গে আলুর দম, চাটনি ও বোঁদে। আর প্রতিদিন ভক্তদের জন্য থাকবে ফল প্রসাদ। শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও থাকছে চমক। শুরু হবে ২২ ডিসেম্বর, শেষ ২৪ ডিসেম্বর। আসতে পারেন বাচিক শিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা। পুজোর ব্যস্ততার মধ্যেও বাদ যায়নি ভূতনির বানভাসিদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ। ২৫০ থেকে ৩০০ জনের মধ্যে বস্ত্র বিলি করা হয়।

প্রতিদিন সকালে নিয়মিত মন্দিরে আসেন রামকৃষ্ণ অনুরাগী বাঁধ রোডের বাসিন্দা অমল বসাক। তিনি বলেন, 'এখানকার পরিবেশ আমায় ভীষণভাবে টানে। সকালে হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরে চলে আসি। মিনিট ১৫-২০ ধ্যান করি। তারপর ফিরি রুটিন জীবনে। রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ চলছে। তাই, এবছর যে অন্যবারের তুলনায় ভক্ত সমাগম বেশি হবে, তা ধরে নেওয়া যেতেই পারে।' একই অভিমত প্রবীণা রামকৃষ্ণ অনুরাগী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনিও সকালে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসেন। তাঁর কথায়, 'এখানকার পরিবেশ চুম্বকের মতো টানে। আর শতবর্ষ বলে বাড়তি উন্মাদনা।'

বিশ্ব মানসিক দিবসে খুদেদের মনের কথা শুনল কথক। বালুরঘাটে তোলা সংবাদচিত্র।

শিল্পের আঁতুড়ে আশ্চর্য বিষণ্ণতা

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : চারিদিকে উৎসবের মেজাজ। বেলা গড়াতেই মানুষ বেরিয়ে পড়ছে প্রতিমা দর্শনে। রাত যত লম্বা হয়েছে, দর্শনার্থীদের ভিড় ঘন থেকে ঘন হয়েছে।

সেই সময় উলটো চিত্র রায়গঞ্জের কাঞ্চনপল্লি, দেশবন্ধুপাড়া মোহনবাটিতে। গত কয়েকদিন এখানে যেসব ঘর ছিল কলরব মুখরিত, সেই সব ঘরে আশ্চর্য নীরবতা। ঘর থেকে বিদায় নিয়েছেন সদস্যরা। এরা হলেন কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং মা দুর্গা, তাঁর বাহন সিংহ, অসুর, অসুরের বাহন মহিষ। বিদায়পর্ব শুরু হয় পঞ্চমীর দিন থেকে। বিদায়লগ্নে শিল্পীদের মুখ ভার হয়ে উঠেছিল। এখন ঘর একেবারেই ফাঁকা। কারও মন ভালো নেই।

দুর্গাপুজো ঘিরে কর্মব্যস্ততা শুরু হয় রথ থেকে, চলে মহালয়া পর্যন্ত। এই চার মাস মৃৎশিল্পীদের পরিবারের সদস্যরা প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মাটি বানানো, কাঠামো প্রস্তুত করা, পরবর্তীকালে মাটি লেপে মূর্তি বানানো, তাকে রং করা, কাপড় পরানো, সাজসজ্জা - তাদের কাটে ব্যস্ততার মধ্যে। পঞ্চমীর দিন সকাল থেকেই তাদের বুক চাপা কান্না শুরু হয়। বিষাদের সুর চারিদিকে ভরিয়ে দিচ্ছে। ধুলো, মাটি আর খড়ের কারিগররা হাহাকার বুকে তারাগোনা রাতে কেমন যেন শিল্পী হয়ে উঠছে।

মৃৎশিল্পী ভানু পালের কথায়, 'এখন গোটা বাড়িতে বিষন্নতায় ভরা। তবুও যখন আমরা দর্শকদের প্রশংসা শুনি তখন মন আনন্দে ভরে ওঠে আর আবার স্বপ্ন দেখি আগামীতে কীভাবে আরও ভালো মূর্তি তৈরি করা যায়। এভাবেই শিল্পীত জীবন এগিয়ে যায় শিল্পপথে।'

সুকান্তর হাতে চিঠি বালুরঘাট রেলযাত্রী কল্যাণ সমিতির

পৃথক ডিভিশন দাবি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে রেলমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠাল একলাখি-বালুরঘাট রেলযাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতি। সংগঠনের তরফে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মাধ্যমে সেই চিঠি রেলমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে। বালুরঘাট তথা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার বিস্তীর্ণ অংশের রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা কাটিহার ডিভিশনের জন্য উপেক্ষিত হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। রেলমন্ত্রীকে তাঁরা কাটিহার ডিভিশন থেকে আলাদা করে নতুন ডিভিশন তৈরির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। সেখানে দুই দিনাজপুরকে ইস্টার্ন রেলের অধীনে মালদা ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ১৯৫৪ সালে কাটিহার ডিভিশন করার কথা ভাবা হয়। এক বছর পর তা বাস্তবায়িত হয়। প্রস্তাবিত ডিভিশনের মোট এলাকা ছিল ৮৪৯ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৫২২ কিমি ছিল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। বর্তমানে সেই এলাকার সীমা আরও ১৫০ কিমি বেড়েছে ও ক্রমশ বাড়ছে বলে জানিয়েছে এই সংগঠন। তাদের দাবি, অধিকাংশ ডিভিশনের এলাকা ২০০ থেকে ৩০০ কিমির মধ্যে। ইস্টার্ন রেলের হাওড়া ডিভিশনের অধীনে রয়েছে ১৪০ কিমি। মালদা ডিভিশন মাত্র ৮৫টি স্টেশন আর ২০টি হল্ট স্টেশন নিয়ে গঠিত। স্বাধীনতার ৫৭ বছর পর ১৫০ কিমি নতুন লাইন রেল দিয়ে ২০০৪ সালে বালুরঘাট ট্রেন পায়। এটিও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। বালুরঘাট থেকে বর্তমানে দিল্লিগামী ট্রেন রয়েছে। আগামীতে হিলি হয়ে বাংলাদেশ ও অসম যাওয়ার ক্ষেত্রেও এই স্টেশন অগ্রগণ্য। সমস্ত পরিকাঠামো রয়েছে এখানে। সিক লাইন ও পিট লাইন তৈরি হয়েছে। রয়েছে কারশেডও। তাই এখানে নতুন সাবডিভিশন তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

> বালুরঘাট থেকে রায়গঞ্জে ট্রেন চালানোর বিষয়ে এই ডিভিশন উদাসীন। তাই বালুরঘাট সহ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার কিছু অংশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আমরা কাটিহার ডিভিশন থেকে এলাকাগুলি আলাদা করার কথা জানিয়েছি।
>
> **স্মৃতিস্মর রায়,** চেয়ারম্যান রেলযাত্রী কল্যাণ সমিতি

সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, কাটিহার ডিভিশনের অসহযোগিতা ও অপমানজনক অবহেলা থেকে মুক্তি পেতে কিছু দাবি রাখা হয়েছে। এনজিপি অথবা শিলিগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গের রেললাইন ও স্টেশনগুলি নিয়ে নতুন ডিভিশন করতে হবে। বালুরঘাটে একটি পূর্ণাঙ্গ সাবডিভিশন অফিস করতে হবে এবং সেখানে একজন এডিআরএম থাকবেন।

একলাখি-বালুরঘাট রেলযাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিস্মর রায় জানান, 'কাটিহার ডিভিশন একলাখি-বালুরঘাট রুটের স্টেশনের উন্নয়নে নিষ্ক্রিয়। বালুরঘাট স্টেশনে বিহারের শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। কাজ চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। বালুরঘাট থেকে রায়গঞ্জে ট্রেন চালানোর বিষয়ে এই ডিভিশন উদাসীন। তাই বালুরঘাট সহ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার কিছু অংশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আমরা কাটিহার ডিভিশন থেকে এলাকাগুলি আলাদা করার কথা জানিয়েছি। এর ফলে সম্পূর্ণ উত্তরবঙ্গ লাভবান হবে।'

রকমারি ধান দিয়ে তৈরি মণ্ডপ

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : রকমারি ধান দিয়ে মণ্ডপসজ্জা তৈরি করেছে রায়গঞ্জের উদয়ন ক্লাব। কমপক্ষে পঁচিশটি বা তার বেশি প্রজাতির ধান মণ্ডপে দেখানো হয়েছে। সতীন, ঝিঙ্গাশাল, কালানমক, খাঁড়াভাত, তুলাইপাঞ্জি, কালোনুনিয়া, বাঁশফুল সহ রকমারি ধান মণ্ডপে রয়েছে। বস্তার মধ্যে করে যেমন ধান রাখা হয়েছে, তেমনই প্রতিটি ধানের নমুনাও টাঙিয়ে রাখা হয়েছে পুজো প্রাঙ্গণে।

রায়গঞ্জে উদয়ন ক্লাবের ধানের মণ্ডপ। - রাহুল দেব

ষষ্ঠীতে মণ্ডপে রক্তদান

মালদা, ৯ অক্টোবর : ইংরেজবাজার ব্লকের জোত উপরপাড়া বারোয়ারি দুর্গামণ্ডপের ১৫০বছর পূর্তি শারদ উৎসব উপলক্ষ্যে হয়ে গেল এক রক্তদান শিবির। রোটারি ক্লাব অফ সিল্ক সিটি মালদা ও ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস মালদা জেলা শাখার সহযোগিতায় দুর্গামণ্ডপ প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরে ১৮জন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন জোত উপরপাড়া বারোয়ারি দুর্গামণ্ডপের সভাপতি চঞ্চল মণ্ডল, সম্পাদক বিদ্যুৎ রায়, মালদা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি উজ্জ্বল চৌধুরী, রোটারি ক্লাব অফ সিল্ক সিটি মালদার সভাপতি অনির্বাণ ঘোষ প্রমুখ।

ছোটদের মনের খোঁজ নিল কথক

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : বিশ্ব মানসিক দিবস পালন করল বালুরঘাটের 'কথক'। বৃহস্পতিবার বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের আগের দিনই ছোটদের মনের খোঁজ নিল কথক। ইদানীং ছোটরা অভিমান করে অনেক সময় জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। আবার বড়রা অনেক সময়ই ছোটদের মনখারাপের খোঁজ নেয় না। এসব বিষয়ে সচেতন হতেই ও সচেতন করতেই কথকের এই ভাবনা। অনুষ্কা, পাখি, তনুশিয়া, দীপ, পপি, বর্ষা, অর্জুন, সুরজিৎরা জানাল, 'ওদেরও মনখারাপ হয়। কখনও বাবা-মা বকলে, বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া হলে, দেখা না হলে, মোবাইল চেয়ে না পেলে, কোনও কিছু কিনতে বাবা-মায়ের কাছে টাকা চেয়ে না পেলে, স্যার বা ম্যাডাম বকুনি দিলে ওদের মনখারাপ হয়।'

কথকের মহলা কক্ষে মানসিক স্বাস্থ্য দিবস কী, কেন এটা পালন করা হয়, কেন মনের যত্ন নেওয়া জরুরি, এসব নিয়ে জানানো হল ছোটদের। উল্লেখ্য, কথক নাটক, আবৃত্তি, সঞ্চালনা, কথাবলা শিক্ষা, এসব নিয়ে গত চার বছর ধরে শিশু ,কিশোর - কিশোরীদের ব্যক্তিত্ব ও সামগ্রিক বিকাশের কাজ করে চলেছে। বালুরঘাট শহরের একে গোপালন কলোনির এই শিশু, কিশোর-কিশোরীদের মনের যত্ন নেওয়ার তাগিদ থেকেই কথকের আলোর ঠিকানা ধারাবাহিক একটি প্রয়াস।

কালিয়াগঞ্জে থিমে চমক

কালিয়াগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : সাবেকি দুর্গাপ্রতিমার পাশাপাশি থিম পুজোতেই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ার চেষ্টা করছে কালিয়াগঞ্জের ক্লাবগুলো। তবে শহর সংলগ্ন গ্রামের পুজোয় নসিরহাট হরিহরপুর দুর্গাপুজা কমিটি এবার টেক্কা দিতে প্রস্তুত শহরের পুজোগুলোকে। এবারে তাদের থিম 'চাই না হতে উমা'। ক্লাবের অন্যতম কর্তা শুভময় সরকারের কথায়, 'তথাকথিত অশিক্ষিত দেহ ব্যবসায়ী মহিলাদের দ্বারে দেখা মেলে শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায়ের। পতিতাপল্লির নারীদের জীবনকাহিনী নিয়ে অনবদ্য মণ্ডপসজ্জা করা হয়েছে। বর্তমান নারী সমাজের কাছে দেবী উমার শক্তি নিয়ে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে। যদি উমা সর্বশক্তিময়ী হন তাহলে, কেন এই যুগের নারীরা আজ এত নির্যাতিত?' কালিয়াগঞ্জ শহরের রসিদপুর কালীতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি'র এবারের থিম 'পক্ষীনিবাস' ক্লাবকর্তা অমিত কুণ্ডুর কথায়, 'বৃক্ষছেদনে পাখির বাসা আজ অমীল হতে দেখা দিয়েছে। প্রকাণ্ড এক বাবুই পাখির বাসা নির্মাণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিমা তৈরির মধ্য দিয়ে এবারে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্যোগ নিয়েছে এই ক্লাব।' শহরের হাসপাতাল রোড সংলগ্ন এলাকার পুজো বিবেকানন্দ ক্লাব। এবারে তাদের থিম 'শৈশবের আঙিনা'। লাট্টু, বস্তা দৌড়, কাঠি বরফ, ফুটবল ইত্যাদির ছবির মধ্য দিয়ে শৈশবের আঙিনা ভরে উঠেছে।

অ্যাফিডেভিট

আমি Sarban Agarwala, S/o-Late Ramswarup Agarwala, Vill-N.S. Road, P.O +P.S- Raiganj, U/Dinajpur, আমার মায়ের নাম Sulochana Agarwala. ভুলবশত আমার ভোটার কার্ডে মায়ের নাম Sulochana Agaroyala আছে। গত 03.10.24 তারিখে অ্যাফিডেভিট করে ভুল সংশোধন করা হল। এখন থেকে Sulochana Agarwala ও Sulochana Agaroyala একই ব্যক্তি।
(M-109690)

রাস্তা সারাই

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : বালুরঘাট পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মপুকুর এলাকার বেহাল রাস্তায় ইট দেওয়া হচ্ছে পুরসভার তরফে। এছাড়াও বেহাল রাস্তায় ঠিক করা হচ্ছে। তবে অনবরত বৃষ্টির কারণে পিচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আপাতত চলাচল করা যায় সেইভাবেই রাস্তাগুলো সারাই করা হচ্ছে বলেই পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে।

নন্দকুমারের তুলির ছোঁয়ায় জীবন্ত তিন পুরুষ

সুকুমার বাড়ই

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : পুজোমণ্ডপে ঢুকলেই একটা অন্যরকম অনুভূতি। চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাই নেই। কিন্তু মনে কোথাও যেন শান্তি বিরাজ করছে। খুঁজে পাওয়া যায় নিজেদের শৈশব বেলাকে। পুজো দেখতে এসে মণ্ডপ ঘুরতে ঘুরতে এমন কথাই জানালেন সুনন্দ বসু। তিনি বলেন, 'অসাধারণ থিম। এভাবেও যে একটি পুজোমণ্ডপকে সাজানো যেতে পারে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না।' এবারে ৫৮-তম উত্তর মোহনবাটী সর্বজনীন দুর্গোৎসবের থিম 'তিন পুরুষ'। এই দুর্গোৎসব পরিচালনা করে থাকে অনুশীলনী ক্লাব। প্রতিবারই নতুনত্বের ছোঁয়া থাকে এই ক্লাবের পুজোমণ্ডপে। এবার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় ও সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টিকর্ম তুলে ধরা হয়েছে পুজোমণ্ডপে। বাঙালির গর্ব তিন মহান মানুষের সৃষ্টিকর্মগুলিকে হাতের লেখায়,রংয়ের তুলির টান দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী নন্দকুমার ঘোষ।

কালিয়াগঞ্জের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নন্দকুমার ঘোষ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। খুব সাদামাঠা জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় অবিকল সব সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার পোস্টার এবং সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল-এর নানা ছড়া ফুটে উঠেছে মণ্ডপজুড়ে। সঙ্গে রয়েছে একদল সহকর্মী। যার মধ্যে নিজের ছেলে জ্যোতিষ্কও আছে, যে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। কয়েকদিন স্ত্রীও ছিলেন। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত এই মানুষটি চিত্রশিল্পে এত পারদর্শী আগে কেউ জানতেই পারেননি। প্রতীক সান্যাল মণ্ডপ ঘুরে দেখতে দেখতে জানান, 'মুগ্ধ বালকের মতো হয়েছি এত সুন্দর কাজ দেখে। প্রতিটা বইয়ের প্রচ্ছদ, সিনেমার পোস্টার, ছড়া বা থিমেটিক ডিজাইনগুলো দারুণ, অনবদ্য। ভালো লাগছে রায়গঞ্জের কোনও পুজো কমিটি এরকম একটা বিষয়কে থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে।'

শিল্পীর কথায়, 'প্রায় দুমাস ধরে এখানে কাজ করেছি। দর্শকরা বাহবা জানাচ্ছে, এটা শুনেও ভীষণ ভালো লাগছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সৃষ্টিকর্মগুলোকে দেখানোর দায় থেকেই আমার এই কাজ করা।'

শিল্পকলায় সেজে উঠেছে মণ্ডপ। বুধবার রায়গঞ্জে।

বৃহস্পতিবার, ২৩ আশ্বিন ১৪৩১, ১০ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪৪ সংখ্যা

বাস্তবের নিরিখে

আরও একবার বিপুল ভোটে হরিয়ানা দখল করল বিজেপি। হরিয়ানায় এই প্রথম কোনও দলের ক্ষমতায় ফেরার হ্যাটট্রিক হল। এই কৃতিত্ব অর্জনে উচ্ছ্বসিত গেরুয়া শিবির। ভোটপর্বে আশাবাদী হলেও কংগ্রেসের যাত্রাভঙ্গ হয়েছে হরিয়ানায়। তবে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ পরবর্তী প্রথম বিধানসভা ভোটে ক্ষমতায় এল ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট। কাশ্মীর উপত্যকায় যথেষ্ট ভালো ফল করেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। কংগ্রেসের সাফল্য সেখানে আহামরি নয়।

বরং বিজেপি জম্মুতে প্রত্যাশিত ফল করেছে। তাদের আসন এবং প্রাপ্ত ভোট, দুটোই অনেক বেড়েছে। তবে উপত্যকা তাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখায় প্রশ্নের মুখে বিজেপির কাশ্মীর নীতি। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির প্রধান বিরোধী দল হওয়ার কৃতিত্ব মামুলি ব্যাপার নয়। ধরাশায়ী মেহবুবা মুফতির পিডিপি এবং হরিয়ানায় প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্যন্ত সিং চৌতালার জেজেপি।

নরেন্দ্র মোদি সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব বিকাশের রাজনীতিকে দিয়েছেন। লোকসভা ভোটে বিজেপির ৪০০ পারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। শরিকদের সাহায্য নিয়ে সরকার গঠন করতে হয়েছিল মোদিকে। একদিকে শরিকি নির্ভরতা, অন্যদিকে সংসদে 'ইন্ডিয়া' জোটের শক্তিবৃদ্ধিতে বেকায়দায় পড়ে এনডিএ সরকার। হরিয়ানায় প্রত্যাবর্তন এবং জম্মুতে জয় সেই অস্বস্তি কাটিয়ে বিজেপিকে অনেকটা চাঙ্গা করে দিল।

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লির বিধানসভা ভোটের আগে এই সাফল্য গেরুয়া শিবিরের পালে হাওয়া দিল। উলটো ছবি কংগ্রেসে। রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেদের হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীর জয়ের আত্মবিশ্বাসে জোর ধাক্কা লেগেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস। দলের ঘুণ ধরা অবস্থা তাদের বিবেচনার মধ্যে ছিল না। প্রদেশ স্তরে দলে প্রবল গোষ্ঠীকোন্দল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও ড্যামেজ কন্ট্রোলে বিশেষ মাথা ঘামায়নি কংগ্রেস।

হরিয়ানায় 'ইন্ডিয়া'র শরিক আপের সঙ্গে জোটের কথাবার্তা অনেকদূর এগোলেও রাজ্যের নেতাদের কথায় আলোচনা ভেস্তে দেওয়া হয়। আপ প্রায় ২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ভোটপ্রাপ্তির ফারাক সামান্যই। আপের ২ শতাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলে লজ্জাজনক হারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

কংগ্রেস হরিয়ানায় ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ অতীতে বহুবার উঠলেও প্রমাণ হয়নি কখনও। বরং কংগ্রেসের তরফে জম্মু ও কাশ্মীরের জয়কে সংবিধানের জয় এবং হরিয়ানার হারকে অপ্রত্যাশিত বলার মধ্যে দ্বিচারিতা স্পষ্ট। অথচ হরিয়ানায় দলের রণকৌশলের ভুলটা নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই কংগ্রেসে।

বিজেপির মতো রেজিমেন্টেড আরএসএসের সমর্থনপুষ্ট দলকে নির্বাচনে হারাতে যতটা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নামা উচিত, হরিয়ানায় কংগ্রেসে তেমন দেখা যায়নি। জম্মু ও কাশ্মীরে পিছিয়ে পড়ার পিছনে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা অন্যতম কারণ। গতবছর কর্ণাটক বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস নেতারা যেভাবে একজোট হতে পেরেছিলেন, হরিয়ানায় তা হয়নি। তার প্রধান কারণ, জাঠভূমের নেতাদের বাস্তববোধের অভাব।

গোষ্ঠীকোন্দল বিজেপিতেও রয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব সেই কোন্দল ঠেকাতে যতটা কঠোর হতে পারে, কংগ্রেস ততটা হতে পারে না।

সবথেকে বড় কথা বিজেপি লোকসভা ভোটের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস মুখে আত্মসমালোচনা এবং সংশোধনের কথা বললেও এআইসিসি থেকে ব্লক নেতৃত্ব কাজে তার প্রতিফলন দেখানোয় ততটা আগ্রহী ছিল না। নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ না করে জনতার রায় মাথা পেতে নিয়ে বরং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে–যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

উত্তরবঙ্গের সশস্ত্র জীবন্ত দুর্গারা

বেঁচে থাকতে তাঁদের হাতে শস্ত্র তুলে নিতে হয়। শঙ্খ, চক্র, গদা, ত্রিশূলধারিণী দেবী নাই বা হলেন, তাঁরা আমাদের নমস্য।

শ্যামলী সেনগুপ্ত

সপ্তমীর নবপত্রিকা স্নান শুরু হল। নয়টি গাছের ডাল সহ পাতা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে কলা গাছের কাণ্ডে, শ্বেত অপরাজিতার লতা আর হলুদ সুতো দিয়ে। বলা হয়, একেকটি গাছ দেবীর একেক রূপের প্রতীক। ভিন্ন ভিন্ন এই রূপ এক নারীর মধ্যে প্রকাশিত হয় সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির চলন ও বদলের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই কি নারীকে সময় বিশেষে দশভুজার সঙ্গে তুলনা করা হয়?

এ কথা অনস্বীকার্য যে, দশভুজা বললেই আমাদের কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে মহিষাসুর দলনী দেবী দুর্গার রূপ। অসুর নাকি অশুভ যা, তার প্রতীক! সুতরাং, সাদা চোখে অর্থাৎ কনীনিকার ওপর একটি সাদা পর্দা টেনে আমরা শুভাশুভ-র ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারি। তবে আরেকটু অন্যভাবে ভাবলে আর্য ও অনার্যদের সংঘর্ষ ভেসে ওঠে। জেগে ওঠে ভূমি দখলের প্রশ্ন। যে ভূমিতে আমার বিচরণ সেখানে যদি বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকারী এসে দখলের লড়াই শুরু করে খনিজ ও শস্য সম্পদের জন্য, তবে সুর তো কাটবেই। সুর হয়ে উঠবে অসুর।

তীব্র অহং, ক্রোধ আর শক্তির বিরুদ্ধে তখন জয়পতাকাটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য অপারগ দেবতারা এগিয়ে আসবে, নারী শক্তিকে সামনে রেখে, তাকে অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়েগুছিয়ে, তাকে শিখণ্ডী করে। তাকে ভয়ংকরী করে তুলতে মাধ্বীকের সাহায্য নেওয়া হবে, যাতে সে তার চিন্তন ও মননকে ভুলে যেতে পারে সাময়িকভাবে।

এমনটা তো ভাবা যেতেই পারে যে, অনার্যরা নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলত না, তার প্রতি তাচ্ছিল্যের কারণে নয়, তাকে সম্মান করে। আমার ভাবনা বরং আমাতেই ব্যাপৃত হোক। আমি বরং ঘুরে আসি বাস্তবের দুর্গাদের কাছ থেকে। আমার দুর্গারা প্রান্তিক, তারা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আদিম নয় কিন্তু আদি।

এই ধরা যাক, আন্ধারি রাভার কথা। তিনি যান ধান গাড়ার কাজে, দেশি বাঙালিদের জমিতে। খুব ভোরে উঠে রান্না করে, খেয়ে, বেরিয়ে যান আরও অনেকের সঙ্গে। শুধু ধান গাড়া নয়, ফরেস্টে হাজিরা, জঙ্গল থেকে জ্বালানির জোগাড় সবই করতে হয় তাঁকে। এর পাশাপাশি তিনি রাভা লোকনৃত্য ও লোকগানের স্বীকৃত শিল্পী। সুতরাং যদি দুর্গার সঙ্গে তুলনা করতে যান ভদ্রমণ্ডলীগণ, তবে ইনি দুর্গার বরাবর।

বলছি, এই রাভা, মেচ, নেপালি জনজাতি হোক কিংবা জঙ্গলে কাজ করতে নিয়ে আসা ঝাড়খণ্ডী, ওরাওঁ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলারাই হোক, যাঁরা বেশি করেন হাজিরার কাজ। নদী থেকে পাথর-বালি তোলার কাজ হোক অথবা খেতমজুরের কাজ কিংবা বনের হাজিরা। এইসব প্রান্তিক জনজাতির মহিলারা যেমন সামলান ঘর, তেমনই ঘর সামলানোর জন্য বেরিয়ে পড়েন বাইরের কাজে। ধান গাড়া, পাট কাটা, পাট জাগ দেওয়া, ধোয়া, মেলার কাজ মেয়ে-বৌরাই করেন।

আবার জাকোই নিয়ে বা ধকসা নিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে পড়েন মাছ ধরতে। মাছ ধরা, মাছ বিক্রি করা সবটাই সামলে নেন নিজের হাতে। মাত্র দুটো হাত মানুষের। এই দুই হাতে কখনও জাকোই, কখনও গামলা, কখনও ইয়াব্বড় কাঁচি বা কাটারি। এই তাঁদের অস্ত্র। পূর্বজদের থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র। কুরমাই বনবস্তির তারাতি ওরাওঁ মাঠের কাজ না থাকলে তোর্ষা নদীতে পাথর তুলতে যান। দোয়েল ডাকা ভোরে উঠে সংসারের কাজ, রান্নাবান্না সেরে, আরও অনেকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যান ধরেন। পাঁচ-ছয়জন একেক দলে কড়াই বা গামলা হাতে। ট্র্যাক্টরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া একেকটা ট্রলির সঙ্গে একেকটি দল নদীর বুকে ঘুরে ঘুরে পাথর তোলেন। পাথর ডাম্পিং গ্রাউন্ডে দিয়ে খালি করে ফিরে আসতে বড়জোর পনেরো মিনিট। এটুকুই হাঁফ ছাড়ার সময়।

আর কয়েক দিন পরে কালীপুজো। তার আগে পথের ধারে মাটির প্রদীপ নিয়ে বসে যাবেন যে মহিলারা, তাঁরা প্রদীপ গড়ার কাজেও সিদ্ধহস্ত। তারপর শীত নামবে। রাস্তায় দেখা যাবে নানা বয়সের মহিলা ভাপা পিঠে বিক্রি করেন। অসাধারণ দক্ষতায় সামান্য সময়ে পিঠে তৈরি করে খবরের কাগজে মুড়ে হাতে তুলে দেন। কী স্বাদ সেই হাতেগরম পিঠের! সারাদিন ঘর গেরস্থালি সামলে, পিঠের উপকরণ প্রস্তুত করে, সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সন্ধ্যা নামলে।

এই তো আর কয়েক দিন পরে কালীপুজো। তার আগে আমাদের শহর ও শহরতলির পথের ধারে মাটির প্রদীপ নিয়ে বসে যাবেন যে মহিলারা, তাঁরা কিন্তু প্রদীপ গড়ার কাজেও সিদ্ধহস্ত। কালীপুজোর পর শীত নামবে গ্রাম ও শহরের বুকে। শহরের রাস্তায় দেখা যাবে নানা বয়সের মহিলাকে। এঁরা ভাপা পিঠে বিক্রি করেন। অসাধারণ দক্ষতায় সামান্য সময়ের মধ্যে পিঠে তৈরি করে খবরের কাগজের টুকরোয় মুড়ে আমাদের হাতে তুলে দেন। কী স্বাদ! সেই হাতেগরম পিঠের। সারাদিন ঘর গেরস্থালি সামলে, পিঠের উপকরণ প্রস্তুত করে, সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সন্ধ্যা নামলে।

ফিরতে ফিরতে রাত অনেক। সংসার সামলে, ওই সংসারের বেশ খানিকটা সুরাহা করতে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েন মোমো-চাউমিন-ঘুগনি-ডিমসেদ্ধর চলমান দোকান নিয়ে। খদ্দের সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক অসভ্যতার ঝাঁঝালো জবাব দিতে হয় তাঁদের। তোলার টাকাও গুনে দিতে হয়। এসব করে এঁদের অনেকেই সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কারও হয়তো আর দরকার নেই সেই ঠ্যালাভ্যানের দোকান চালানোর। তবু, ওই যে অনেক দিনের অভ্যাস!

তাই কেমন যেন রক্তে বসে গেছে, জানালেন একাদশী সরকার। যে ছোট্ট মেয়েটি একদিন তার মায়ের সঙ্গে আসত বাসাবাড়ির কাজে সাহায্য করতে ইসকুল ছুটির পর, সেই একাদশীকে দেখে আর তার জবাব শুনে ইচ্ছে হয়েছিল বলি, 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'। মাথায় হাত রেখেছিলাম শুধু।

যেদিন সে আমাদের বাড়ি প্রথম বারের জন্য আসে। তার কোলে কাঁখে ছোট এবং ছোট্ট ছেলেমেয়ে। বাংলাদেশ থেকে আসা তাকে, কল্পনা দাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এত! এতগুলো বাচ্চাকাচ্চা কেন?' আমার স্বভাবসুলভ ভঙ্গির সেই প্রশ্নের উত্তরে

সে জানিয়েছিল যে, তার শ্বশুরের কথামতো। কারণ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবশক্তি বৃদ্ধির ওই একটাই উপায়। সেই মহিলা, সেদিনকার সেই নরমসরম, কাঁচুমাচু মহিলা, যাকে বেগুনি করতে বলেছিলাম বলে পাতলা পাতলা করে কাটা বেগুনগুলো জাস্ট ভেজে রেখে দিয়েছিল, সে আজ এক তুখোড় রাঁধুনি! কখন যে সে তার হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্রশস্ত্র, জানি না। আটটি সন্তানকে দাঁড় করিয়েছে। সকলেই রীতিমতো করে খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওই প্রজন্মকে স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত না করতে পারলেও আজ তার নাতি-নাতনিরা স্কুল-কলেজের জাঁকালো পড়ুয়া। আমি পারি না তাকে কারও সঙ্গে তুলনা করতে।

অধিকার রক্ষা করতে গেলে হাতে অস্ত্র তুলতে হয়। বেঁচে থাকতে এবং বাঁচিয়ে রাখতে গেলে হাতে শস্ত্র তুলে নিতে হয়। সে অস্ত্র খুন্তি থেকে খাঁড়া অথবা পেন্সিল থেকে ড্রাইভিং-হুইল হতে পারে। হতে পারে কাটারি থেকে ছুরি-কাঁচি-গজ-ব্যান্ডেজ-তুলো। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ত্রিশূলধারিণী দেবী নাই বা হলেন, তাঁরা আমার, আমাদের নমস্য।

অধিকারের কথা যখন উঠলই, একটু বলতে চাইছি সেই অধিকারের কথা। সে হল অরণ্যের অধিকার, জলজমির অধিকার। এই অধিকারের জন্য লড়াই চলছে সেই ইংরেজ আমল থেকে আজও ঠিকাদার, মহাজন, ফড়েদের সঙ্গে। নয়টি গাছের সংযোগে নবপত্রিকা বন্দনা হচ্ছে প্রতিটি পুজোমণ্ডপে। আর, অরণ্যের অধিকারের প্রশ্নে, প্রকৃতি পরিবেশের প্রশ্নে কোনও সরকারের সঙ্গে কোনও সরকারের পার্থক্য নেই। বনকর্তা ও প্রশাসনের আচরণ মনে করিয়ে দেয় সাগরপারের সেই মহারানির কথা।

আমার মহীয়সীরা, আদিবাসী সেই সব নারী সবার আগে ঘর ছেড়েছিলেন পুরুষদের সঙ্গে। আমি কিন্তু মরদ বলিনি। সহকর্মী বলেছি। তাঁরা মাঠের কাজে বেরিয়ে থাকেন সাতসকালেই। আবার কালপ্রবাহে, বিশ্বায়নের থাবায় যখন তছনছ হচ্ছে তাঁদের আবাসভূমি, অস্তিত্ব যখন সংকটে, তাঁরাই তখন দাবি ও অধিকার আদায়ে উচ্চকিত।

আভূমি প্রণাম তাঁদের।

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

২০২২

আজকের দিনে প্রয়াত হন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব।

২০১১

বিশিষ্ট গজল গায়ক জগজিৎ সিংয়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

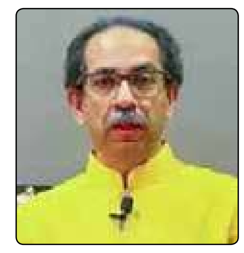

মহারাষ্ট্রে মহা বিকাশ আঘাড়ির শরিকদের উচিত, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করা। কংগ্রেস বা এনসিপি, যাঁর নাম ঘোষণা করবে আমরা তাঁকে নিঃস্বার্থে সমর্থন করব। কারণ, আমি মহারাষ্ট্রের স্বার্থ দেখি।

- উদ্ধব ঠাকরে

ভাইরাল/১

সারা দেশের সঙ্গে নবরাত্রি উৎসব পালিত হচ্ছে পাকিস্তানের করাচিতে। সমাজমাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, একটি দুর্গা মন্দির, একটু উঁচু জায়গায় দুর্গার ছবি। সবাই আনন্দ করছে। সম্প্রীতির এই ছবিতে ভারতও অভিভূত।

ভাইরাল/২

এক নববধূ রাস্তায় স্পোর্টস বাইক চালাচ্ছেন, কখনও হাত ছেড়েও। পরনে লাল লেহেঙ্গা, হাতে-কানে, গলায় জমকালো অলংকার। পথচলতি মানুষ তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন। বিয়ের দিনকে স্মরণীয় করার এই ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

পুলিশকে অনুরোধ প্রবীণদের

শিলিগুড়িতে বেশিরভাগ প্রতিমাই মহানন্দায় বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিটি প্রতিমাই হাসমি চক হয়ে হিলকার্ট রোড দিয়ে মহানন্দায় নিয়ে যাওয়া হয়। হিলকার্ট রোডের মাঝে লোহার রেলিং দিয়ে ভাগ করে ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে। সেজন্য সব প্রতিমাই রাস্তার বাঁদিক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ডানদিক ফাঁকা থাকে।

এই সব প্রতিমা দেখার জন্য প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ মানুষ রাস্তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরমধ্যে বাঁদিকেই শতশত দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্যান্ডেল হয়। কেন যে অনুমতি দেওয়া হয়! বড় কোনও প্রতিমার ট্রাক এলে সবার মধ্যে ধাক্কাধাক্কি লেগে যায়। ফলে অনেক প্রবীণ পড়ে যান, এমনকি কেউ কেউ আঘাতও পান।

এই অবস্থায় প্রবীণদের তরফে পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুরোধ, রাস্তার বাঁদিকে কোনও প্যান্ডেল বা দোকান বসতে দেবেন

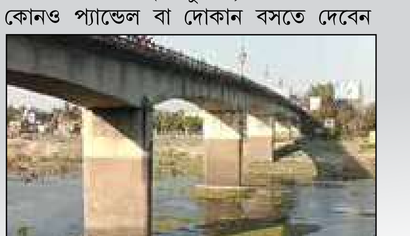

না। তাহলেই আমরা প্রবীণরা নিশ্চিন্তে দুর্গার বিসর্জন যাত্রা দেখতে পারব।

যতন পালচৌধুরী, শিলিগুড়ি।

ভুল খবর, সদুত্তর মেলেনি

আমি পাপিয়া রায় একজন শিক্ষিকা। ৮ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের দশ নম্বর পাতায় আমার ছবি সহ একটি খবর ছাপা হয়েছে সাংবাদিক দীপেন রায়ের কলমে। আমার ছবি সহ উক্ত খবর করার বিষয়ে সাংবাদিক দীপেন রায় আমার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করেননি, কথা বলেননি, এমনকি আমার কোনও অনুমতিও নেননি। খবরটি দেখামাত্র আমি দীপেন রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি আমার প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে না পেরে ফোন কেটে দেন এবং পুনরায় ফোন করলে রিসিভ করেননি।

দীপেন রায়ের খবরে ব্যবহৃত আমার ছবি এবং উল্লেখিত বয়ান সম্পূর্ণ তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত এবং আমার মতামতের সঙ্গে এর কোনও সংযোগ নেই। বিনা অনুমতিতে আমার ছবি ব্যবহার করা এবং প্রকাশিত খবরে উল্লেখিত বয়ান মিথ্যে, যা আমার সামাজিক সম্মানহানি করেছে।

পাপিয়া রায়, কোচবিহার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিদেশের পুজোয় হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

পরদেশে পুজোটা আছে বলেই আমরা অনাবাসীরা দেশের মাটিকে ভুলতে পারি না। দেশান্তর বড় বেদনার ও ব্যবধানের।

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। পরবাসের পুজো এমনই। পরভূমে আপন বলতে তো কিছুই নেই। তবু এই বিদেশবিভুঁইয়ে পুজোটুকু তো অন্তত আছে, হোক না তা কেবলই পুতুলখেলা!

আমাদের পুজো পঞ্জিকার বাইরে। সে ছোটবেলার মতো আপনমনে 'মিছিমিছি' আসে যায়। হপ্তান্তের তিন দিনকা খেল। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে এই মার্কিন মুলুকেও সুনীল আকাশে পুজোর উপহারের প্যাকেটের মতো কিছু সাদা মেঘ থাকে। বাতাসে শিরশিরানি, সকালে ঘন কুয়াশা, রাতে অমলিন শিশিরকণা। আমাদের তাই সই। 'শিউলি ফুটুক না ফুটুক, আজ শরৎ'!

আমাদের মৃন্ময়ী কুমোরপাড়া থেকে ভ্যানে চেপে আসেন না। আমাদের পরাশ্রিত জীবনে দুর্গাদেবী সম্বৎসরের বাক্সবন্দিনী। আমাদের প্যান্ডেল বলতে ঝুলনযাত্রার মতো সাজানো একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম! তবু তাকে ঘিরেই একটা মাঝারি ভিড়। ধুতি পাঞ্জাবির কোলাজ। পুজোয় চাই নতুন শাড়ির মন্তাজ। আর বাংলাভাষার কোরাস! এই ছিন্নমূল পরবাসে ওই পুজোটুকু না থাকলে, একটা জনমনিষ্যিহীন রাস্তাঘাটের দেশে কী নিয়ে বাঁচতাম আমরা!

দেশত্যাগের সুবাদে আমরা হারিয়ে ফেলেছি মহানন্দা ঘাটের ভাসান, বাঁধ রোডে লুকিয়ে দেখা মেয়েদের পুজো পরিক্রমা। স্বেচ্ছা উদ্বাস্তুর দল আমরা, সব হারিয়েও এই নিরুদ্দেশের দেশে ওই প্রবাসী পুজোই আমাদের সেরা প্রাপ্তি। পরদেশে সে একাই একশো। জানি নকল পুজো, এমনি এমনি। আসলটুকু নিরুদ্দেশ। তবু পুজো তো! আমাদের পরগাছা

জীবনের এই প্রিয় পুজোটি আসলে 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ'!

এই নির্বাসনের মতো পরবাসেও, আমরা পুজোয় যাই টিনের বায়োস্কোপের চোঙায় চোখ রেখে চিরপুরোনোকে নতুন করে পেতে। ওই যে, হাটখোলা সর্বজনীনে বাম্পার ভিড়। মাইকে তারস্বরে 'মনে পড়ে রুবি রায়'। সেই সুযোগে মেয়েটির হাত ধরে ছেলেটি যেন কী বলে! মেয়েটি জবাব দেয়, 'আমাকে একটু সময় দে'! ওই যে, সংঘশ্রীর পুজোমণ্ডপের পাশে বইয়ের স্টল। প্রায় মাঝরাত ইস্তক গলা ফাটিয়ে গুলতানি। অবশেষে সেই উৎসবের রাতে বাড়ি যেতে যেতে ছেলেটিকে মেয়েটি বলে, 'তুই কী বলবি আমি জানি'!

পুজোটুকু না থাকলে, এই নিরঞ্জনের পরবাসে ওই সব কথা কি আর ভেসে উঠত নদীজলে ভাসন্ত প্রতিমার মুখের মতো। এই 'পুজো পুজো খেলা' আছে বলেই তো ক'টা দিন আমরা খানিক 'কাগের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাং' নাচি। বেসুরো গান গাই। পার্ট ভুলে নাটকের ভুলভাল ডায়ালগ বলি! পুজো না থাকলে, এই কসমেটিক্স পরবাসে আমরা কি কয়েকটা দিনের জন্য হলেও এমন ওলটপালট উথালপাথাল জীবন ফিরে পেতাম!

প্রবাসে এই 'নমো-নমো করা' পুজোতেই আমরা উদ্বেগের অভিবাসী জীবন ভুলে একান্নবর্তী পংক্তিভোজন করি। এক ছাদের তলায় একচালার প্রতিমার মতো মিলেমিশে 'হ্যাপি পুজো' করতে যাই। গাড়িতে যেতে যেতে পথে, সপ্তমীর সকালে আমার মেয়ে জানতে চায়, 'অষ্টমীতে কোন শাড়িটা পরব মা'? আমেরিকায় সদ্যাগত তরুণটির পাঞ্জাবি বুকে লেখা 'তাই বলে কি প্রেম দিবি না'! তাই না দেখে শর্মিলা মেয়েটি বলে, 'আহা, ঢং'! ওই 'নাম কা ওয়াস্তে' পুজোটা আছে বলেই তো এভাবে কলকাতা চলে আসে এই উচ্ছিষ্টের ভিনদেশে।

বারোয়ারি নয়, বাড়ির পুজোও নয়। তবু পরদেশে এই পুজোটা আছে বলেই আমরা দেশের মাটিকে ভুলতে পারি না। দেশান্তর বড় বেদনার ও ব্যবধানের। তাই চিরনাস্তিক হয়েও আমি যাব পরবাসী প্রতিমার পুজোয়। এ পরবাসেই 'আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন'!

(লেখক প্রবন্ধকার। আমেরিকার ন্যাশভিলের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬০

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। জগজ্জননী দুর্গার এক নাম ৩। বাংলায় যেখানে প্রথম বারোয়ারি পুজো হয় ৪। কবচ বা মাদুলি ৫। রাস্তায় টাকাপয়সা ছিনতাই ৭। এক ধরনের ধাতু ১০। বহু পুরোনো ইনডোর গেম ১২। ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ১৪। যে কাচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো বিশ্লেষণ করা যায় ১৫। পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষ শুরুর দিন ১৬। তাজা বা আনকোরা।

উপর-নীচ : ১। হিমালয়ের কন্যা দুর্গা ২। যে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় ৩। গান্ধিজি যে রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন ৬। দৈনিক হিসেবের খাতা ৮। কলা গাছের ভেলা ৯। শিবের প্রিয় যে দেবী ১১। ঘরের হাওয়া চলাচলের পথ ১৩। আদালতের পরওয়ানা।

সমাধান ■ ৩৯৫৯

পাশাপাশি : ২। দেবমাতা ৫। হাওড় ৬। সুরসুন্দরী ৮। কন্দ ৯। পর্ণ ১১। পুরুষকার ১৩। বলয় ১৪। শিবপ্রিয়া।

উপর-নীচ : ১। মহাদেবী ২। দেড় ৩। মাজার ৪। কৌমারী ৬। সুন্দ ৭। সুবর্ণ ৮। কলুষ ৯। পর ১০। ত্রিনয়নী ১১। পুলোমা ১২। কাবাব ১৩। বয়া।

বিন্দুবিসর্গ

-অভি

আমার উত্তরবঙ্গ

যা দেবী সর্বভূতেষু...

মালদা।। কৃষ্ণকালীতলা কল্যাণ সমিতি এবং গ্রন্থাগার। - অরিন্দম বাগ

বুনিয়াদপুর।। পিরতলা সর্বজনীন। - দিলীপকুমার তালুকদার

গঙ্গারামপুর।। ফুটবল ক্লাব। - চয়ন হোড়

রায়গঞ্জ।। অমর-সুব্রত ক্লাব। - সুকুমার বাড়ই

চাঁচল।। ইয়ুথ ক্লাব। - সৌম্যজ্যোতি মণ্ডপ

রায়গঞ্জ।। বিপ্লবী ক্লাব। - রাহুল দেব

হরিশ্চন্দ্রপুর।। দক্ষিণি যুগদর্শী। - সৌরভকুমার মিশ্র

গাজোল।। ব্ল্যাক ডায়মন্ড ক্লাব। -পঙ্কজ ঘোষ

বালুরঘাট।। অভিযাত্রী ক্লাব। - অভিজিৎ সরকার

হরিরামপুর।। তালতলা সংঘ। - সৌরভ রায়

বুনিয়াদপুর।। উত্তরপাড়া সর্বজনীন। - অনুপ মণ্ডল

বালুরঘাট।। সৃজনী সংঘ। - মাজিদুর সরদার

বংশীহারী।। পাথরঘাটা মহিলা পরিচালিত সর্বজনীন। - অনুপ মণ্ডল

হবিবপুর।। ভাঙাদিঘি সর্বজনীন। -স্বপনকুমার চক্রবর্তী

প্রতিমা দর্শন

১) মালদা শহরের গৌড় রোড সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি।
২) বালুরঘাটের নিউটাউন ক্লাব।
৩) রায়গঞ্জের বিধাননগরের বারোয়ারি পুজো।
৪) বালুরঘাটের আর্য সমিতি।
বুধবার ছবিগুলি তুলেছেন অরিন্দম বাগ, অভিজিৎ সরকার, দিবাকর সাহা ও মাজিদুর সরদার।

মহিলাদের উদ্যোগে পুজো একাধিক গ্রামে

গৌতম দাস

গাজোল, ৯ অক্টোবর : বেশ কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে অঞ্জলি দিতে যেতে হত সালাইডাঙা পঞ্চায়েতের নয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের। পুজোর সময় দুরদুরান্তের গ্রামগুলি পুজোর আনন্দে মেতে উঠলেও নয়াপাড়া (বিধান নগর) গ্রামটি ডুবে থাকত অন্ধকারে। গত চার বছর আগে বেশ কয়েকটি গ্রামের মহিলারা সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁরা নিজেরাই করবেন পুজো। গড়ে উঠল সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত মা দশভুজা মহিলা ক্লাব। সেই থেকে নয়াপাড়া গ্রামে শুরু হয়েছে দুর্গাপুজো। মহিলা পরিচালিত পুজোকে ঘিরে নয়াপাড়া ছাড়াও মেতে ওঠে পার্শ্ববর্তী পোলাডাঙা, ইমামনগর, মহিশাল হাটনগর, আহিল, বারডাঙা প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দারা।

পুজো কমিটির সম্পাদিকা ঝর্ণা বাওয়ালি জানালেন, 'পুজো আসলে আমাদের আগে মনখারাপ হত। গ্রামে কোনও পুজো নেই, অঞ্জলির ধুম নেই, আলো জ্বলে না। চার বছর আগে আমরা গ্রামের সমস্ত মহিলা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, নিজেদের উদ্যোগেই দুর্গাপুজো করব। সেই সময় গড়ে ওঠে আমাদের এই সংগঠন। তারপর থেকে প্রতি বছর নিয়ম করে পুজো করে আসছি আমরা। গত বছর থেকে পাচ্ছি সরকারি অনুদান। এছাড়াও গ্রামের মানুষ যে যেমনভাবে পারেন, আমাদের সাহায্য করেন।'

ক্লাবের সভানেত্রী ঝুমা ভক্ত জানালেন, 'গ্রামীণ এলাকার পুজোর যে আমেজ তা বজায় থাকে আমাদের এই অস্থায়ী মণ্ডপে। হয়তো তেমনভাবে জাঁকজমক হয় না। কিন্তু সমস্ত আচার নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে মেনে আমরা পুজোর আয়োজন করি। গ্রামের সমস্ত মানুষ এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। তেমনি অন্য এলাকা থেকেও দর্শনার্থীরা আসেন। সবমিলিয়ে গত চার বছর ধরে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরেছে আমাদের গ্রাম।'

মাতৃ আরাধনা
- গাজোলের বিধাননগরে ৪ বছর থেকে দশভুজার আরাধনা করে আসছে প্রমীলাবাহিনী
- পোলাডাঙা, ইমামনগর, মহিশাল হাটনগর, আহিল, বারডাঙা গ্রামের বাসিন্দারা এই পুজোয় উপস্থিত হন

বালুরঘাটে প্রবীণদের প্রতিমা দেখানোর উদ্যোগ

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : প্রতি বছর শহরের প্রবীণ নাগরিকদের প্রতিমা দেখার ব্যবস্থা করে বালুরঘাট পুরসভা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বুধবার মহাষষ্ঠীর দুপুরে প্রবীণ নাগরিকদের বালুরঘাট পুরসভার সামনে থেকে টোটো করে প্রতিমা দেখার সূচনা করেন বালুরঘাট পুরসভার পুরপ্রধান অশোককুমার মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার বিপ্লব খাঁ সহ অন্য পুরকর্তৃপক্ষ। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রবীণদের টোটো করে প্রতিমা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে শুভ সূচনা করার পর শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখানো হয় প্রবীণদের। পায়ে হেঁটে বা টোটো ভাড়া করে প্রতিমা দর্শন সম্ভব নয়। পুরসভার তরফে প্রতিমা দর্শনের ব্যবস্থা করে দেওয়ায় পুরসভা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শহরের প্রবীণরা। প্রতিমা দেখানোর পাশাপাশি বুধবার তাঁদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়।

বুধবার ষষ্ঠীর দিন দুপুরে শহরের ২৫ টি ওয়ার্ড থেকে দুটি করে টোটোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ২০০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বুধবার প্রতিমা দর্শনের ব্যবস্থা করে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রবীণরা।

এবিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার পুরপ্রধান অশোককুমার মিত্র বলেন, 'শহরের প্রবীণরা যাতে উৎসব দর্শন থেকে কোনওভাবে বঞ্চিত না হন, তার জন্য পুরসভার তরফে প্রতিবারের মতো এবারও টোটোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

খুশি প্রবীণরা
- বুধবার দুপুরে বালুরঘাট পুরসভায় প্রতিটি ওয়ার্ডে দুটি করে টোটোর ব্যবস্থা করা হয়
- প্রতিটি টোটোতে এলাকার প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরিয়ে প্রতিমা দর্শন করান পুরকর্তৃপক্ষ
- প্রতিমা দর্শনের পর সকলের জন্য দুপুরের খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল

ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ দুজনের বিরুদ্ধে

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ থানা এলাকার একটি গ্রামে। এই ঘটনায় বুধবার রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই নাবালিকার মা। অভিযোগের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

১৩ বছরের এক নাবালিকা মেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছাগল খুঁজতে বেরিয়েছিল। তখনই দুই যুবক ওই নাবালিকাকে টেনেহিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে তারা ওই কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ওই নাবালিকা চিৎকার শুরু করলে তাকে খুনেরও চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে দুজনের বিরুদ্ধে।

মেয়ের চিৎকার শুনে মা ছুটে গিয়ে মেয়েকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। এই ঘটনায় বুধবার রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা নাবালিকার মা। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন,'এই ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।'

বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ

পতিরাম, ৯ অক্টোবর : পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল পতিরাম থানার অন্তর্গত ছোট রঘুনাথপুর এলাকায়। ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন লিজ নেওয়া পুকুর মালিক শরবিন্দু বর্মন। এই নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

সোমবার সকালে পুকুরের মালিক শরবিন্দু বর্মন ছোট রঘুনাথপুর এলাকার লিজ নেওয়া পুকুরে গিয়ে দেখেন, তাঁর পুকুরে মাছ মরে ভেসে আছে। পুকুরে পঁচিশ কুইন্টাল মাছের চারা ছাড়া হয়েছিল বলে জানান পুকুরের মালিক। প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার মাছ মারা গিয়েছে। নিরুপায় হয়ে আমি পতিরাম থানার দ্বারস্থ হয়েছি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের সূচনা

কালিয়াচক, ৯ অক্টোবর : বুধবার কালিয়াচকের আলিপুর পঞ্চায়েতে বেহাল রাস্তা সংস্কার কাজের সূচনা হল। কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। অর্থ বরাদ্দ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। কাজের শিলান্যাস করেন সুজাপুরের বিধায়ক আবদুল গনি। উপস্থিত ছিলেন সুজাপুরের বিধায়ক আবদুল গনি, কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলিউল শেখ, মালদা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আবদুর রহমান প্রমুখ।

নজরুল ইসলাম বলেন, 'আজ তৃণমূলের পক্ষ থেকে আলিপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রায় ৫০০ জন দুঃস্থ মানুষজনের মধ্যে বস্ত্র দান করা হয়। তার সঙ্গে ৫২ বিঘা এলাকায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কয়েকটি ছোট রাস্তা তৈরির শুভ সূচনা হয়। সেই কাজের শিলান্যাস করা হয়।'

ডাউন তিস্তা-তোর্সার চাকায় আগুনে আতঙ্ক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ অক্টোবর : কলকাতাগামী ডাউন তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসে আগুন আতঙ্ক। কুমুদপুর স্টেশনে ঢোকার আগে আগুন আতঙ্ক তৈরি হয়। সংরক্ষিত কামরার চাকার সঙ্গে লাইনে পড়ে থাকা একটি কেবল তার কোনওভাবে জড়িয়ে যাওয়ায় প্রথমে বিকট শব্দ। খানিকবাদে ছড়িয়ে পড়ে ধোঁয়া আর কটু গন্ধ। কুমেদপুর জংশন ঢোকার আগেই ভবনগাঁও হল্ট স্টেশনের কাছেই দাঁড়িয়ে যায় ডাউন তিস্তা-তোর্সা। যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কায় সবাই ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। ড্রাইভার এবং সংশ্লিষ্ট স্টেশনের কর্মীদের সহায়তায় চাকার থেকে ওই কেবল তার ছাড়িয়ে নিয়ে ট্রেন নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পর কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

> এনজিপি থেকে ফরাক্কা যাব বলে সংরক্ষিত কামরায় উঠেছিলাম। খুড়িয়াল ছেড়ে যাওয়ার পর বিকট শব্দ শুনি। এরপরই চারিদিকে ধোঁয়ায় ভরে যায়। ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। ভয়ে সবাই ট্রেন থেকে নেমে পড়ি।
>
> **সেতাবউদ্দিন মিয়াঁ**
> **ট্রেনের যাত্রী**

ওই ট্রেনে ছিলেন সেতাবউদ্দিন মিয়াঁ। বলেন, 'এনজিপি থেকে ফরাক্কা যাব বলে সংরক্ষিত কামরায় উঠেছিলাম। খুড়িয়াল ছেড়ে যাওয়ার পর বিকট শব্দ শুনি। এরপরই চারিদিকে ধোঁয়ায় ভরে যায়। ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। ভয়ে সবাই ট্রেন থেকে নেমে পড়ি। দেখি, একটি চাকায় একটি তার জড়িয়ে গিয়েছে। কীভাবে হল বুঝতে পারছি না। রেলকর্মীরা এসে সমস্যার সমাধান করেন।

ওই কামরাতেই ছিলেন মোহাম্মদ জামিরুল। বলেন, 'বিকট শব্দ। তারপর অন্ধকারে হঠাৎ ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। আমরা তাড়াহুড়ো করে অন্ধকারে রেললাইনে নেমে গিয়েছিলাম। সঠিক সময়ে ট্রেন না দাঁড়ালে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশনে আধিকারিকরা এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি।।

বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকায় স্বস্তির পুজো

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : পুজোর কয়েকটা দিন থাকছে না বৃষ্টির ঝঞ্ঝাট। যার ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তির খবর পুজো উদ্যোক্তা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কখনও থাকবে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া। আবার কখনও থাকবে আংশিক মেঘলা আকাশ। বুধবার ষষ্ঠীর দিনে স্বস্তির আবহাওয়া দিল বালুরঘাটের মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকেন্দ্র। পুরো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়েই আবহাওয়া ভালো থাকবে বলে জানিয়েছে। তাপমাত্রা থাকবে সর্বোচ্চ ৩২-৩৪ ডিগ্রি এবং সর্বোনিম্ন ২৬ ডিগ্রি। বাতাসে আর্দ্রতা থাকবে ৭২-৮৩ %। তাই খানিকটা গরম অনুভূত হবে। এদিকে এই পাঁচদিনে মাত্র ১৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। জেলার বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। তবে ভারী বৃষ্টি নেই। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পাঁচদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল।

এব্যাপারে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন জ্যোতির্ময় কারফার্মা বলেন, 'আমাদের জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। এখন সেই পূর্বাভাস কেটে গিয়েছে। বৃষ্টির তেমন আর সম্ভাবনা নেই। কোথাও কোথাও হালকা বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য বৃষ্টিপাত হতে পারে। পুজোর আগে এটা খুশির খবর।'

তরুণীকে নিগ্রহ

কুমারগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : অকথ্য গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় এক তরুণীকে গলা চেপে মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগঞ্জ থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে। শাস্তির দাবিতে কুমারগঞ্জ থানায় তরুণী অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার বিকেলে। অষ্টাদশী তরুণী মানসী রাধানগর যাওয়ার সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকেন গোলাপি দাস এবং সুব্রত দাস। প্রতিবাদ করায় মানসী দাসের ওপর তাঁরা চড়াও হন। অভিযোগ, তাঁরা তরুণীর চুলের মুঠি ও গলা চেপে ধরে। মানসী কোনওমতে পালিয়ে বাড়ি ফেরে। গোলাপি দাস এবং সুব্রত দাস ওর বাড়ি পৌঁছে হুমকি দেয়। মানসী কুমারগঞ্জ হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। ডিসচার্জ হওয়ার পর কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু, তরুণের ঝুলন্ত দেহ

গাজোল, ৯ অক্টোবর : মন্দির মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে পাঠানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বুধবার সন্ধেবেলা মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল -১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হরিদাস গ্রামে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত বৃদ্ধের নাম দমন বর্মন (৮০) তাঁর স্ত্রীর নাম সাবিত্রী বর্মন (৬০)।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পাওয়ার হাউস সংলগ্ন কচুয়াটোলা এলাকায়। বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ির মন্দির মেরামত করছিলেন দমনবাবু। তাঁর বসতবাড়ি এবং মন্দির টিন দিয়ে নির্মিত। সম্ভবত শর্টসার্কিটের জন্য গোটা বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যায়। সেই অবস্থাতে মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন সাবিত্রী বর্মন। তিনিও বিদ্যুতের সংস্পর্শে চলে আসেন। তাঁর চিৎকারে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধার করা হয় তাঁদের। তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা দমনবাবুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাবিত্রীদেবীকে পাঠানো হয় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

অপরদিকে, মানসিক অবসাদের জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন এক তরুণ। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ কুণ্ডু (৩৮)। তাঁর বাড়ি পাওয়ার হাউস সংলগ্ন কচুয়াকলোনি এলাকায়। প্রতিদিনের মতো এদিনও বিকেলে পাওয়ার হাউস সংলগ্ন তাঁর ফাস্ট ফুডের দোকানে এসেছিলেন তিনি। পরে দোকানের ভেতরেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার দুটি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

বুধবার থেকে পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে পুজো। সেই সময় বিশ্বজিতের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। বিশ্বজিতের পরিবারে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী এবং দুই মেয়ে। পরিবারের রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন সকলে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধারার ভারে বিপন্ন শাসক

প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো ঠিক করার দাবি তুলছেন, তখন উঠে আসছে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পেছনে বুনিয়াদি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অন্ধকার দিক। এই তো সেদিন রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে অপারেশন করতে গিয়ে সেলাই করার সুতো পাননি চিকিৎসক। রোগীর পরিজনকে বাইরে থেকে সুতো কিনে দিতে হল।

অনেক গ্রামীণ হাসপাতালে জেনারেটর নেই। মোমবাতির আলোয় করতে হয় অপারেশন। গ্রামীণ হাসপাতালগুলি ছেড়ে দিলাম, রাজ্যের বড় বড় মেডিকেল কলেজে নেই যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা। আরজি করের ঘটনার পর হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক সংকটের বিষয়টিকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

এই আন্দোলন থেকে জানতেপারা যাচ্ছে, যে পড়াশোনা এতদিন মেধাবী ডাক্তার তৈরি করত, সেখানে ভিতরে ভিতরে দুর্নীতি আর অযোগ্যতা বাসা বেঁধেছে। উঠে এসেছে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, বিশেষ করে মেয়েদের। এখন গ্রামগঞ্জের প্রচুর ছেলেমেয়ে বাইরে পড়তে যান, তাঁদের অনেকে ডাক্তারি-নার্সিং পড়েন। এই ঘটনায় তাঁদের অভিভাবকরা ভয়, অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

এঁরা অনেকে চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে যান। সেখানকার চরম দুরবস্থা জানতে পারেন নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে। শ্রমিক হিসাবে, নারী হিসাবে, নাগরিক হিসাবে সুচিকিৎসার সুযোগ থেকে এই বঞ্চনার সঙ্গে এখন জুড়ে যাচ্ছে চিকিৎসকদের নিরাপত্তাহীনতাজনিত ক্ষোভ, যন্ত্রণা। তিলোত্তমার জন্য প্রতিবাদের সঙ্গে সব জুড়ে গিয়েছে।

গত কয়েক বছরে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষক ও অন্যান্য নিয়োগে দুর্নীতি, কাটমানি সংস্কৃতি, বালি-কয়লা ইত্যাদি পাচারে অনিয়ম, পঞ্চায়েত বা পুরসভায়, নানা আর্থিক কেলেঙ্কারি, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বরাদ্দ নয়ছয়- তালিকাটা দীর্ঘ। এইসব ঘটনায় ক্ষোভের বারুদ জমেছিল অনেকদিন। এর সঙ্গে সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাব, নির্বাচনের নামে প্রহসন, দুর্নীতি-নৈরাজ্যের সিন্ডিকেট, শাসনের স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক, বেকারত্ব ইত্যাদি এই আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে।

আরেকটি দিক থেকে নাগরিকদের এই আন্দোলন আলাদা হয়ে উঠেছে। তা হল রাজনৈতিক দলগুলির প্রথাগত আন্দোলনের ছক ভেঙে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন ঘটনায় গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ার বহু উপাদান ছিল। যেমন কামদুনি, বগটুই ইত্যাদি। যেসবের প্রতিবাদ শুরু হলেও তা কখনও বিরোধী দলগুলির বিক্ষোভ বা নাগরিক সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশের নিয়মমাফিক প্রতিবাদে আটকে থাকায় শাসকের তেমন বিপদ হয়নি।

ফলে ক্রমাগত প্রতিটি নির্বাচনে তৃণমূল জয়লাভ করেছে, আসন বাড়িয়েছে। বিরোধীরা, বিশেষ করে বামপন্থীরা, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ক্ষমতাহীন এবং যোগাযোগহীন হওয়ার ফলে আন্দোলনের তীব্রতাকে বা মিছিল, জনসভার ভিড়কে নির্বাচনি ফলাফলে পরিণত করতে পারেনি। তৃণমূল বিরোধীদের প্রতিটি আন্দোলনকে সহজে দমিয়ে দিতে পেরেছে।

কিন্তু আরজি করের ঘটনা পরবর্তী রাজনৈতিক পরিচয়হীন এই রাজ্য সরকারের সামনে যে পরিস্থিতি তা তৈরি করেছে, তা নতুন এবং চিরাচরিত সিলেবাসের বাইরের। ফলে পরিচিত পথে সেই আন্দোলনকে দমন করতে পারছে না। কখনও উৎসবের নামে, কখনও রাজনৈতিক পরিচিতির নামে, কখনও ডাক্তার বনাম রোগীর বিভাজনে আন্দোলনটিকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বটে, তবুও আন্দোলন চলছে।

তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় দুই মাস পার হলেও প্রতিবাদ বন্ধ হয়নি। স্বাভাবিক নিয়মে রাস্তায়, মিছিলে-জমায়েতে ভিড় কমলেও লাগাম পড়েনি বিক্ষোভের তীব্রতায়। বরং উৎসবেও প্রতিবাদ জারির বার্তা স্পষ্ট হচ্ছে। সেই আন্দোলন সফল হবে কি না, তার উত্তর না হয় ভবিষ্যতের উপরেই আপাতত ছেড়ে রাখা যাক।

বামেদের পুজো স্টল

নিউজ ব্যুরো

৯ অক্টোবর : বালুরঘাটের অমৃত সংঘ ক্লাবের সামনে সিপিআইএমের তরফে প্রতিবাদী বুক স্টল উদ্বোধন হল বুধবার। যেখানে দলের কর্মীরা বিভিন্ন কমিউনিস্ট ও প্রতিবাদের বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেন। পুজো উপলক্ষ্যে বিজেপি ও বামপন্থী দুই সংগঠনের তরফে বুকস্টল করা হয়েছে। এছাড়াও আইনি পরামর্শ দপ্তরের তরফেও স্টল করা হয়েছে। সিপিআইএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে শহরের চৌপথি মোড়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে মার্কসীয় ও প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। এই পুস্তক বিপণন কেন্দ্র আজ ৯ থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত চালু থাকবে। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পয়ার সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ স্টল উদ্বোধন হল বুধবার। গঙ্গারামপুর বিদ্রোহী মোড় সংলগ্ন এলাকায় পত্রিকা স্টলের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পয়ার সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুবোধ দে। মূলত, পুজোর দিনগুলিতে পয়ার পত্রিকার পুজো সংখ্যা সহ পুজোকেন্দ্রিক সাহিত্যকে দর্শনার্থীদের হাতে তুলে দিতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সম্পাদক সুবোধ দে।

ফের বৈঠকে সরকার

প্রথম পাতার পর

পালটা জুনিয়ার চিকিৎসকদের বক্তব্য, অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ভাড়া করা মিনিডোর অবৈধ ভাবে আটকাচ্ছে পুলিশ। ওই সময় পুলিশের সঙ্গে জুনিয়ার ডাক্তারদের ধস্তাধস্তির জেরে হেয়ার স্ট্রিট থানার অতিরিক্ত ওসি শ্রাবন্তী ঘোষ জখম হন। তাঁর হাত মুচড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শেষমেশ পুলিশের হাত থেকে মিনিডোর ছাড়িয়ে নেন আন্দোলনকারীরা। মানববন্ধন করে মিনিডোর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় ধর্মতলা। দীর্ঘক্ষণ বিপুল যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে অফিস ফেরত ও প্রতিমা দেখতে আসা মানুষের প্রবল ভোগান্তি হয়।

এই ঘটনাকে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ধর্মতলার মঞ্চে লোক আসছে না। ওদিকে পুজোয় ভিড়। তাই হঠাৎ ম্যাটাডোর নিয়ে বড় পুজোর ভিড়ে গিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রচারের নামে যানজট, গোলমালের অপচেষ্টা। এটা কী করছেন একাংশের জুনিয়ার ডাক্তার? সিবিআই চার্জশিটের পরেও পুজোর সময় অশান্তির চেষ্টা কেন? পুলিশের সংযম, সৌজন্যকে আঘাত করে যাঁরা বিপ্লবী সাজছেন, তাঁরা ন্যায়বিচার চান না, অশান্তির রাজনীতি চান।'

রাজ্য সরকারের তরফে স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠকের ডাক এলে জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিনিধিরা সেখানে রওনা দেন। ততক্ষণে ধর্নামঞ্চে পৌঁছে যান অপর্ণা সেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধর্নামঞ্চে আসার আহ্বান জানান। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ধর্নামঞ্চে পৌঁছে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনিও অনশনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন।

শনিবার রাত থেকে ধর্মতলায় 'আমরণ অনশনে' বসেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে বিভিন্ন হাসপাতালের সিনিয়ার ডাক্তাররাও গণ ইস্তফা দিতে শুরু করেছেন। বুধবার পর্যন্ত আরজি করের ১০৬ জন, কলকাতা মেডিকেল কলেজের ৭৫ জন ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ৩৫ জন সিনিয়ার ডাক্তার ইস্তফা দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও মেদিনীপুর হাসপাতালেও গণ ইস্তফা দিয়েছেন সিনিয়ার ডাক্তাররা। এসএসকেএম এবং সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজের সিনিয়ার ডাক্তাররাও ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছেন। তাঁরাও গণ ইস্তফা দিতে পারেন।

জুনিয়ার ডাক্তারদের তরফে দেবাশিস হালদার বলেন, 'আমাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতেই আমাদের সিনিয়াররা গণ ইস্তফার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু, আমরা শুনছি তারপর থেকেই তাঁদের ওপর প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব। যদি সত্যি তেমন কিছু হয়, তবে আমাদের আন্দোলন তীব্রতর হবে।'

এদিন সকালে আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার স্মরণে এক রক্তদান শিবির হয়। আবার সিবিআই তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে এদিন চিকিৎসক ও নার্সদের তিনটি সংগঠন করুণাময়ী থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মিছিল করে। তাঁদের বক্তব্য, '৯ অগাস্ট থেকে দু-মাস অতিক্রান্ত। অথচ এটা কি তদন্তের নমুনা?'

অনশনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের শারীরিক অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ৭৫ জন সদস্য। সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী সহ মীরাতুন নাহার, সুজাত ভদ্র, পল্লব কীর্তনিয়া, পবিত্র সরকার প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। বৃহস্পতিবার তাঁরা ধর্মতলার অনশন মঞ্চে সংহতি জ্ঞাপনের জন্য যাবেন। শুক্রবার যাবেন সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়িতে।

মেয়ের খুনের বিচার চেয়ে সোদপুরে বাড়ির সামনে পঞ্চমী থেকেই ধর্নায় বসেছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। মঞ্চের গায়ে ঝুলছে সাদা ও কালো কাপড়ে লেখা ব্যানার। তাতে লেখা, 'স্মৃতিভারে মোরা পড়ে আছি, ভারমুক্ত, সে এখানে নেই- শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ।'

অভয়া মুক্তমঞ্চ

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর দিনগুলির জন্য অভয়া মুক্তমঞ্চ তৈরি হল বালুরঘাটে। যেখানে পুজোর কদিন বিকেল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত যে কেউ আরজি কর থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটা বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে পারবেন। বুধবার বালুরঘাট পুরসভার সামনে ছন্দম সংস্থার প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি শুরু হয়। যেখানে বলা হয়েছে 'আয়োজন আমাদের প্রতিবাদ আপনার।' এই মুক্তমঞ্চে নাচে, গানে, কথায়, কবিতায়, অভিনয়ে, প্রতিবাদীরা গর্জে উঠবেন।

আইনি সহায়তা

গঙ্গারামপুর, ৯ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার করলেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পিএলভি গোলাম রাব্বানি। মামলার পূর্বে আপস নিষ্পত্তি, লোক আদালতে আপসের মাধ্যমে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি, অঞ্চল, থানা, ব্লকে নিযুক্ত পিএলভি দ্বারা আইনি সহায়তা প্রদান সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার করা হয়।

জেলার খেলা

জয়ী বুনিয়াদপুর

পতিরাম, ৯ অক্টোবর : পাইকপাড়া আমরা কজন ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বুনিয়াদপুর। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে কাস্টগড়কে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল পেয়েছে ৫ এবং ৪ হাজার টাকা পুরস্কার।

যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন

কুমারগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : বুড়িদহতে আমরা কজনের শর্ট হ্যান্ড টেনিস ক্রিকেটে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফুলবাড়ি ও তপন। দুই দল ২৪০০ টাকা করে পুরস্কার পেয়েছে।

সেরা জুনিয়ার

কুমারগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : নুরুইল আমরা কজনের আট দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জুনিয়ার সংঘ। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে বকুরা দলকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স পেয়েছে ৩ ও ২ হাজার টাকা পুরস্কার।

মহসিনের রুপো

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : ওড়িশার কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ইস্ট জোন জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতল উত্তর দিনাজপুর জেলার মহম্মদ মহসিন আওয়াল। সে ৮০০ মিটার দৌড়ে নেমেছিল।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় গৌড়বঙ্গে মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীদর্শন

বালুরঘাটের বিপ্লবী সংঘের প্যান্ডেলে। - মাজিদুর সরদার

মালদার সর্বজয়ী ক্লাব প্রাঙ্গণ। - অরিন্দম বাগ

রায়গঞ্জের একটি মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়। - দিবাকর সাহা।

জঙ্গিপুর সুপারস্পেশালিটিতে রোগীর মৃত্যু

চিকিৎসার 'গাফিলতি'তে তপ্ত

মিঠুন হালদার

বহরমপুর, ৯ অক্টোবর : চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে মহাষষ্ঠীর সকালে উত্তেজনা ছড়াল জঙ্গিপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। অভিযোগ, হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের গাফিলতিতে এক রোগীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর ওই মহিলার বাড়ির লোকজন হাসপাতালে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান। হাসপাতাল ভাঙচুরের চেষ্টাও করেন। খবর পেয়ে স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃত মহিলার নাম শিল্পা খাতুন (২২)। তাঁর বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার কাশিয়াডাঙ্গা-দিঘিরপাড় এলাকায়।

পিয়ারুল শেখ নামে মৃতার এক আত্মীয় বলেন, 'কন্যাসন্তানের জন্ম হওয়ার পর থেকেই শিল্পার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। সেই সময় কোনও চিকিৎসক তাঁকে দেখতে আসেননি। একজন নার্সিং স্টাফ বারবার তাঁর পেটে চাপ দিয়ে রক্ত বার করতে থাকেন। এতে সিজারের পর শিল্পার পেটে থাকা সেলাই দু'বার ছিঁড়ে যায়।'

বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, শিল্পার পেটের সেলাই ছিঁড়ে যাওয়ার পর নতুন করে সেলাই করার সুতো হাসপাতাল থেকে পাওয়া যায়নি। হাসপাতালের বাইরের দোকান থেকে তাঁদের সুতো কিনে দিতে হয়। তারপর তাঁর পেটে দু'বার নতুন করে সেলাই করা হয়।

পিয়ারুল অভিযোগ করেন, 'নার্সদের গাফিলতির কারণেই শিল্পার পেটের সেলাই ছিঁড়ে যায়। সেই সময় তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকলে হাসপাতাল থেকে আমাদের রক্তের ব্যবস্থা করতে বলা হয়। আমরা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দৌড়োই। কিন্তু সেখান থেকে কোনও রক্ত পাইনি। অথচ হাসপাতালের সামনের একটি দোকানে প্রচুর রক্তের মজুত রয়েছে। সেই দোকান থেকে আমাদের টাকা দিয়ে দু'ইউনিট রক্ত কিনতে হয়। শিল্পার মৃত্যুর পর আমরা জানতে পারি, সেই রক্ত ব্যবহার করা হয়নি। সম্পূর্ণ বিনা চিকিৎসায় আমাদের পরিবারের সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। আমরা ডাক্তার এবং নার্সদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানাতে চলেছি। এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

মৃতার পরিবারের আরও অভিযোগ, শিল্পার মৃত্যুর পর নিজেদের দোষ আড়াল করার জন্য নার্সরা স্যালাইন চালু করে দেন। শুধু তাই নয়, শিল্পার সন্তানের মুখ দেখানোর জন্য বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে বেআইনিভাবে ৪০০ টাকা নেওয়া হয়েছিল। সব নিয়েই তাঁরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে চলেছেন।

জঙ্গিপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

দোকানে মজুত রক্ত

- নার্সদের গাফিলতিতে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর শিল্পা খাতুন নামে এক প্রসূতির পেটের সেলাই ছিঁড়ে যায়
- তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকলে হাসপাতাল থেকে রক্তের ব্যবস্থা করতে বলা হয়। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে দেখতে পাওয়া যায় রক্ত নেই
- অথচ হাসপাতালের সামনের একটি দোকানে প্রচুর রক্তের মজুত রয়েছে। সেই দোকান থেকে টাকা দিয়ে দু'ইউনিট রক্ত কিনতে হয় প্রসূতির পরিবারকে

র‍্যাশনে মেয়াদউত্তীর্ণ আটা দেওয়ায় ক্ষোভ

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৯ অক্টোবর : নিম্নমানের র‍্যাশনসামগ্রী দেওয়ার প্রতিবাদে ডিলারের প্রতিনিধিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাবাসী। অভিযোগ, র‍্যাশনে যে আটা দেওয়া হচ্ছে সেটা খুবই নিম্নমানের। যেটা মানুষ কেন, পশুদেরও মুখে তোলার অযোগ্য। এমনই অভিযোগ করণদিঘি ব্লকের আলতাপুর পঞ্চায়েতের ৩৯ নম্বর র‍্যাশন দোকানের মালিক গোপাল ঘোষের। রাজনৈতিক মহলের অভিযোগ, সমস্যার কথা ব্লক প্রশাসনে ফোন করে জানিয়েও কোনও সদুত্তর মেলেনি।

বুধবার সকালে নয়া রাঘবপুর নয়াটোলায় দুয়ারে র‍্যাশন বণ্টন করতে যান ডিলার গোপাল ঘোষের ছেলে রণজয় ঘোষ। স্থানীয় উপভোক্তারা সামগ্রী নেওয়ার সময় দেখেন, প্যাকেটের আটা খুবই নিম্নমানের, যা পশুখাদ্যেরও উপযুক্ত নয়।

নয়াটোলার বাসিন্দা নুরুল হক বলেন, 'আটার প্যাকেজিং ডেট লেখা রয়েছে ২৩ অথচ বেস্ট ইউজে লেখা রয়েছে ৩০ দিন। মেয়াদউত্তীর্ণ আটা বণ্টন করা হচ্ছে।'

জুল্লুর রহমান নামে এক উপভোক্তার কথায়, 'আটার প্যাকেটে বিশ্ববাংলা লোগো রয়েছে। অথচ প্যাকেটের মধ্যে থাকা আটার মান খুবই খারাপ। মেয়াদউত্তীর্ণ আটা সাধারণ মানুষকে কেন দেওয়া হচ্ছে।'

রাঘবপুরে হাবিবুর রহমান জানান, 'নিম্নমানের আটা বণ্টনের সময় উপভোক্তারা নিতে না চাইলে ডিলারের প্রতিনিধি মহম্মদ একবুর নামে এক মহিলার সঙ্গে ঝামেলা বেধে যায়।'

কামরুল হক বলেন, 'র‍্যাশনে নিম্নমানের আটা দেওয়ার বিষয়টি জানাতে বিডিওকে একাধিকবার ফোন করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন তোলেননি। অবশেষে আমরা বিডিওকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

যদিও ডিলারের দাবি, 'আমাকে সরকার থেকে যে সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে, সেটিই আমি দিচ্ছি।'

ঘটনা নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ঘটনা সামনে আসতেই তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, কেন্দ্র মানুষকে র‍্যাশন দিচ্ছে। কিন্তু সেই র‍্যাশনসামগ্রী তৃণমূলের আটা চোররা বিক্রি করে দিচ্ছে। বদলে মানুষকে নিম্নমানের সামগ্রী দিচ্ছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, কোনওরকম সমস্যা হলে প্রশাসন খতিয়ে দেখবে। করণদিঘির বিডিও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

অপহরণ করে ধর্ষণ, বিহারে উদ্ধার কিশোরী

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : দেবীপক্ষে নারী পাচারচক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বড়সড়ো সাফল্য পেল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এক নারী পাচারচক্রের মূল পান্ডা। ধৃতের নাম সোলেমান আলি (৫৯)। বাড়ি রায়গঞ্জ ব্লকের বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারজোল গ্রামে। ধৃত প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৭৯ সহ পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

জেলার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'রায়গঞ্জ ব্লকেরই একটি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রীকে স্কুলে যাওয়ার পথে একদল দুষ্কৃতী অপহরণ করে ধৃতের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানেই ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে এক তরুণ। এর বিনিময়ে ধৃত ব্যক্তি ওই তরুণের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নেয়। এরপর ওই কিশোরীকে বিহারে পাচার করে দেয় সে। এদিকে কিশোরীর পরিবার রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হলে পুলিশ তদন্তে নামে। বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে পুলিশ ওই নাবালিকাকে বিহার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই ঘটনার নায়ক সোলেমানকে তার বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশের জালে পাচারচক্রের পান্ডা

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'নারী পাচারচক্রের মূল পান্ডাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের বিরুদ্ধে অপহরণ, অন্যত্র পাচার সহ পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

বুধবার আদালত ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে নাবালিকার বাবা বলেন, 'আমার মেয়ে সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় একদল দুষ্কৃতী রাস্তা থেকে ওকে অপহরণ করে। মেয়েকে তারা রায়গঞ্জের একটি বাড়িতে নিয়ে যায়। ওই বাড়িটি নারী পাচারচক্রের মূল পান্ডা। তার বাড়িতে আমার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়। সোনার কানের দুল, নাকছাবি ও গলায় সোনার চেন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। পুলিশ আমার মেয়েকে বিহার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। এই ঘটনায় আরও চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। তাদের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলার আবাদপুর থানার শিকারপুর এলাকায়। আমি চাই অভিযুক্তদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করুক পুলিশ।'

যানজটে বন্ধ হচ্ছে না রেলগেট

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : পুজো শুরু হতেই রায়গঞ্জ শহরে যানজটের সমস্যা তীব্র আকার নিয়েছে। বিশেষ করে রেলগেট সংলগ্ন পাবলিক বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। রেল ক্রসিংয়ের সময় রেলগেট আটকাতে গিয়ে নাভিশ্বাস অবস্থা হচ্ছে রেলকর্মীদের। ট্রেন চলে আসলে রেলগেট আটকাতে পারছেন না তারা। প্রায়দিন মাঝরাস্তায় গেট আটকে পড়ছে। সিগন্যাল দেওয়ার পরেও গাড়ি ও টোটোর স্পিড এতটাই বেড়ে যাচ্ছে তাতে গেট আটকাতে গিয়ে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এদিন দেখা গেল, সেই একই দৃশ্য। রায়গঞ্জ স্টেশন থেকে আনন্দবিহার ছেড়ে দেওয়ার সিগন্যাল দিয়ে দিলেও যানজটের জন্য গেট মাঝপথে আটকে রাখতে বাধ্য হন রেলকর্মীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এই ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। এর আগে একাধিকবার উড়ালপুল এবং আন্ডারপাস নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হলেও কেন্দ্র- রাজ্যের সংঘাতে সেই প্রকল্প কবে বাস্তবায়িত হবে কেউ জানে না। শিক্ষিকা রাখি বিশ্বাস বলেন, 'রেললাইন ক্রস করে যাওয়া যাচ্ছে না। মাঝেমধ্যে রেলগেট মাঝপথে আটকে পড়ছে।'

সরকারি কর্মচারী শিবেশ চক্রবর্তীর কথায়, 'সারাবছর যানজট তো রয়েছেই, পুজোর সময় তীব্র আকার নিয়েছে। ট্রেন আসলে টোটো এবং গাড়ির ভিড়ে নাজেহাল অবস্থা আমাদের।' স্টেশন ম্যানেজার রাজু কুমার সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। রায়গঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার বলেন, 'আমাদের বিধায়ক শিলিগুড়ি মোড়ে এবং কসবা মোড়ে দুটি বাসস্ট্যান্ড তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা আশাবাদী কয়েকমাসের মধ্যে কাজ শুরু হবে। তবে পুজোর সময় যানজট রুখতে প্রশাসন বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে।'

চুরির চেষ্টায় তরুণ ধৃত

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : পানিশালা টোল ট্যাক্স সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকানে চুরির চেষ্টার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রফিকুল ইসলাম। বাড়ি করণদিঘি থানার মহেশপুর সংলগ্ন আন্ধারিয়া গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত ব্রাউন সুগারের নেশায় আসক্ত। এর আগেও ওই তরুণ রায়গঞ্জে এসে একাধিক চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে।

বাড়ির সামনে বধূর দেহ, খুনের অভিযোগ

বিপ্লব হালদার

তপন, ৯ অক্টোবর : শ্বশুরবাড়িতে অস্বাভাবিক মৃত্যু গৃহবধূর। কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন ওই বধূ। মঙ্গলবার বাড়ির সামনে থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ উঠেছে, স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন ওই বধূকে খুন করেছে।

মৃতের নাম আফুজা খাতুন বিবি(২৭)। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তপন থানার কড়াই চেঁচড়া গ্রামের বাসিন্দা আজিজুর রহমান সরকার। তাঁর মেয়ে আফুজা খাতুন বিবি। ১৩ বছর আগে আফুজার সঙ্গে বিয়ে হয় পাশের গ্রাম বাঘইটের বাসিন্দা হামিদুর সরকারের। বিয়ের কয়েকবছর বেশ ভালো কাটছিল আফুজার সংসার। অভিযোগ, প্রায় তিন বছর ধরে স্বামী সহ শ্বশুড়বাড়ির লোকজন মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন। মঙ্গলবার গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন খবর পান, আফুজা নিখোঁজ। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ের নিঁখোজের খবর পেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তড়িঘড়ি বাইঘটে আসেন বাপের বাড়ির লোকজন। এসে দেখেন শ্বশুরবাড়ির সামনে পড়ে রয়েছে আফুজা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তপন গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। ঘটনার পর গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকজন খুনের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন।

মৃতের বাবা আজিজুর রহমান সরকারের অভিযোগ, 'প্রায় তিন বছর ধরে আমার মেয়েকে নানারকমভাবে অত্যাচার করত শ্বশুরবাড়ির লোক। মেয়েকে বেশ কয়েকবার আমার বাড়িতে চলে আসতে বলেছি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্য আসেনি। কষ্ট সহ্য করে স্বামীর বাড়িতে ছিল। মঙ্গলবার জামাই ফোন করে জানায়, আমার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খবর পেয়ে মেয়ের বাড়িতে যাই। সেখানেই দেখি, বাড়ির বাইরে মেয়েকে ফেলে রাখা হয়েছে। আমাদের দেখে জামাই সহ তার বাড়ির লোকজন পালিয়ে যায়। তড়িঘড়ি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছে। বিষয়টি পুলিশে জানিয়েছি।'

গৃহবধূর কাকা ইসামিন আলি বলেন, 'আমার ভাইঝিকে জামাই সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। মঙ্গলবার ভাইঝির নিখোঁজের খবর পেয়ে জামাইয়ের বাড়ি যাই। সেখানে গিয়ে দেখছি, বাড়ির বাইরে তাঁকে ফেলে রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। আমার ভাইঝিকে যারা খুন করেছে, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিক।'

তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

> মঙ্গলবার ভাইঝির নিখোঁজের খবর পেয়ে জামাইয়ের বাড়ি যাই। সেখানে গিয়ে দেখছি, বাড়ির বাইরে তাঁকে ফেলে রাখা হয়েছে। আমার ভাইঝিকে যারা খুন করেছে, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিক।
>
> **ইসামিন আলি**
> গৃহবধূর কাকা

পুজোর মুখে বুনিয়াদপুরে অগ্নিমূল্য শাকসবজি

বুনিয়াদপুর, ৯ অক্টোবর : পুজোয় কমবেশি সকলেই ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসেন। কিন্তু সবজি, মাছ-মাংসের দাম যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে পুজোয় পেটে কিল মেরে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

বুনিয়াদপুর বাজারে শাকসবজিতে হাত দেওয়াই যাচ্ছে না। দিলেই ছ্যাঁকা লাগবে। এক কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকায়। টমেটো, ফুলকপি, কাঁচালংকার, নতুন আদার দাম ১০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কাঁচালংকা আবার এর মধ্যে ডবল সেঞ্চুরি করে ফেলেছে। তার থেকেও এগিয়ে রসুন। ট্রিপল সেঞ্চুরি করে আপাতত থেমেছে সাড়ে তিনশোতে। বাকি সবজির দামও খুব একটা কম নয়। বাঁধাকপি কিলো প্রতি ৫০ টাকা, ওল, যা খেলে নাকি গলা ধরে, তার দাম আবার কিলো প্রতি ৭০ টাকা। এদিন এক কেজি পটলের দাম ছিল ৫০ টাকা। বেগুন কিলো প্রতি ৬০ টাকা। এক কিলো পেঁয়াজ এদিন বিক্রি হয়েছে ৬৫ টাকায়।

শুধু কী কাঁচা সবজি? মাছ-মাংসের দামও বেড়েছে। এক কিলো রুই মাছ বিক্রি হয়েছে ২২০ টাকায়। কাতলা ও বাটা ২০০ টাকা করে। এক কিলো পাবদা এদিন বিক্রি হয়েছে চারশো টাকায়। কুঁচো চিংড়ি এখনই ৪৮০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। আগামীদিনে পাঁচশো ছাড়ালেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মাগুর বিক্রি হয়েছে হাজার টাকা প্রতি কিলো। নামে ছোট কই হলেও, দামে মোটেই ছোট নয়। ছোট দেশি কইয়ের এক কিলোর দাম ছিল ৫০০ টাকা। আর ফুলের দাম জানতে চাইলে মাথা ঘুরে যাওয়া স্বাভাবিক।

বাজারে এসে শাকসবজি, মাছের দাম শুনে রাগে গজগজ করছেন যদুনাথ সরকার। বাড়ি রামকৃষ্ণপল্লিতে। কী হয়েছে, জানতে চাইলে বলেন – 'যান না বাজারে। সবজির বাজারে আগুন লেগেছে ভাই, আগুন।'

সত্যিই আগুন লেগেছে। আগুন লেগেছে আমজনতার পকেটে।

বাজার মূল্য

- এক কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকায়
- টমেটো, ফুলকপি, কাঁচালংকার দাম ১০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে
- রসুন ট্রিপল সেঞ্চুরি করে আপাতত থেমেছে সাড়ে তিনশোতে
- বাঁধাকপি কিলো প্রতি ৫০ টাকা, ওলের দাম আবার কিলো প্রতি ৭০ টাকা

রানিনগরে পিচ রাস্তায় মরণফাঁদ

সামসী, ৯ অক্টোবর : দিনের বেলা গেলে বোঝা যাবে বড় গর্ত। কিন্তু রাতে বোঝা মুশকিল। বাঁধের রাস্তায় বড়সড়ো ধসের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রতুয়া-২ ব্লকের রানিনগরে। রাস্তায় যেভাবে গর্ত হয়েছে, তাতে যেকোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবু প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন অনেকেই। হুঁশ নেই প্রশাসনের। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে নিত্যযত্রীদের।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ মোস্তফা জানালেন, 'সম্প্রতি নিম্নচাপের বৃষ্টিতে রানিনগরে বাঁধের পিচ রাস্তায় বড় ধস নেমেছে। কিন্তু ধস মেরামতের কোনও বালাই নেই। প্রতিদিন ওই পিচ রাস্তা দিয়ে সাইকেল, বাইক, টোটো সহ চার চাকার যানবাহন চলাচল করছে। রাতের বেলায় যে-কোনও সময় বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে। আমরা চাই, খুব শীঘ্রই ধসের গর্ত মেরামত করা হোক।'

মহানন্দা এমব্যাংকমেন্টের এক কর্মী রুহুল আমিন আরমান খুব শীঘ্রই রাস্তার ধসের গর্ত মেরামতের আশ্বাস দিয়েছেন।

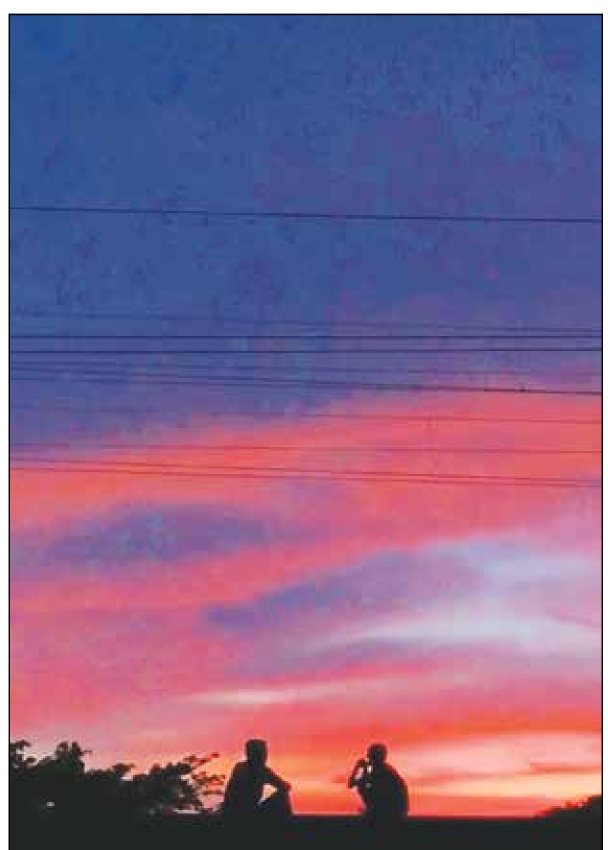

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

শেষবেলায়।। বালুরঘাট রেলস্টেশনে দেবজ্যোতি রায়ের তোলা ছবি।

বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ বিতরণ মন্ত্রীর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ অক্টোবর : পুজোর মরশুমে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ত্রাণ বিতরণ করা হল। বুধবার দুপুরে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত বড়ল গ্রামের ৩০০ জন মহিলা, পুরুষ ও বাচ্চাদের ত্রাণ বিতরণ করা হয় ব্লক প্রশাসনের তরফে। উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন, চাঁচলের মহকুমা শাসক সৌভিক মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপসকুমার পাল প্রমুখ। এছাড়াও গতকাল ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত ভুনা এলাকার মানুষদের খাদ্য বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি বন্যাকবলিত এলাকা উত্তর ভাকুরিয়াতে গবাদিপশুদের খাদ্য বিতরণ করা হয়।

পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুর সিপিএমের তরফে আজ নৌকা করে ফুলহার নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী ইসলামপুর পঞ্চায়েতের বন্যাদুর্গত কাউয়াডোল এবং ভাকুরিয়া এলাকাতে ত্রাণ বিতরণ করা হল। চাল, ডাল, আটা সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী এদিন দুর্গতদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নশ্যশেখদের ক্ষোভ

বুনিয়াদপুর, ৯ অক্টোবর : নশ্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদের তালিকা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তালিকায় এমন অনেকের নাম উঠেছে, যারা এই সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। এই নিয়ে বুনিয়াদপুরে ক্ষোভ জানালেন পর্ষদের সহ সভাপতি আমিনুল হক। ক্ষুব্ধ সংগঠনের সভাপতি মহম্মদ মহিউদ্দিন এবং সহ সভাপতি পাশারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলামও।

আমিনুল হক বলেন, 'এই জনজাতিভুক্ত নয়, এমন অনেকের নাম তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রতিবাদ জানাব।' তালিকা নিয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ পাশারুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'গৌড়বঙ্গের তিন জেলার সকল সদস্যদের নিয়ে আন্দোলনে নামব'।

পতিরামে ঐতিহ্যবাহী পুজোয় বলি বন্ধ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৯ অক্টোবর : বুধবার বোধন। মাঝে একদিন। পতিরামের জমিদারবাড়িতে ব্যস্ততা চরমে। সেজে উঠেছে জমিদারবাড়ির উঠোন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে বাড়ি আশপাশ।

পুজোর বয়স প্রায় ২৫০ বছর। পতিরাম জমিদারবাড়ির পুজো ঘোষবাড়ি বলেই পরিচিত। খুঁটিপুজো হয় জন্মাষ্টমীতে। আগে টিনের ছাওনি দেওয়া মন্দিরে পুজো হত। একশো বছর আগে তৈরি হয় পাকা মন্দির। আগে পুজোতে বলি দেওয়া হত। একসময় মহিষ, পাঁঠা, লাউ, আখ বলি দেওয়া হত। তবে বাড়ির বর্তমান প্রজন্ম বন্ধ করেছে বলি। একসময় বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী এই পুজোতে অংশ নিতেন। বসত যাত্রার আসর, পালাগান, কবিগান।

বাড়ির বর্তমান উত্তরসূরি সাগর ঘোষের পূর্বপুরুষ বর্ধমান থেকে নদীপথে অবিভক্ত দিনাজপুরে এসে জমিদারি স্থাপন করেছিলেন। পাশাপাশি শুরু করেন দুর্গাপুজো। সেইসময় এলাকার এটিই ছিল একমাত্র পুজো। ফলে গ্রামের লোক তো বটেই দূরদূরান্ত থেকেও মানুষ পুজোয় অংশ নিতেন। পুরোনো রীতি রেওয়াজ মেনে এখনও পুজো হলেও নেই আগের মতো জৌলুস।

লিংক রোডের দায়সারা সংস্কার

গঙ্গারামপুর, ৯ অক্টোবর : গঙ্গারামপুর স্টেশনের লিংক রোডের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। পুজোর আগেই লিংক রোডের সাময়িক সংস্কার করার আশ্বাস দিয়েছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সুরেন্দ্রকুমার মীনা। পুজোর মুখে সেই লিংক রোডের সংস্কার নিয়ে অখুশি গঙ্গারামপুর রেল উন্নয়ন কমিটি সহ সাধারণ মানুষ।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনের একাধিক নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন ডিআরএম। তখন লিংক রোডের বেহাল দশার কথা তুলে ধরেছিলেন গঙ্গারামপুর রেল উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক অজয় দাস। কমিটির পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়েছিল পুজোর আগে অন্তত পক্ষে অস্থায়ী ভিত্তিতে হলেও যেন রাস্তার সংস্কার করা হয়। ডিআরএম আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কমিটির সম্পাদক অজয় দাস জানান, 'আমরা যেরকম সংস্কার চেয়েছিলাম তার কিছুই হয়নি।'

খেলায় আজ

২০০৮ : টি২০-তে শ্রীলঙ্কার হয়ে অভিষেক হল রহস্য স্পিনার অজন্তা মেন্ডিসের। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

সেরা অফবিট খবর

কোটি টাকার স্টেডিয়ামে বিপত্তি

১০,৮০০ কোটি টাকা দিয়ে সান্তিয়াগো বের্নাবিউ স্টেডিয়াম নতুন ভাবে বানিয়ে প্রশংসিত হওয়ার বদলে নিন্দা কুড়োচ্ছে স্পেনীয় ক্লাব। রিয়ালের এই সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত প্রতিবেশীরাই। স্টেডিয়ামে নতুন ছাদ লাগানোর পাশাপাশি নতুন ঘাস, আলো, দোকান, ভিআইপি এলাকা তৈরি করা হয়েছে। মাঠটি এমনভাবে বানানো হয়েছে যাতে খেলা হওয়ার পর সেটি তুলে নিয়ে স্টেডিয়ামেরই আলাদা জায়গায় রেখে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। রিয়ালের আসল উদ্দেশ্য, খেলা না হওয়ার সময় স্টেডিয়ামটি বিভিন্ন নাচগানের অনুষ্ঠান, বিয়েবাড়ি বা অন্য কোনও কাজে ভাড়া দিয়ে অর্থ রোজগার। সেটা করতে গিয়েই তৈরি হয়েছে বিপত্তি। প্রায় রোজই বার্নাব্যুতে কোনও না কোনও অনুষ্ঠান থাকছে। আওয়াজের জেরে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে প্রতিবেশীদের।

ভাইরাল

অবাক পেনাল্টি

বিশ্বফুটবলের ইতিমধ্যে সব থেকে অবাক করা দৃশ্যগুলোর মধ্যেই একটা দেখা গেল জার্মানির দ্বিতীয় ডিভিশনের লিগে। বুন্দেশলিগা টুয়ে জার্মানির ম্যাগদেবার্গ ও গ্রিউথার ফার্থের মধ্যে ম্যাচ ছিল। ম্যাচের মধ্যে শুরুতেই ফার্থ গোলরক্ষক নাহুয়েল নোল বল বাড়িয়ে দেন দলের ডিফেন্ডার গিডিয়ন জাংকে উদ্দেশ্য করে। তিনি হঠাৎই সেই বলকে গোল কিক ভেবে হাত দিয়ে ধরে বসাতে গেলেন শট নেওয়ার জন্য। রেফারি তখনই পেনাল্টি উপহার দেন প্রতিপক্ষ দলকে।

উত্তরের মুখ

ইস্ট জোন জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতল উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহম্মদ মহসিন আওয়াল। সে ৮০০ মিটারে নেমেছিল।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. এক বছরে ৫ বা তার বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি একাধিকবার করার নজির রয়েছে তিন ক্রিকেটারের। একজন জো রুট। বাকি দুই জন কারা?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. জেমিমা রডরিগেজ,
২. বিষাণ সিং বেদি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সুজন মোহন্ত, নির্মল সরকার, নীরাদীপ চক্রবর্তী, সুখেন স্বর্ণকার, অমৃত হালদার, নীলেশ হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, দেবব্রত সাহা রায়।

বিশ্বের সেরা চারে থাকা লক্ষ্য : সৌরভ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : 'বিশ্বের প্রথম চারটি দলের মধ্যে থাকাই ভারতের লক্ষ্য।' বক্তা ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের কোচ সৌরভ চক্রবর্তী। এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার পদক জিতে ইতিহাস গড়েছে ভারতীয় মহিলা দল। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠার পাশাপাশি পদক নিশ্চিত করেছিল তারা। বুধবার সেমিফাইনালে অবশ্য জাপানের কাছে ১-৩ ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, মণিকা বাত্রারা। বুধবার ওপেনিং সিঙ্গলসে ঐহিকা ২-৩ গেমে জাপানের মিয়া হারিমোটোর কাছে পরাজিত হন। পরের সিঙ্গলসে সাতসুকি ওডোকে ৩-০ গেমে হারিয়ে সমতা ফেরান অভিজ্ঞ টিটি তারকা মণিকা। পরের দুইটি ম্যাচে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও মণিকা পরাজিত হন।

তবে ভারত হারলেও মেয়েদের খেলায় খুশি কোচ সৌরভ। সুদূর কাজাখাস্তান থেকে ফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'মেয়েদের খেলায় খুশি। ওরা সেমিফাইনালে জাপানের কাছে হারলেও দুর্দান্ত লড়াই করেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দলকে হারানোটা মুখের কথা নয়। কোরিয়া অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য বিশ্বের প্রথম চারটি দলের মধ্যে থাকা। এই দলটার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ওরা আগামীদিনে আরও ভালো পারফরমেন্স করবে।'

কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের দুরন্ত জয়ের কারিগর ঐহিকা। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সৌরভ। তিনি বলেন, 'ঐহিকা দারুণ ছন্দে রয়েছে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আগে ও কঠোর অনুশীলন করেছিল। তারই ফল পাচ্ছে।'

টানা তিনবার পদক পাচ্ছে পুরুষদল

ব্রোঞ্জ জিততেই উল্লাস ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, মণিকা বাত্রাদের।

এদিকে, ভারতের পুরুষদলও সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করেছে। এই নিয়ে টানা তিনবার পদক পেতে চলেছে ভারতের ছেলেরা। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে কাজাখাস্তানকে ৩-১ ফলে হারিয়েছে তারা। প্রথম সিঙ্গলসে মানব ঠক্কর কাজাখাস্তানের কিরিল গেরাসিমেনাকোকে হারিয়ে ভারতকে প্রথম লিড এনে দেন। পরের সিঙ্গলসে হারমিত দেশাইকে হারিয়ে কাজাখাস্তানকে সমতায় ফেরান অ্যালান কুরমানগিলেইভ। তবে পরের দুইটি সিঙ্গলসে জিতে ভারতকে শেষ চারে নিয়ে যান বর্ষীয়ান অচিন্ত্য শরথ কমল ও হরমিত। সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ চাইনিজ তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে কোচ সৌরভ বলেছেন, 'ছেলেরা এই নিয়ে টানা তিনবার পদক নিশ্চিত করেছে। সেমিফাইনালে চাইনিজ তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে খেলব আমরা। ওরা খুব শক্ত প্রতিপক্ষ। তবে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।'

পদক নিশ্চিত হওয়ার পর ভারতীয় পুরুষ টেবিল টেনিস দলের সঙ্গে কোচ সৌরভ চক্রবর্তী।

স্ট্রাইকিং লাইনই সমস্যা

ভিয়েতনামের বিপক্ষে ভারতের সঙ্গে মানোলোরও পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পুজো শেষ হওয়ার আগেই নির্ধারিত হয়ে যাবে ভারতীয় ফুটবল দলের ভাগ্য।

গত নভেম্বরের পর থেকে জয় নেই ভারতের। গত জুন মাসে আগামী ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রায় শেষ ম্যাচ পর্যন্ত তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে পারলেও সেটা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে অবসর নিয়ে ফেলেন সুনীল ছেত্রী। অপসারিত হন ইগর স্টিমাক। টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন কোচ হিসাবে অগাস্টের শেষে নাম ঘোষণা করা হয় এফসি-র গোয়ার দায়িত্বে থাকা মানোলো মার্কুয়েজের। তিনি আপাতত দুই জায়গাতেই কাজ চালাচ্ছেন। মানোলোর প্রথম কাজ ছিল ঘরের মাটিতে ট্রাই নেশনস কাপ। সেখানে একটাও ম্যাচ জিততে না পারাই শুধু নয়, বিশ্রি পারফরমেন্স করে ভারতীয় দল। যার পর মানোলো বলেছেন, 'সদ্য প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় তৈরি নয় দল। সময় লাগবে।' এবারই তাঁর সেই পরীক্ষা। ভিয়েতনামেও নেই খুব ভালো জায়গায়। তারাও গত এগারো ম্যাচের মধ্যে দশটাই জিততে পারেনি। এই অবস্থায় নিজেদের ফিফা ক্রমতালিকায় এগোনোর খানিকটা সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে। কিন্তু সমস্যা হল, এই মুহূর্তে ভারতীয় দলে গোল করার লোক নেই। সুনীলের পর স্ট্রাইকার খুঁজতে এখন ফেডারেশন সভাপতিকে রাজস্থানে ট্রায়াল করাতে হচ্ছে।

> সদ্য প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় তৈরি নয় দল। সময় লাগবে।
>
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

ভিয়েতনাম ম্যাচের প্রস্তুতিতে শুভাশিস বসু।

নতুন করে ফারুখ চৌধুরীর মতো স্ট্রাইকারকে সাড়ে তিন বছর পর ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবে বাদ গেছেন রহিম আলি। এখন দেখার ১২ তারিখ ভিয়েতনামের বিপক্ষে জিতে দল নিয়ে ফিরতে পারেন কিনা মানোলো। যদি পারেন তাহলে হয়তো হারানো আত্মবিশ্বাস আবার ফেরাতে পারেন কিনা তিনি।

অষ্টমীতে শুরু রনজি অভিযান, নেই আকাশ

হয়তো তিন পেসারের ভাবনায় অভিমন্যুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,৯ অক্টোবর : বোধন হয়ে গিয়েছে। উৎসবে মাতোয়ারা বাংলা। পথেঘাটে জনজোয়ার।

কলকাতা থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে লখনউয়ে বসে বাংলা ক্রিকেট দলও রনজি ট্রফির বোধনের অপেক্ষায়। লখনউতে বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজো হয়। গতরাতে সেখানে পৌঁছানোর পর থেকে লখনউয়ে কোথায় পুজো হয়, তার খোঁজ নিয়ে ফেলেছেন বাংলা দলের ক্রিকেটাররা। আর তার মধ্যেই চলছে অষ্টমী থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা রনজি অভিযানের প্রস্তুতি।

শেষ মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি বাংলা দলের। ব্যর্থতায় ভরা সেই মরশুম ভুলে নতুনভাবে সামনে তাকাতে চাইছেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা। আজ বেলার দিকে লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছেন ঋদ্ধিমান সাহারা। শুক্রবার থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরু করতে চলেছে বাংলা। তার আগে দলের নতুন অধিনায়ক অনুষ্টুপ লখনউ থেকে মোবাইলে বলছিলেন, 'অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাইছি আমরা। নতুন মরশুমের শুরুটা ভালো হওয়া প্রয়োজন। সেকথা মাথায় রেখেই আমরা উত্তরপ্রদেশ ম্যাচের পরিকল্পনা করছি।' জানা গিয়েছে, বাংলা তিন পেসারে প্রথম একাদশ গড়তে চলেছে। ১৬ অক্টোবর থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট সিরিজ শুরু। ভারতীয় স্কোয়াডে থাকবেন আকাশ দীপ। তাই তাঁকে ছাড়াই রনজি অভিযান শুরু করছে বাংলা দল। মুকেশ কুমার, মহম্মদ কাইফ ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে বাংলার পেস আক্রমণ। স্পিনার হিসেবে শাহবাজ আহমেদ ও ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের খেলার কথা।

> বিপক্ষ শিবিরে কে বা কারা রয়েছে, কোনওদিন সেটা নিয়ে বেশি ভাবিনি। ক্রিকেটের বেসিক হল, মাঠে নেমে নিজের কাজটা সঠিকভাবে করা। সেটা করতে পারলেই বাকি কাজও সহজ হয়ে যাবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

ওপেনিংয়ে থাকছে চমক। দলীপ ও ইরানি ট্রফিতে স্বপ্নের ফর্মে থাকা অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ম্যাচে ওপেন করতে চলেছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। অভিজ্ঞ সুদীপ-অভিমন্যুর ডান ও বাঁহাতি কম্বিনেশন বাংলা দলের জন্য বড় সুবিধার হতে পারে, মনে করছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও। সন্ধ্যার দিকে লখনউ থেকে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'নতুন মরশুমে নতুন ওপেনিং জুটির কথা ভেবেছি আমরা। অভিমন্যুর সঙ্গে সুদীপকে দিয়ে ওপেন করাচ্ছি আমরা। আর তিন পেসারে দল নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দুই স্পিনারও থাকবে প্রথম একাদশে।' প্রতিপক্ষ উত্তরপ্রদেশও বেশ ভালো দল। স্কোয়াডে যশ দয়াল, সৌরভ কুমার, নীতীশ রানা, প্রিয়ম গর্গদের মতো সর্বভারতীয় ক্রিকেটে পরিচিত একাধিক ক্রিকেটার রয়েছেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য প্রতিপক্ষকে নিয়ে তেমন ভাবতে রাজি নন। তাঁর কথায়, 'বিপক্ষ শিবিরে কে বা কারা রয়েছে, কোনওদিন সেটা নিয়ে বেশি ভাবিনি। ক্রিকেটের বেসিক হল, মাঠে নেমে নিজের কাজটা সঠিকভাবে করা। সেটা করতে পারলেই বাকি কাজও সহজ হয়ে যাবে।'

লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের পিচ নিয়ে বাংলা শিবিরে রয়েচে ধোঁয়াশা। আজ পিচ দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলা শিবির মনে করছে, স্পোর্টিং পিচ হবে। যেখানে পরের দিকে স্পিনাররা সাহায্য পাবেন। সেভাবেই তৈরি হচ্ছে নতুন শুরুর পরিকল্পনা।

ভারতীয় টেনিসের উন্নতি প্রয়োজন : লিয়েন্ডার

হকি ইন্ডিয়া লিগের রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স দলের আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠানে ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার রাহুল টোডির সঙ্গে লিয়েন্ডার পেজ। -ডি মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : ভারতীয় টেনিসের যথেষ্ট উন্নতির অবকাশ রয়েছে বলে মনে করেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। তাঁর মতে, তৃণমূল স্তরে উন্নতি করতে না পারলে খেলোয়াড় উঠে আসবে না। লিয়েন্ডার বলেছেন, 'আমার মনে হয়, এখনও ভারতীয় টেনিসকে অনেক উন্নতি করতে হবে। এর জন্য তৃণমূল স্তর থেকে নজর দেওয়া উচিত। আমার মতে, ক্রিকেটের পর টেনিস এখন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি, মহেশ ও সানিয়া মির্জা প্রায় ৪০টির কাছাকাছি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছি। এর সঙ্গে রোহন বোপান্নাকে যোগ করুন। এছাড়া অলিম্পিক, এশিয়ান গেমসেও পদক এসেছে টেনিস থেকে। এটাই প্রমাণ করে, চাইলে আমরাও বিশ্বের একনম্বর হতে পারি।'

বাবা ভেস পেজ ১৯৭২ সালে অলিম্পিকে পদকজয়ী হকি দলের সদস্য। বাবাকে দেখেই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন লিয়েন্ডার। এই নিয়ে তিনি বলেছেন, 'বাবা ১৯৭২ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য। বাবাকে দেখেই অলিম্পিক পদক জয়ের অনুপ্রেরণা পেয়েছি।' ১৯৯৬ সালে আটলান্টা অলিম্পিকে লিয়েন্ডার ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

চলতি বছরে হকি ইন্ডিয়া লিগে বাংলা অংশগ্রহণ করতে চলেছে রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স নামে। বুধবার বেঙ্গল টাইগার্সের এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন লিয়েন্ডার। তিনি রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্সের সাফল্যের বিষয়ে ভীষণ আশাবাদী। প্রথমবার অংশগ্রহণ করে চমক দিতে চাইছে বাংলার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির পুরুষ দলের কোচের দায়িত্ব সামলাবেন অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান কোচ কোলিন বাক। মহিলা দলের দায়িত্ব সামলাবেন গ্লেন টার্নার। দলটি সল্টলেকে সাইয়ের মাঠে অনুশীলন করবে বলেই দলের কর্তারা জানিয়েছেন।

প্রথম দশে অর্শদীপও

সেরা তিনে ফিরলেন হার্দিক

দুবাই, ৯ অক্টোবর : আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে অলরাউন্ডারদের তালিকায় প্রথম তিনে প্রত্যাবর্তন হার্দিক পান্ডিয়ার। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত প্রথম টি২০ ম্যাচে ব্যাটে-বলে সাফল্য পেয়েছেন। সাফল্যের প্রতিফলন আইসিসি ক্রমতালিকায়। ইংল্যান্ডের লিয়াম লিভিংস্টোন ও নেপালের দীপেন্দ্র সিং আইরের ঠিক পিছনেই রয়েছেন হার্দিক।

ব্যাটিং বিভাগেও লাভবান হয়েছেন হার্দিক। সাত ধাপ এগিয়ে ৬০তম স্থানে রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড শীর্ষস্থান

দখলে রেখেছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সূর্যকুমার যাদবের (৮০৭) ৭৪ পয়েন্টে এগিয়ে হেড। সূর্য ছাড়া যশস্বী জয়সওয়াল (৫) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৯) প্রথম দশে রয়েছেন। বোলিং বিভাগে সেরা দশে ঢুকে পড়েছেন অর্শদীপ সিং। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে বেশ কিছুদিন ধরেই সাফল্যের মধ্যে রয়েছেন বাঁহাতি পেসার। প্রথম ম্যাচে তিন উইকেট নেওয়ার সুফল আট ধাপ এগিয়ে অষ্টম স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। প্রথম দশে অর্শদীপই একমাত্র ভারতীয় বোলারও। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের অবর্তমানে অর্শদীপের কাঁধে পেস ব্রিগেডের দায়িত্ব। গোয়ালিয়রে যে দায়িত্ব সাফল্যের পুরস্কার কেরিয়ারের সর্বোচ্চ ৬৪২ রেটিং পয়েন্টে অর্শদীপ। বোলিং বিভাগে কিছুটা এগিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দরও। চার ধাপ উন্নতি করে আছেন ৩৫তম স্থানে। বোলিং বিভাগের শীর্ষে ইংল্যান্ডের স্পিন-তারকা আদিল রশিদ।

ইংল্যান্ডই পাখির চোখ চাহালের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : চৌষট্টি খোপের খেলা ছেড়ে ব্যাট-বলের চৌহদ্দি। সেখানেও জাঁকিয়ে বসা। ওডিআই এবং টি২০ মিলিয়ে ১৫২টি ম্যাচ খেলেছেন ভারতের হয়ে। উইকেট সংখ্যা ২১৭।

যদিও গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়মিত নন। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে ২০২৫-এর ইংল্যান্ড সফরকেই পাখির চোখ করছেন যুযবেন্দ্র চাহাল।

অফসিজনে প্রস্তুতি সারতে কাউন্টিতে খেলার সিদ্ধান্ত নেন এবার। প্রথম কাউন্টি সফরেই নটিংহ্যামের হয়ে সফল ভারতীয় লেগস্পিনার। চারদিনের ও ওয়ান ডে- দুই ফরম্যাটেই নটিংহ্যাম বোলিংয়ের অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠেন। সংক্ষিপ্ত কাউন্টি সফরে মাত্র ১৭ গড়ে ২৪ উইকেট নেন। ইংল্যান্ডের মাটিতে পাওয়া যে সাফল্য নতুন আশা দেখাচ্ছে চাহালকে। জানান, আগামী বছর ভারত যখন ইংল্যান্ড সফরে যাবে, তিনি তাঁর ক্ষমতা দেখিয়ে দেবেন। চাহালের দাবি, 'কাউন্টি ক্রিকেট বেশ কঠিন মঞ্চ। কাউন্টিতে অংশ নেওয়া আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে ভালো মানের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজের স্কিল দেখানোর। ভারতীয় দলের সঙ্গে আগামী বছর ইংল্যান্ড সফরে থাকলে বুঝিয়ে দেব আমি কতটা দক্ষ।'

নটিংহ্যামের হয়ে বাইশ গজে ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সই শুধু নয়, উঠতি ক্রিকেটারদের দিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। চাহাল বলেন, 'আমি কৃতজ্ঞ ব্রাইডন স্যারের কাছে। উনি কাউন্টি খেলার সুযোগ করে দিয়েছেন আমাকে। কাউন্টির সূত্রেই আলাপ হয় অসম্ভব প্রতিভাবান ১৮ বছরের তরুণ ক্রিকেটার কৃশ প্যাটেলের সঙ্গে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ওর জন্য।'

নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করলেন রোহিত শর্মা। বুধবার।

ঝাড়খণ্ডের নেতৃত্বে ঈশান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : ঘরোয়া ক্রিকেট তিনি অনেকদিনই খেলতে চান না। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার কারণেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকেও বাদ পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

'অবাধ্য' ঈশান কিষানকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলের ছবিটা ক্রমশ বদলাচ্ছে। আসন্ন রনজি মরশুমে তিনি ঝাড়খণ্ড দলে ফিরেছেন। শুধু নিজের রাজ্য দলে ফেরা বা রনজি খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়াই নয়, ঝাড়খণ্ডের অধিনায়ক হিসেবে ঈশান ফিরতে চলেছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের মূল স্রোতে।

২০১৮-'১৯ সালে শেষবার ঝাড়খণ্ড রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঈশান। শেষ মরশুমে দলের অধিনায়ক ছিলেন বিরাট সিং। এবার তিনি ঈশানের ডেপুটির দায়িত্বে। দলে ফিরে নিজের রাজ্যের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেও ঈশান উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব পালন করবেন কিনা, স্পষ্ট নয়। কুমার কুশাগ্রও রয়েছেন স্কোয়াডে। মনে করা হচ্ছে, হয়তো তিনিই উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন। আজ ঝাড়খণ্ডের দল ঘোষণার পাশে ঈশানকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর রাঁচিতে

সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন সেখানকার নির্বাচক প্রধান সুব্রত দাস। তিনি বলেছেন, 'ঈশান অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ওর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা আমাদের রনজি অভিযানে কাজে লাগবে। অধিনায়ক হিসেবেও যথেষ্ট দক্ষ ঈশান।'

নিরাপত্তা প্রশ্নে জোরালো হাতিয়ার মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু থেকে বাতিল করা হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে।

কিন্তু এরইমধ্যে এসতেকলাল বনাম আল নাসের ও ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে এফসি রাভসানের ম্যাচ সম্ভবত সরে যাচ্ছে দুবাইতে। যে খবর এএফসি সূত্রে ইতিমধ্যেই পেয়েছে মোহনবাগান। আর এটাকেই এখন হাতিয়ার করতে চাইছে সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষ। ইরান যে ম্যাচ খেলার উপযুক্ত ছিল না,

ইরানের সব ম্যাচ সম্ভবত দুবাইয়ে সরছে

এটা জানিয়ে আবেদন করার কথা আগেই জানায় মোহনবাগান। এবার সেই আবেদন আরও জোরালো হবে এএফসি এই সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে জানালে। তারা প্রমাণ করতে পারবে, এই ম্যাচ খেলতে যাওয়ার মতো উপযুক্ত আবহ সেই সময়েও ছিল না কারণ ইরান তাদের সব বিমানবন্দর ম্যাচের দিন সকালেই বন্ধ করে দেওয়ায়। খেলতে গেলেও আটকে থাকতে হত গোটা দলকে।

এদিকে, দল নিয়ে প্রতিদিনই অবশ্য অনুশীলন চালাচ্ছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। এদিন সকালে অনুশীলনের পর অবশ্য পুজোর ছুটি দিয়ে দেন তিনি। আবার ১৩ অক্টোবর থেকে শুরু হবে ডার্বির প্রস্তুতি। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ থেকে দল খানিক ছন্দে ফেরায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও মোলিনা অবশ্য গা-ছাড়া মনোভাব আনতে দিতে রাজি নন। কারণ তাঁরও জানা, ডার্বি না জিততে পারলে সমর্থকদের আস্থা এবার পাকাপাকিভাবে হারাবেন তিনি।

নীতীশ-ঝড়ের সঙ্গে রিঙ্কু শো কোটলায়

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের প্রথম অর্ধশতরানের পর নীতীশ কুমার রেড্ডি।

ভারত-২২১/৯
বাংলাদেশ-১০২/৭
(১৫ ওভার পর্যন্ত)

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : ফিরোজ শা কোটলা মানে হাইস্কোরিং ম্যাচ।

ছোট বাউন্ডারি, ব্যাটিং সহায়ক পিচ-দুইশো প্লাস স্কোরও সবসময় নিরাপদ নয়। অথচ, সহজ ব্যাটিং পরিস্থিতিতেও শুরুতে ভারতীয় ইনিংসে থরহরিকম্প। উধাও টসের সময় সূর্যকুমার যাদবের মুখে লেগে থাকা চওড়া হাসি। অজানা আশঙ্কায় চিন্তার ছাপ গৌতম গম্ভীর, অভিষেক নায়ারদের চোখেমুখে।

তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমানদের স্লোয়ার স্ট্র্যাটেজিতে সূর্যের হিসেব ঘেঁটে ঘ। তানজিম সাকিবের অস্ত্র সেখানে গতি। টাইগার ব্রিগেডের পেসার ত্রয়ীর মিলিত প্রয়াসের ফল-পাওয়ার প্লে-তে একে একে ডাগআউটে সঞ্জু স্যামসন (১০), অভিষেক শর্মা (১৫), সূর্যকুমার (৮)।

৪১/৩ ভারত। গোয়ালিয়রের হার ভুলে টগবগিয়ে ফুটছে বাংলাদেশ। রবি শাস্ত্রী, সুনীল গভাসকাররদের মুখে ১৭৫ রানের ভাবনা। কিন্তু অঙ্ক বদলে দেয় নীতীশ-ঝড়, রিঙ্কু-শো। নীতীশ কুমার রেড্ডি (৩৪ বলে ৭৪), রিঙ্কু সিংয়ের (২৯ বলে ৫৩) ৫১ বলে ১০৮ রানের বিস্ফোরক জুটির স্পর্শে দুইশো পার ভারত (২২১/৯)।

প্রথম দিকে নীতীশ কিছুটা নড়বড়ে। ৫ রানের মাথায় তানজিমের বলে ক্যাচও দিয়ে বেঁচে যান লিটন দাসের সৌজন্যে। সুযোগের সদ্ব্যবহার। ইনিংসের টার্নিং পয়েন্ট অবশ্য মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ নো বল, ফ্রি হিট। ছক্কা নীতীশের। আর ছক্কাই বদলে দেয় নীতীশের ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ। ছক্কার আগে ১৩ বলে ১৩ রান। পরের ২১ বলে ৬১! ২৭

আশঙ্কা সরিয়ে ঝলমলে টিম সূর্য

বলে কেরিয়ারের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি। মাটিতে বল রাখার বদলে বেশিরভাগ উড়ে যাচ্ছিল গ্যালারিতে।

কোটলার বাউন্ডারি ছোট। কিন্তু নীতীশের বিগহিটগুলি যেকোনও মাঠেই বাউন্ডারি পেরোবে, প্রশংসা করতে গিয়ে বলছিলেন সুনীল গাভাসকার। তাসকিনকে মারা ফোরহ্যান্ডে হোক বা মিডউইকেটের ওপর দিয়ে পুল-বছর একুশের অন্ধ্রপ্রদেশ ব্যাটারের যে ব্যাটিং-শোয়ে কোটলায় তখন উৎসবের মেজাজ। আশঙ্কার মেঘ উধাও।

অনভিজ্ঞ নীতীশের হাতে বেধড়ক ঠ্যাঙানিতে রীতিমতো অসহায় অবস্থা মিরাজ, তানজিম, রিশাদদের। মুস্তাফিজুরের (৩৬/২) অভিজ্ঞতার কাছে শেষপর্যন্ত থামে নীতীশ-ঝড়। ফেরার আগে নিজের দায়িত্ব সারেন ৩৪ বলে ৭৪ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে। সাতটি ছক্কা, চারটি চার। স্ট্রাইক রেট ২১৭.৬৪!

নীতীশের পাওয়ার-হিটিংয়ের পাশে রিঙ্কুর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং। ক্রিজে নেমেই চাপ কাটানোর কাজে হাত লাগান। ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর যেমন খুঁজে নিলেন, তেমনই অসাধারণ শটের ফুলঝুরি। আইপিএল, জাতীয় দল-চলতি বছরে ব্যর্থতায় তৈরি হওয়া চাপ ঝেড়ে রিঙ্কু ফিরলেন ২৯ বলে ৫৩ রানের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে।

সেঞ্চুরি জুটিতে ৪১/৩-এ নড়বড়ে দলকে শক্ত ভিতে দাঁড় করিয়ে দেন নীতীশ-রিঙ্কু। স্লগ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার (১৯ বলে ৩২) ক্যামিও ইনিংস। রিয়ান পরাগ জোড়া ছক্কায় ৬ বলে ১৫ করেন। নিট ফল প্রত্যাশা ছাপিয়ে ২২১/৬-এ পৌঁছে যাওয়া। বাংলাদেশের পক্ষে সেরা বোলার তাসকিনের (২/১৬)।

সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে ২২২ জয়লক্ষ্যে প্রথম থেকেই খোঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৫ ওভারে স্কোর ১০২/৭। পারভেজ হোসেন ইমনকে (১৬) ফিরিয়ে প্রথম ধাক্কা দেন অর্শদীপ। লিটন দাস (১৪), নাজমুল হোসেন শান্ত (১১), তৌহিদ হৃদয়রা (১) ভারতীয় স্পিনার ত্রয়ী ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তী, অভিষেক শর্মার শিকার হয়ে।

এর আগে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ঘুরপাক খাচ্ছিল গোয়ালিয়রে প্রথমে ব্যাটিং করে ১২৭ রানে গুঁটিয়ে যাওয়া। নাজমুলের যুক্তি, বোলাররা যদি ভারতকে নাগালের মধ্যে আটকে দিতে পারলে সিরিজে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকবে।

মিরাজের প্রথম ওভারে ১৫ রান আসার পরই হঠাৎ থরহরিকম্প ভারতীয় ইনিংসে। জোড়া দৃষ্টিনন্দন অফড্রাইভে ইনিংস শুরু করলেও ফের স্যামসনকে ঘিরে প্রত্যাশার অপমৃত্যু। তাসকিনের স্লোয়ারে মিডঅফে ক্যাচ প্র্যাকটিসে আরও একটা সুযোগ হাতছাড়া। এরপর বাদ পড়লে, দায়ী থাকবেন সঞ্জু নিজেই।

মেন্টর যুবরাজ সিং প্রথম ম্যাচের পর মস্তিষ্ক কাজে লাগাতে বলেছিলেন অভিষেককে (১৫)। কিন্তু সব বল আড়া চালাতে যাওয়ার বদভ্যাসে উইকেট খোয়ালেন। তানজিমের ১৪৭ কিলোমিটার গতির বল ব্যাটের কানা ছুঁয়ে উইকেট ভেঙে দেয়।

সূর্য (৮) এদিন আগাগোড়া মেঘের আড়ালে। তাসকিন-মুস্তাফিজুরের স্লোয়ারের গোলক ধাঁধায় আটকে যান। স্যামসনের আউটের কার্বন কপি। মিডঅফে সহজ ক্যাচ। পাওয়ার প্লে-তে টপ থ্রি-কে হারিয়ে নড়বড়ে হাল। আশঙ্কার যে মেঘ কাটে রিঙ্কু-নীতীশের সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংয়ে।

২৯ বলে মারমুখী ৫৩ রান করার পথে রিঙ্কু সিং। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

স্মৃতির অর্ধশতরান, শেফালির রেকর্ড

দুবাই, ১০ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জঘন্য হার দিয়ে শুরু। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় এলেও ভারতীয় ব্যাটারদের মন্থর ব্যাটিং সমালোচকদের হাত শক্ত করেছিল। সঙ্গে ছিল অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের ঘাড়ের চোট ও দুর্বল নেট রানরেটের ভ্রূকুটি। বুধবার মহিলাদের চলতি টি২০ বিশ্বকাপে সবকিছুকেই ঝেড়ে ফেললেন স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীতরা। নিটফল, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৭২/৩ স্কোরের পাহাড়ে চড়ে বসল উইমেন ইন ব্লু।

ঘাড়ের চোট সারিয়ে হরমনপ্রীতের টস করতে নামা ম্যাচ শুরুর আগেই ভারতীয় শিবিরকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। কয়েন যুদ্ধেও ভাগ্য ভারতের সঙ্গ দেয়। ফলে টসে জিতে ব্যাটিং নিতে দু'বার ভাবেননি হরমন। চলতি বছরের মহিলাদের এশিয়া কাপের ফাইনালে এই শ্রীলঙ্কার কাছেই অপ্রত্যাশিত হার হজম করতে হয়েছিল ভারতকে।

বুধবার প্রথম বল থেকেই বদলা নেওয়ার মেজাজে ছিলেন শেফালি ভার্মা (৪৩), মান্ধানা (৩৮ বলে ৫০)। পাকিস্তান ম্যাচে শেফালি-মান্ধানার ওপেনিং জুটি ক্লিক করেনি। এদিন সেই হতাশা এই দুই তারকা সুদে-আসলে মেটালেন। ওপেনিং জুটিতে এল ৯৮ রান। যার শুরুটা করেছিলেন শেফালি। মহিলাদের ক্রিকেটে অন্যতম বিধ্বংসী ব্যাটার হিসেবে সুনাম রয়েছে তাঁর। এদিন শেফালি আরও একবার নামের প্রতি সুবিচার করলেন। অর্ধশতরান না পেলেও রেকর্ড গড়লেন শেফালি। মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ২ হাজার রান হয়ে গেল ২০ বছরের এই ব্যাটারের।

মান্ধানা বরাবরই টাচ প্লেয়ার। তাঁর ব্যাটিং সবসময়ই চোখের পক্ষে আরামদায়ক। এদিনও মান্ধানার ব্যাট থেকে মন ভালো করে দেওয়া কিছু শট বেরোল। টাইমিং নির্ভর ব্যাটিংয়ে মাঠের ফাঁকফোকরগুলি দিব্যি খুঁজে বার করছিলেন মান্ধানা। অর্ধশতরানের মাঝেই ভারতের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে টি২০ বিশ্বকাপে ৫০০ রানের গণ্ডি টপকে যান তিনি। ওপেনিং জুটি ভাঙে মান্ধানার দুর্ভাগ্যজনক রানআউটে। পরের বলে ফিরে যান শেফালিও।

এখান থেকেই স্মৃতিদের সাজানো মঞ্চকে দুর্দান্ত ব্যবহার করলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দল জিতলেও ম্যাচ ফিনিশ করে আসতে পারেননি। এদিন অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেটের 'হ্যারি'-কে নড়ানো যায়নি। শুরুটা দেখেশুনে করার পর কার্যত ঝড় তুললেন হরমন। ২৭ বলে অপরাজিত ৫২ রানের ইনিংস সেটারই প্রমাণ।

শ্রীলঙ্কা রানতাড়া করতে নামার পর নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার রেণুকা সিং। তাঁর জোড়া উইকেটে ইতিমধ্যেই খোঁড়াচ্ছে শ্রীলঙ্কা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার স্কোর ৯ ওভারে ৪৬/৪।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা। বুধবার দুবাইয়ে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপে।

ঝোড়ো অর্ধশতরান করে সাজঘরে ফিরছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর।

প্রথম টেস্টে অনিশ্চিত উইলিয়ামসন

ভারত সফরের দল ঘোষণা

ওয়েলিংটন, ৯ অক্টোবর : ভারত সফরের দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড।

১৬ অক্টোবর তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। দ্বৈরথের ঢাকে কাঠি দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই সদলবলে ভারতে পা রাখতে চলেছেন ব্ল্যাক ক্যাপসরা। টিম ইন্ডিয়ার টক্করে কারা নামবেন, এদিন সেই ১৭ জনের দলই বেছে নিলেন কিউয়ি নির্বাচকরা।

শ্রীলঙ্কা সফরের ব্যর্থতার জেরে নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করেন টিম সাউদি। পরিবর্তে টিম ল্যাথাম আসন্ন ভারত সফরে অধিনায়কের ভার সামলাবেন। টিম সাউদি খেলবেন সাধারণ সদস্য হিসেবে। দলে আছেন প্রাক্তন আরেক অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনও। তবে কুঁচকির চোটের কারণে তারকা ব্যাটারকে নিয়ে অনিশ্চয়তাও তৈরি হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা সফরে গলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টের সময় চোট পান উইলিয়ামসন। সেই চোট থেকে এখনও মুক্ত নন। টিম সূত্রের খবর, প্রথম টেস্টে উইলিয়ামসনের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নির্বাচক কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, অযথা তাড়াহুড়োয় ঝুঁকি বাড়াতে রাজি নন তাঁরা। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী রিহ্যাব প্রক্রিয়া চললে সিরিজের শেষদিকে উইলিয়ামসনকে পাওয়া যাবে।

ব্যাকআপ হিসেবে ভাবনায় এখনও পর্যন্ত টেস্ট না খেলা মার্ক চ্যাপম্যান। তবে অভিজ্ঞ উইলিয়ামসনের যথার্থ বিকল্প রাতারাতি পাওয়া সম্ভব নয়। কঠিন ভারত সফরে তারকা ব্যাটারকে শুরুতে না পাওয়া বড় ধাক্কা ব্ল্যাক ক্যাপসদের জন্য। নির্বাচক কমিটির এক সদস্য তা মেনে নিয়ে বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ সফর। শুরুতে কেনকে না পাওয়া দলের জন্য দুর্ভাগ্য।'

চ্যাপম্যান এখনও পর্যন্ত ৪৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৪২.৮১ গড়ে ২,৯৫৪ রান করেছেন। অনিয়মিত স্পিন বোলিং করলেও লাল বলের ক্রিকেটে ছাপ রাখতে পারেননি। কিউয়ি নির্বাচকরা যদিও আশাবাদী, উপমহাদেশীয় পিচে চ্যাপম্যান কার্যকর হবে।

স্পিন-অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েল প্রথম টেস্ট খেলার পর দেশে ফিরবেন পারিবারিক কারণে। সন্তানের মুখ দেখার জন্য ওই সময় স্ত্রী-পরিবারের পাশে থাকবেন। ব্রেসওয়েলের পরিবর্তে শেষ দুই টেস্টের জন্য দলে নেওয়া হচ্ছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনার ইশ সোধিকে।

ঘোষিত দল

টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), টম ব্লান্ডেল, মাইকেল ব্রেসওয়েল (প্রথম টেস্ট), মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, ম্যাট হেনরি, ড্যারেল মিচেল, উইল ও'রৌরকি, আজাজ প্যাটেল, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, বেন সিয়ার্স, ইশ সোধি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট), টিম সাউদি, কেন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং।

উইলিয়ামসনের অবর্তমানে প্রথম টেস্টে ব্যাটিংয়ে বাড়তি দায়িত্ব থাকবে ডেভন কনওয়ে, ড্যারেল মিচেলদের ওপর। গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্রও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। টিম সাউদিদের সঙ্গে মিচেল স্যান্টনার-সোধির স্পিন যুগলবন্দি ভারতীয় ব্যাটারদের কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

'খবরের কোনও সত্যতা নেই'

ফাইনাল সরানোর দাবি ওড়াল পিসিবি

লাহোর, ৯ অক্টোবর : হাইব্রিড মডেল।

ভারতের কথা মাথায় রেখে লাহোর থেকে নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাইয়ে সরানো হতে পারে ফাইনালও। গতকাল যে খবরে ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে তর্জার উত্তাপ ফের ঊর্ধ্বমুখী। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পত্রপাঠ এহেন দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। পালটা দাবি, সর্বৈব মিথ্যা খবর।

নির্ধারিত সূচি মেনেই ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির (১৯ ফেব্রুয়ারি-৯ মার্চ) আসর বসবে পাকিস্তানের তিন কেন্দ্র - করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে। ভারতের পাকিস্তানে গিয়ে না খেলার সিদ্ধান্তে শুরু থেকেই যে টুর্নামেন্ট ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

গতকাল ইংল্যান্ডের একটি প্রথম সারির দৈনিক দাবি করে ভারত ফাইনালে উঠলে লাহোর থেকে দুবাইয়ে খেতাবি যুদ্ধ সরানো হবে। যে প্রসঙ্গে পিসিবি-র দাবি, 'এই খবরের কোনও সত্যতা নেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল পাকিস্তানের বাইরে সরানো হতে পারে বলে যা বলা হচ্ছে, তা ভিত্তিহীন। টুর্নামেন্ট আয়োজনের কাজ সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী আসন্ন টুর্নামেন্টকে আমরা আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় করে রাখতে।'

পিসিবি-র যুক্তি, ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক টানাপোড়েন রয়েছে। সেই কারণেই অনেকে এই ধরনের খবর রটাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে এর প্রভাব পড়বে না। নির্বিঘ্নে পাকিস্তানের মাটিতেই পুরো টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। পিসিবি-র এক কর্তা দাবি করেন, 'দুই দেশের মধ্যে চলতি রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতি রয়েছে। কিন্তু সমস্যা থাকলেও পিসিবি সফলভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা নিশ্চিত, কোনও রকম বিঘ্ন ছাড়াই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের মাটিতে।'

আইসিসি অবশ্য কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেয়নি। লাহোর থেকে দুবাইয়ে ফাইনাল সরানো বা হাইব্রিড মডেল নিয়ে সরকারিভাবে কোনও নির্দেশিকাও জারি করা হয়নি বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে। তবে সূত্রের খবর, ভারতের চাপে শেষপর্যন্ত ২০২৩ সালের এশিয়া কাপের মতোই হাইব্রিড মডেলেই সমাধান সূত্র হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা পাকিস্তানের বদলে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে ম্যাচ খেলবেন। এমনকি ভারত যদি সেমিফাইনাল, ফাইনালে ওঠে, তাহলে সেই ম্যাচগুলিও পাকিস্তানের বদলে নিরপেক্ষ দেশে হবে। সম্ভাব্য কেন্দ্রের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে দুবাই। প্রসঙ্গত, ২০২৩ এশিয়া কাপে ভারতের ম্যাচগুলি এবং ফাইনাল শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হয়। বাকি ম্যাচ পাকিস্তানে। আইসিসি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও একই পথেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত ২০০৮ সালে শেষবার পাকিস্তানের মাটিতে এশিয়া কাপে খেলেছিল।

> দুই দেশের মধ্যে চলতি রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতি রয়েছে। কিন্তু সমস্যা থাকলেও পিসিবি সফলভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা নিশ্চিত, কোনও রকম বিঘ্ন ছাড়াই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের মাটিতে।
>
> **পিসিবি কর্তা**

টেস্টে ৩৫তম শতরানের পর জো রুট। বুধবার মুলতানে।

কুককে টপকে শীর্ষে রুট

মুলতান, ৯ অক্টোবর : লাল বলের ক্রিকেটে শচীন তেন্ডুলকারের সর্বাধিক রানের রেকর্ড কি ভেঙে ফেলবেন ইংল্যান্ডের জো রুট? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের পর আরও একবার ক্রিকেট মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে এই প্রশ্ন।

ব্যাট করতে নামলেই সেঞ্চুরি করা এবং একের পর এক রেকর্ড ভাঙা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন রুট। এদিনও তার অন্যথা হল না। বুধবার মুলতানে রুট অপরাজিত ১৭৬ রানের ইনিংস খেললেন। টেস্ট কেরিয়ারে যা তাঁর ৩৫তম শতরান। সেঞ্চুরি সংখ্যার নিরিখে তিনি পিছনে ফেললেন সুনীল গাভাসকার, ব্রায়ান লারা, মাহেলা জয়বর্ধনে এবং ইউনুস খানের মতো কিংবদন্তিদের। এঁদের প্রত্যেকেরই টেস্টে ৩৪টি সেঞ্চুরি ছিল। সেঞ্চুরি সংখ্যার দিক থেকে রুট আগেই স্বদেশীয় অ্যালিস্টার কুককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এদিন টেস্ট রানের নিরিখেও কুককে (১২,৪৭২) পিছনে ফেললেন রুট (১২,৫৭৮)। ফলে টেস্টে ইংল্যান্ডের সর্বাধিক রানের নজির এখন রুটেরই দখলে। রুটের রেকর্ডের তালিকা এখানেই শেষ নয়। চলতি বছরে রুট এই নিয়ে ৫ নম্বর সেঞ্চুরি করে ফেললেন। এর আগে ২০২১ ও ২০২২ সালেও তিনি পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছিলেন।

অন্যদিকে, কুক মনে করছেন এরকম ফর্মে থাকলে রুট শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারেন। তাঁর মন্তব্য, 'বেন স্টোকস অধিনায়ক হওয়ায় রুটের সুবিধা হয়েছে। ওর চাপ কমেছে। যখন আমি অবসর নিই জানতাম রুট আমার রেকর্ড ভাঙবে, যদি না অধিনায়কত্বের চাপ ওর রানের খিদে কমিয়ে দেয়। তাই আমার মনে হয় ও শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলবে।'

> বেন স্টোকস অধিনায়ক হওয়ায় রুটের সুবিধা হয়েছে। ওর চাপ কমেছে। যখন আমি অবসর নিই জানতাম রুট আমার রেকর্ড ভাঙবে, যদি না অধিনায়কত্বের চাপ ওর রানের খিদে কমিয়ে দেয়। তাই আমার মনে হয় ও শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলবে।
>
> **অ্যালিস্টার কুক**

রুটকে যোগ্য সংগত দিয়ে শতরান করেন হ্যারি ব্রুকও (১৪১)। অপরাজিত রুট-ব্রুক জুটি পঞ্চম উইকেটে ২৪৩ রান জোড়েন। তার আগে বেন ডাকেট ৭৫ বলে ৮৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ৪৯২/৩। পাকিস্তানের চেয়ে তারা ৬৪ রান পিছিয়ে।

ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা পামার

লন্ডন, ৯ অক্টোবর : ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে তাঁর অভিষেক ২০২৩-এর নভেম্বরে। এরইমধ্যে দেশের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন কোলে পামার।

জুডে বেলিংহাম, ফিল ফোডেন, বুকায়া সাকাদের পিছনে ফেলে বর্ষসেরার পুরস্কার জিতে নিলেন ইংল্যান্ডের জার্সিতে ৯টি ম্যাচ খেলা পামার। তার মধ্যে প্রথম একাদশে ছিলেন মাত্র দুটি ম্যাচে। ইংল্যান্ডের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত তাঁর গোলসংখ্যা দুই। জাতীয় দলে কম সুযোগ পেলেও ক্লাব ফুটবলে দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছেন তরুণ এই ব্রিটিশ ফুটবলার। গত মরশুমে চেলসির জার্সিতে ২২টি গোল করেন তিনি। চলতি প্রিমিয়ার লিগেও ৭ ম্যাচে ৬টি গোল করে ফেলেছেন পামার। সেই সুবাদেই জিতে নিলেন ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার।

সমর্থকদের ভোটেই সেরা নির্বাচিত হয়েছেন কোলে পামার। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জুডে বেলিংহাম ও তৃতীয় স্থানে বুকায়ো সাকা। ২০১০ সালে অ্যাশলে কোলের পর চেলসির প্রথম ফুটবলার হিসাবে এই পুরস্কার জিতলেন কোলে পামার।

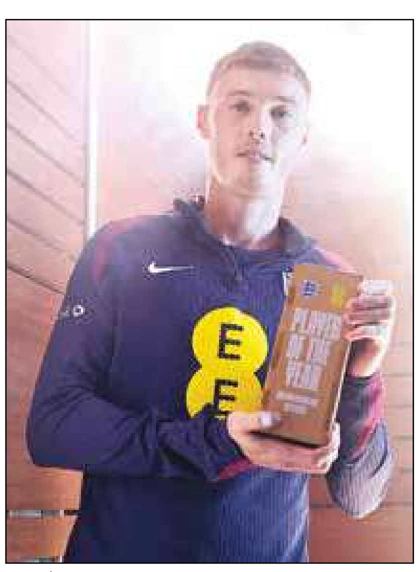
বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে কোল পামার। বুধবার।

দেড় মাস মাঠের বাইরে অ্যালিসন

লন্ডন, ৯ অক্টোবর : হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে নাজেহাল লিভারপুল গোলকিপার অ্যালিসন বেকার। জানা যাচ্ছে, তিনি প্রায় দেড় মাস মাঠের বাইরে থাকবেন। ফলে লিগে চেলসি ও আর্সেনালের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বেকারকে ছাড়াই মাঠে নামবে লিভারপুল। অল রেডস-এর কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, 'বেকারের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। ফলে ওকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে। ও এই মুহূর্তে দলের তথা সমগ্র বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক। ফলে বেকারকে ছাড়া মাঠে নামা কঠিন হবে।'

ছিটকে গেলেন নিকো

মাদ্রিদ, ৯ অক্টোবর : নেশনস লিগের ম্যাচের আগে স্পেন শিবিরে দুঃসংবাদ বয়ে আনলেন নিকো উইলিয়ামস। ১২ অক্টোবর ডেনমার্কের বিরুদ্ধে এবং ১৫ অক্টোবর সার্বিয়ার বিরুদ্ধে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচ রয়েছে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনের। তবে চোটের কারণে এই দুইটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দলের অন্যতম সেরা ফুটবলার নিকো উইলিয়ামস। অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের হয়ে ইউরোপা লিগের ম্যাচে খেলতে নেমে চোট পেয়েছিলেন বছর বাইশের এই স্প্যানিশ ফুটবলার। এরপর লা লিগায় জিরোনার বিরুদ্ধে ম্যাচেও মাঠে নামতে পারেননি নিকো। এবার ছিটকে গেলেন জাতীয় দল থেকেও।

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'চোটের কারণে শিবির ছাড়তে হয়েছে নিকোকে। উয়েফা নেশনস লিগের তৃতীয় ও চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাঁর ক্লাব অ্যাটলেটিকো বিলবাও ও জাতীয় দলের চিকিৎসকদের পরামর্শেই এই সিদ্ধান্ত।' পাশাপাশি নিকোর পরিবর্ত হিসাবে রিয়াল সোসিয়েদাদের ফুটবলার সের্জিও গোমেজ স্পেনের জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়েছেন। প্যারিস অলিম্পিকে স্পেনের সোনাজয়ী ফুটবল দলের সদস্য সের্জিও।

স্পেনের কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের চিন্তা বাড়ালেন নিকো উইলিয়ামস।

ম্যাচ না খেলেই কার্যত চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আইএফএর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। কলকাতা লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। কলকাতা লিগে কার্যত খেতাব নিশ্চিত হয়ে গেল ইমামি ইস্টবেঙ্গলের।

মঙ্গলবার আইএফএর শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকের পর ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে

আইএফএর ওপর ক্ষুব্ধ ডায়মন্ড হারবার

ওই ম্যাচ থেকে মহমেডানের অর্জিত ১ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়। উপরি তিন পয়েন্ট দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে খেতাবি দৌড়ে থাকা ডায়মন্ড হারবার এফসির সঙ্গে লাল-হলুদের পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়ায় ৪। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ডায়মন্ড হারবার এফসি ম্যানেজমেন্ট। ক্লাবের সহ-সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'আইএফএ যে নোংরামি শুরু করেছে, এভাবে খেলা যায় না। এবারের লিগ থেকে আমরা নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।' একইসঙ্গে ভবিষ্যতে কলকাতা লিগ সহ আইএফএ আয়োজিত কোনও টুর্নামেন্টে তারা খেলবে কি না তা ভেবে দেখা হবে বলেও জানানো হয়। একইসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলকে আইএফএর 'দত্তক পুত্র' বলে ক্ষোভ উগরে দেন ডায়মন্ড হারবার ক্লাবের সহ-সভাপতি।

এদিকে এই মুহূর্তে কলকাতা লিগের পয়েন্ট টেবিলের যা অবস্থা তাতে, একমাত্র ডায়মন্ড হারবারের পক্ষেই ইস্টবেঙ্গলকে টপকে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কিবু ভিকুনার দল নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে ম্যাচ না খেলেই খেতাব একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলল বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল।

এদিকে হেড কোচ হিসাবে অস্কার ব্রুজোকে নেওয়ার পর নতুন ফিটনেস কোচও চূড়ান্ত করে ফেলল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। অনেক আগে প্রাক-মরশুম শিবির শুরু করলেও ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। তার জেরেই ফিটনেস কোচ বদল হল। অস্কার ব্রুজোর সঙ্গে বসুন্ধরা কিংসে কাজ করা জাভিয়ের স্যাঞ্চেজকে নতুন ফিটনেস কোচ হিসাবে নিযুক্ত করল ইস্টবেঙ্গল।

কলকাতার রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘের দুর্গাপুজোয় ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের দিমিত্রিস দিয়ামান্তাকোস ও মহম্মদ রাকিব।

কলকাতায় মহাষষ্ঠীতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ, ফুটবলার মিরজালোল কাশিমভ, অ্যালেক্সিস গোমেজরা।

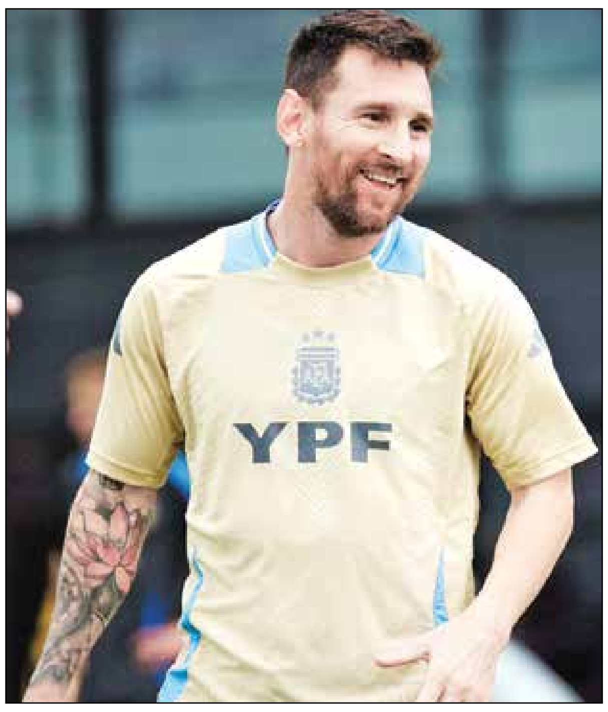

আর্জেন্টিনার অনুশীলনে খোশমেজাজে লিওনেল মেসি।

ফিরছেন লিওনেল মেসি

চোট চিন্তা স্কালোনির

লিওনেল স্কালোনি

মাতুরিন (ভেনিজুয়েলা), ৯ অক্টোবর : জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরছেন লিওনেল মেসি। চোটের জন্য গত মাসে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দুইটি ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি এলএম টেন। তারপর চোট সারিয়ে ফিরেছেন ইন্টার মায়ামির জার্সিতে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ভারতীয় সময় আজ গভীর রাতে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জার্সিতে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন লিও। ১৬ অক্টোবর ভোরে বলিভিয়ার বিরুদ্ধেও মাঠে নামবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলনও করছেন তিনি।

কোপা আমেরিকা ফাইনালের পর এই প্রথমবার জাতীয় দলে ফিরছেন লিও মেসি। তবে এই স্বস্তির মাঝেও আর্জেন্টিনার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে একের পর এক ফুটবলারের চোট। নিকো গঞ্জালেজ, পাওলো দিবালা, মার্কোস আকুনার পর স্কোয়াড থেকে ছিটকে গিয়েছেন আলেহান্দ্রো গারনাচোও। এছাড়া দলের গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজকেও পাবেন না লিওনেল স্কালোনি। ফিফার নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারবেন না তিনি।